শ্রীউপদেশামৃত

শ্রীউপদেশামৃত

সূচীপত্র

প্রকাশকের নিবেদন

অভিধেয় রসাচার্য শ্রীশ্রীল রূপ-গোস্বামিপ্রভু শ্রীপ্রয়াগক্ষেত্রে শ্রীদশাশ্বমেধ ঘাটে শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের শ্রীমুখারবিন্দ-বিগলিত যে উত্তমা ভক্তির উপদেশামৃত-মহাসিন্ধুতে অভিষিক্ত হইবার লীলা প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহারই একবিন্দু জীব-জগতের প্রতি অহৈতুক-কৃপাপরবশ হইয়া বিতরণকল্পে বিস্তৃতাকারে 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে ও সারনির্যাসরূপে 'শ্রীউপদেশামৃতে'র একাদশ-শ্লোকে সম্পুটিত করিয়াছেন।

শ্রীউপদেশামৃতের প্রথম শ্লোকটির অনুরূপ বিভিন্ন শ্লোকে 'শ্রীমহাভারতে' শ্রীযুধিষ্ঠিরর প্রতি শ্রীভীষ্মের উপদেশক্রমে শান্তিপর্ব্বের মোক্ষধর্ম্মে 'শ্রীহংসগীতা'য়, 'শ্রীহারীতগীতায়', কাম-লোভাদি বিজয়ের উপদেশ মধ্যেও 'আশ্বমেধিকপর্ব্বে' শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিজভক্তের সংজ্ঞানির্দ্দেশ দৃষ্ট হয়। শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামীপ্রভু 'শ্রীহংসগীতা'র উপদেশের প্রস্তাবনা-মুখে শ্রীউপদেশামৃতরূপ শ্রীপারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতের চরম উপদেশ-সারসমূহ বিতরণ করিয়াছেন।

শ্রীউপদেশামৃতের চতুর্থ শ্লোকটি অনেকেই বিষ্ণুশর্ম্মা কৃত 'পঞ্চতন্ত্রে' ও সাধারণ সংস্কৃত সাহিত্যাদিতে পাঠ করিয়াছেন। শ্রীল রূপগোস্বামী-প্রভু তাঁহার 'শ্রীপদ্যাবলী' গ্রন্থেও এইরূপ একাধিক প্রাকৃত কবির শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ঐ সকল কবিতাকে শ্রীভক্তিদেবীর কিঙ্করী করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'শ্রীউপদেশামৃত'-গ্রন্থের একটি হস্তলিখিত পত্র শ্রীশ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী-প্রভুর শিষ্য শ্রীগোপীনাথ পূজারী গোস্বামীর দশামাধস্তন ও ভ্রাতৃবংশধর শ্রীরাধারমণদাস গোস্বামী মহাশয়ের রচিত 'শ্রীউপদেশামৃত-প্রকাশিকা' টীকার সহিত শ্রীধামবৃন্দাবনস্থ শ্রীরাধারমণঘেরার শ্রীযুক্তবনমালী লাল গোস্বামী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গ্রন্থাগারে দর্শন করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ জীবজগতের অশেষ কল্যাণ ও সজ্জনগণের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য শ্রীউপদেশামৃতের 'পীযুষবর্ষিণী' নাম্নী একটি বৃত্তি রচনা করিয়া মূল শ্লোকসহ 'শ্রীসজ্জনতোষণী' পত্রিকায় (৯ম বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ, ১৮৯৯) সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গভাষায় মুদ্রিত-গ্রন্থাকারে প্রচার করেন।

শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে স্বধামগত শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী মহাশয়ের গ্রন্থাগারে ও শ্রীব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে আমরা 'শ্রীউপদেশামৃতে'র কয়েকটি হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি দর্শন করিয়াছি।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির বিবরণের মধ্যে (Notices Vol VIII, Calcutta 1886. No 2560, p 13) শ্রীউপদেশামৃতের যে তথ্য প্রকাশ করিযাছেন, তদনুসারে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীপ্রভুর প্রতি শ্রীল রূপগোস্বামীপ্রভুর উপদিষ্ট ৪৩ শ্লোকাত্মক গ্রন্থই 'শ্রীউপদেশামৃত' বলিয়া কথিত হইয়াছে। মিত্রের বিবরণে কেবল প্রথম, দ্বিতীয় ও অন্তিম শ্লোক এবং পুষ্পিকামাত্র উদ্ধৃত হওয়ায় অতিরিক্ত শ্লোকাবলী সম্বন্ধে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তাঁহার উদ্ধৃত শ্লোকত্রয়ের সহিত একাদশ-শ্লোকাত্মক 'শ্রীউপদেশামৃতে'র প্রথম, দ্বিতীয় ও অন্তিম শ্লোকের মিল আছে। তবে মিত্রের বিবরণে উদ্ধৃত তিনটি শ্লোকই অসম্পূর্ণ ও ভ্রমযুক্ত।

'শ্রীউপদেশামৃত-প্রকাশিকা'কারও তাঁহার টীকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,

যো হি জীবোপদেশস্তু শ্রীমদ্রূপ-প্রকাশিতঃ।
সাধকানামুপকৃতৌ তদ্ব্যাখ্যারভ্যতে ময়া॥

কিন্তু, প্রাকৃত-সহজিক সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীশ্রী রূপানুগবর শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীপ্রভুর শ্রীচরণে অপরাধ করিয়া এই প্রসঙ্গে নানাপ্রকার কল্পিত কথা প্রচারিত হইয়াছে। জড়-প্রতিষ্ঠাভিক্ষু কোন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নিষ্কিঞ্চন শ্রীশ্রী রূপ-সনাতনের নিকট জয়পত্র লেখাইয়া লইবার দুরভিসন্ধি

করিলে শ্রীশ্রীজীবপ্রভু ঐ পণ্ডিতের জিহ্বাস্তম্ভন করিয়া প্রকৃত গুরুদেবতাত্মা শিষ্যের আদর্শ প্রদর্শন করেন। প্রাকৃত সহজিয়াগণের মতে ঐরূপ কার্য্য শ্রীরূপের অনুমোদিত নহে বলিয়া শ্রীরূপ-প্রভু শ্রীশ্রীজীবকে 'শ্রীহংসগীতা'র শ্লোকের উপদেশ প্রদান করেন। বস্তুতঃ, শ্রীরূপের এই 'শ্রীউপদেশামৃত' মরণশীল জীব-জগতের নিত্য-জীবন ও অমরত্ব-লাভের একমাত্র মহৌষধ। শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীল শ্রীজীবপ্রভুর শ্রীচরণে এই-রূপ অপরাধময়ী চিত্তবৃত্তি পোষণ করায়, ঐ-সকল ব্যক্তি শ্রীরূপপ্রভুর লিখিত অপ্রাকৃত রহস্যলীলা-পূর্ণ গ্রন্থের প্রতি প্রাকৃত-ভোগময় কৌতুহল প্রদর্শন করিলেও, একান্ত আত্মমঙ্গলের 'শ্রীউপদেশামৃতে'র নাম মুখেও উচ্চারণ করে না। এমন কি, কেহ কেহ 'শ্রীউপদেশামৃত'কে শ্রীরূপের বিরচিত গ্রন্থরূপে গ্রহণ করিতেও সন্দেহ প্রকাশ করে। প্রাকৃত-সাহজিক সম্প্রদায়ের সহিত সমচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট কোন কোন আধুনিক আধ্যাত্মিক সাহিত্য-গবেষকও 'শ্রীউপদেশামৃতে'র সম্বন্ধে অনাস্থাপূর্ণ মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এ-জন্যই শ্রীশ্রীরূপানুগবর আচার্য্যকেশরী শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তাহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন — ক্লেশ পায় অবিরত, জড়কামে হ'য়ে হত, 'উপদেশামৃতে' মানে 'যম'॥

১৬৮০ শকাব্দে (১১৬৫ বঙ্গাব্দ, ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে) সমাপ্ত 'শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়' মহাকাব্যের রচয়িতা উৎকলদেশীয় বৈষ্ণব কবি শ্রীল বক্রেশ্বর পরিবারভুক্ত শ্রীগোবিন্দদেব উক্ত মহাকাব্যের 'স্বধামবিজয়'-নামক অষ্টাদশ সর্গে ৫২শ ৫৫শ সংখ্যায় 'শ্রীউপদেশামৃতে'র শ্লোকচতুষ্টয় উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীগোবিন্দদেবের বর্ণনানুসারে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তাঁহার অপ্রকটলীলা-বিষ্কারের পূর্ব্বে নীলাচলে সিন্ধুতীরে নানাদেশ হইতে সমাগত ব্যক্তি ও ভক্তগণের নিকট পঞ্চ-শ্লোকাত্মক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে চারটী শ্লোকই শ্রীরূপের 'উপদেশামৃতে'র ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্লোক। উক্ত মহাকাব্যে উদ্ধৃত ঐ কয়টী শ্লোকের সহিত 'সজ্জনতোষণী'তে প্রকাশিত পাঠের কিঞ্চিৎ ভেদ দৃষ্ট হয়।

সমগ্র 'উপদেশামৃত'-গ্রন্থটি একস্থানে পাঠ করিবার সৌকর্য্যার্থ ও পাঠভেদ প্রদর্শনার্থ 'শ্রীউপদেশামৃতমূল' বিভিন্ন পাঠান্তর-সহ এই গ্রন্থের প্রারম্ভে সন্নিবিষ্ট হইল।

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'শ্রীশ্রীউপদেশামৃত'কে বাস্তব হরিভজনকারীগণের পক্ষে এরূপ অমূল্য সম্পদ বিচার করিয়াছিলেন যে, তিনি বঙ্গভাষায় বৃত্তি-মাত্র রচনা করিয়া ক্ষান্ত হ'ন নাই, পরন্তু পদভাষা ও মর্ম্মানুবাদ-গীতি রচনা করিয়া 'শ্রীউপদেশামৃত'কে ভক্তিসাধকগণের নিত্য পালনীয় সদাচাররূপে অনুক্ষণ অনুশীলন ও কণ্ঠমালারূপে নিত্য ধারণ করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার সম্পাদিত 'শ্রীসজ্জনতোষণী'র ৯ম বর্ষের ১১শ সংখ্যায় 'শ্রীউপদেশামৃতে'র দ্বিতীয় শ্লোকোদ্ধৃত ভক্তিবাধক ছয়টি বিষয় এবং ১১শ বর্ষের ২য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ১১শ সংখ্যায় ভক্তিসাধক ছয়টি বিষয় অবলম্বনে স্বরোচিত দ্বাদশটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। সেই সকল এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইল।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীমুখবিগলিত শ্রৌত ব্যাখ্যানুসারে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ ৪২৮ শ্রীগৌরাব্দের ২২ হৃষীকেশ, শ্রীরাধাষ্টমী তিথিতে (১৩২১ বঙ্গাব্দ, ১১ই ভাদ্র; ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ, ২৮শে আগষ্ট) শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীব্রজপত্তনে শ্রীউপদেশামৃতের 'অনুবৃত্তি' রচনা সমাপ্ত করেন। শ্রীউপদেশামৃতের অষ্টম শ্লোক পর্য্যন্ত 'অনুবৃত্তি' রচিত হইলে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদের রচিত বৃত্তি ও পদভাষার মধ্যে যাহা কিছু অব্যক্ত ছিল, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাহা তৎকৃত 'অনুবৃত্তি' ও 'পদ্যানুবাদে' শ্রৌত-মৌলিকতার সহিত পরিব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীশ্রীরূপানুগবর প্রভুদ্বয়ের প্রকৃত আশয় বুঝিতে যাহাতে আমাদের কোনরূপ ভ্রান্তি ও সংশয় উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর প্রকৃষ্ট হৃদয়জ্ঞ-আচার্য্য ভাস্কর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী ঠাকুর ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক-ব্রতকালে শ্রীগৌড়ীয়মঠের

শ্রীসারস্বত-শ্রবণ-সদনে প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অমায়ায় করুণা করিয়া 'শ্রীউপদেশামৃতের' বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে কার্ত্তিক-ব্রত কালে শ্রীরাধাকুণ্ডতটে বহু শ্রীব্রজবাসী, শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব, সজ্জন ও শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় সমবেত ভক্তমণ্ডলীর নিকট সমগ্র 'শ্রীউপদেশামৃত' ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীগুরুবর্গের শ্রীমুখ-বিগলিত এই শ্রীরূপ-উপদেশামৃত শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারায় আস্বাদিত হইয়া যাহা 'অবশেষ'-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহারই লেশমাত্র সংগ্রহ করিয়া 'অমৃতাবশেষলেষ', নামে এই সংস্করণে প্রকাশিত হইল। প্রকাশকের সম্পূর্ণ অযোগ্যতা-নিবন্ধন এই অপ্রাকৃত অয়শেষ পরিবেশনে যে কিছু ত্রুটি, বিচ্যুতি, ভ্রান্তি ও অসম্পূর্ণতা দোষ ঘটিয়াছে, তাহা পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দ কৃপাপূর্ব্বক প্রদর্শন করিলে, পরবর্ত্তী সংস্করণে যথাসাধ্য পরিশোধিত হইতে পারিবে।

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রিয়-শিষ্যবর পরমাধ্য শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থগোস্বামী মহারাজ ১৩২৭ বঙ্গাব্দের মাঘমাসে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবির্ভাব বাসরে 'শ্রীগৌর-শিক্ষাষ্টক' ও 'শ্রীরূপদেশামৃত' গ্রন্থদ্বয় প্রতিশব্দান্বয়, টীকা, বৃত্তি, অনুবৃত্তি ও ভাষ্যদ্বয়ের সহিত 'সাধনপথ' নাম দিয়া পূর্ব্ববঙ্গে প্রচার কালে ঢাকা নগরী হইতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ 'শ্রীউপদেশামৃত'-মূল, 'প্রকাশিকা'-টীকা, 'পীযুষবর্ষিণী'-বৃত্তি, 'অনুবৃত্তি' ও স্ব-কৃত উপদেশামৃত-পদভাষা সহ ৪২৯ শ্রীগৌরাব্দে (১৩২২ বঙ্গাব্দ, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ) 'শ্রীভাগবত যন্ত্রালয়' হইতে 'শ্রীউপদেশামৃতে'র ২য় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৯৮১ সম্বতে (১৩৩১ বঙ্গাব্দ, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ) শ্রীজগমোহনলাল শ্রীবাস্তব শ্রীরাধারমণঘেরার স্বধামগত পণ্ডিত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয়ের ব্রজভাষায় কৃত অনুবাদের সহিত দেবনাগর অক্ষরে যে 'শ্রীউপদেশামৃত'-গ্রন্থ শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ঐ গ্রন্থ শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর বিরচিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীযুক্ত বনমালীলাল গোস্বামী মহাশয় 'শ্রীউপদেশামৃত'কে শ্রীরূপ-প্রভুরই বিরচিত বলিয়া গ্রহণ করেন এবং সেই বংশেরই প্রক্তন পণ্ডিত শ্রীরাধারমণদাস গোস্বামী তাঁহার টীকায়ও এই গ্রন্থ শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামী-প্রভুরই বিরচিত বলিয়া স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছেন। শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের পুঁথি ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উদ্ধৃত পুস্তিকা হইতেও তাহাই সমর্থিত হয়।

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ষষ্ঠবার্ষিক বিরহ উৎসব উপলক্ষে 'শ্রীউপদেশামৃতে'র এই অভিনব সংস্করণটি অশেষ জীব দুঃখকাতর শ্রীশ্রীরূপানুগ-বর শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়াচার্য্যবর্ষ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের একমাত্র অহৈতুক-কৃপায় সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী দুর্যোগ ও কাগজের কল্পনাতীত দুর্ম্মূল্যের মধ্যেও পরমারাধ্য শ্রীল ভক্তি প্রদীপ তীর্থগোস্বামী মহারাজের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইল।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের
যষ্ঠবার্ষিক বিরহ-তিথি
৪ নারায়ণ, ৪৫৬ গৌরাব্দ;
১০ই পৌষ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ;
২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ

শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীগুরু
বৈষ্ণব শ্রীশ্রীপাদপদ্মের
কৃপামৃতকণ প্রার্থী ~
শ্রীসুন্দরদাস বিদ্যাবিনোদ

গ্রন্থে ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক চিহ্নসমূহ

শ্রীকঃ কঃ	শ্রী কল্যাণ-কল্পতরু
শ্রীগীঃ	শ্রীগীতা
গোপীবল্লভপুর	শ্রীগোপীবল্লভপুরস্থ গ্রন্থাগার
শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়	শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয় মহাকাব্য
শ্রীচৈঃ চঃ	শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত
শ্রীচৈঃ ভাঃ	শ্রীচৈতন্য ভাগবত
শ্রীপদ্ম পুঃ	শ্রীপদ্ম পুরাণ
শ্রীপ্রেঃ ভঃ চঃ	শ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা
শ্রীভঃ রঃ সিঃ	শ্রীভক্তি রসামৃত সিন্ধু
শ্রীভাঃ	শ্রীমদ্ভাগবত
মধুসূদন	মধুসূদনদাস গোস্বামী সার্ব্বভৌম
শ্রীমঃ ভাঃ	শ্রীমহাভারত
শ্রীবিঃ পুঃ	শ্রীবিষ্ণুপুরাণ
শ্বেঃ উঃ	শ্রীশ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ
শ্রীহঃ ভঃ বিঃ	শ্রীহরিভক্তি বিলাস
H.O.S.	Harvard Oriental Series

শ্রীল রূপগোস্বামীপ্রভু কৃতম্

শ্রীশ্রীউপদেশামৃতম্

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥ ১॥

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লোল্যঞ্চ যড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি॥ ২॥

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্ম প্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ যড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি॥
॥৩॥

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব যড়্বিধ প্রীতি-লক্ষণম্॥
॥ ৪॥

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়তে
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিত-সঙ্গলব্ধা॥ ৫॥

দৃষ্টৈঃ স্বভাব-জনিতর্বপুষশ্চ দোষৈর্ন
প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদবুদ ফেন-
পঙ্কৈর্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥৬॥

স্যাৎ কৃষ্ণনাম-চরিতাদি-সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদগদমূলহন্ত্রী॥৭॥

তন্নাম-রূপ-চরিতাদি-সুকীর্ত্তনানুস্মৃত্যোঃ
ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগি-জনানুগামী কালং
নয়েদখিলমিত্যুপদেশ-সারম্॥ ৮॥

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী
তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণি-রমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লবনাৎ
কুর্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে
সেবাং বিবেকী ন কঃ॥ ৯॥

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া
ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিনস্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্ত-
ভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি
সা রাধিকা প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়-সরসী
তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥ ১০॥

কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণসবসতিঃ প্রেয়সীভ্যোঽপি রাধা
কুণ্ডং চাস্যা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যাধায়ি।
যৎ প্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজাং
তৎ প্রেমেদং সকৃদপি সরঃ স্নাতুরাবিষ্করোতি॥
॥১১॥

শ্লোকোক্ত বিষয়

১। ত্রিদণ্ডিগোস্বামীর লক্ষণ

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥ ১॥

অন্বয় — যঃ (যে) ধীরঃ (সুমেধা) বাচঃ (বাক্যের) বেগং (বেগ), মনসঃ (মনের) [বেগং (বেগ)], ক্রোধবেগং (ক্রোধের বেগ), জিহ্বাবেগম্ (জিহ্বার বেগ), উদরপস্থবেগং (উদর ও উপস্থের বেগ) — এতান্ (এই-সকল) বেগান্ (বেগ) বিষহেত (সহ্য করিতে সমর্থ হ'ন) সঃ (তিনি) ইমাং (এই) সর্ব্বাং (সমগ্র) পৃথিবীম্ অপি (পৃথিবীকেও) শিষ্যাৎ (শাসন করিতে পারেন) ॥ ১॥

অনুবাদ — যে ধীর মানব বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধ-বেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ - উপস্থবেগ — এই ছয় বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হ'ন, তিনি এই সমগ্র পৃথিবীকেও শাসন করিতে পারেন ॥ ১॥

শ্রীউপদেশ প্রকাশিকা টীকা

(শ্রীরাধারমণদাস গোস্বামী কৃতা)

শ্রীরাধারমণো জয়তি॥ শ্রীচৈতন্যং প্রপদ্যেঽহং সাবধূতং সভক্তকম্। সাদ্বৈতং বিশ্ব-শক্তিনাং নিধানীকৃতরূপকম্॥ শ্রীকৃষ্ণরাধা চরণাব্জসেবনে সদোদ্যতং তদ্বিধিপাবিতাখিলম্। শ্রীরূপগোস্বামি-নামাদরেণ তং শৃঙ্গার-সর্ব্বস্বমথোঽহমাশ্রয়ে॥ শ্রীমদ্‌গোপালভট্টকং তং দীনানুগ্রহকাতরম্।। নমামি কৃষ্ণচৈতন্যং ভক্ত্যা তাড়িতভূতলম্॥ গোপীনাথঞ্চ তচ্ছিষ্যং রাধারমণসেবকম্। প্রপদ্যেঽহং মুদা গৌরভক্ত্যানেকস্য পালকম॥ যো হি জীবোপদেশস্তু শ্রীমদ্রূপ-প্রকাশিতঃ। সাধকানামুপকৃতৌ তদ্ব্যাখ্যারভ্যতে ময়া। শ্রীমজ্জীবনলালস্য পৌত্রো ভৃত্যোঽপি কশ্চন। তমেব স্বগুরুং নত্বা ব্যাখ্যামারভতে মিতাম্। তত্র প্রথমতঃ "শোকামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসম্। কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফুর্ত্তিসম্ভাবনা ভবেৎ॥" ইতি — ভাগবত-কারিকা-প্রতিপন্ন-কৃষ্ণস্ফুর্ত্তিপ্রতবন্ধক-বাগ্বেগাদি-নিয়মান্ শিক্ষয়তি — "বাচঃ" ইতি। সর্ব্বাং পৃথ্বীং শিষ্যাদিতি বাগাদিবেগ-সহনোপযোগেন সংবৃদ্ধয়া ভক্ত্যা সর্ব্বপাবনত্বাৎ। তদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতীতিবৎ সর্ব্বোঽপি জনস্তস্য শিষ্য এবেত্যর্থঃ। তেন চ তত্তদ্বেগসহনস্য ভক্তিপ্রবেশোপযোগিত্বমেব, ন তু সাধনত্বম্। তস্যাঃ স্বপ্রকাশত্বাভ্যুপগমাদেবেতি ভাবঃ॥ ১॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ কৃত ভাষ্য

গুরুকৃপা বলে লভি' সম্বন্ধ-বিজ্ঞান।
কৃতি জীব হয়েন ভজনে যত্নবান্॥
সেই জীবে শ্রীরূপ-গোস্বামী-মহোদয়।
'উপদেশামৃতে' ধন্য করেন নিশ্চয়॥
গৃহী গৃহত্যাগী ভেদে দ্বিপ্রকার জনে।
উপদেশ-ভেদ বিচারিবে বিজ্ঞগণে॥
গৃহী-প্রতি এই সব উপদেশ হয়।
গৃহত্যাগী-প্রতি ইহা পরাকাষ্ঠাময়॥
বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ, আর।
জিহ্বাবেগ, উদর-উপস্থবেগ ছার॥
এই ছয় বেগ সহি' কৃষ্ণনামাশ্রয়ে।
জগৎ শাসিতে পারে পরাজিয়া ভয়ে॥
কেবল শরণাগতি কৃষ্ণভক্তিময়।
ভক্তিপ্রতিকূল-ত্যাগ তা'র অঙ্গ হয়॥
ছয় বেগ সহি' যুক্ত-বৈরাগ্য-আশ্রয়ে।
নামে অপরাধশূন্য হইবে নির্ভয়ে॥ ১॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত)

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ॥ যৎকৃপাসাগরোদ্ভূত-মুপদেশামৃতং ভুবি। শ্রীরূপেণ সমানীতং গৌরচন্দ্রং ভজামি তম্॥ নত্বা গ্রন্থপ্রণেতারং টীকাকারং প্রণম্য চ। ময়া বিরচ্যতে বৃত্তিঃ 'পীযুষ-

পরিবেশনী'॥ "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্য-নাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥" — (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ১।১।৯)। এই কারিকা-সম্মত আনুকূল্যের সঙ্কল্প ও প্রাতিকূল্যের বর্জ্জন-সহকারে ভক্তি অনুশীলনই ভজনপরায়ণ ব্যক্তি-দিগের নিতান্ত প্রয়োজন। আনুকূল্যের সঙ্কল্প ও প্রাতিকূল্যের বর্জ্জন শুদ্ধাভক্তির সাক্ষাৎ অঙ্গ নয়, কিন্তু ভক্তির অধিকারদাতা শরণাপত্তিলক্ষণ শ্রদ্ধার অঙ্গদ্বয়। যথা — আনুকূলস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূলস্য বর্জ্জনম্। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা। আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ॥ — (শ্রীবৈষ্ণবতন্ত্র-বাক্য)। এই শ্লোকে প্রাতিকূল্য বর্জ্জনের ব্যবস্থা। বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ — এই ছয়টি বেগ যে ব্যক্তি বিশেষরূপে সহ্য করিতে সমর্থ হ'ন, তিনি এই সমস্ত-পৃথিবী শাসন করিতে পারেন। "শোকামর্যাদাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসম্। কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফুর্ত্তিসম্ভাবনা ভবেৎ॥" — (শ্রীপদ্মপুরাণ)। এই শ্লোকের তাৎপর্য্যে জানা যায় যে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মৎসরতা — এই সকল উৎপাত মানবের মনে সর্ব্বদা উদিত হইয়া বাক্যের বেগ অর্থাৎ ভূতোদ্বেগকারী বচনপ্রয়োগদ্বারা; মানস-বেগ অর্থাৎ নানাবিধ মনোরথদ্বারা; ক্রোধের বেগ অর্থাৎ রূঢ়বাক্যাদি প্রয়োগদ্বারা; জিহ্বার বেগ অর্থাৎ মধুর, অম্ল, কটু, লবন, কষায়, তিক্ত ভেদে ষড়্বিধ রস-লালসাদ্বারা; উদরের বেগ অর্থাৎ অত্যন্ত ভোজনপ্রয়াস দ্বারা ও উপস্থের বেগ অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ সংযোগ-লালসা দ্বারা মনকে অসদ্বিষয়ে আবিষ্ট করে। সুতরাং, চিত্তে ভক্তির শুদ্ধ অনুশীলন হয় না। ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তির চিত্তকে ভক্তি-প্রবণ করিবার জন্য অস্মত্তত্ত্বাচার্য্য শ্রীমদ্রূপগোস্বামী এই শ্লোকটির সর্ব্বাগ্রে অবতারণ করিয়াছেন। উক্ত ষড়্বর্গ-নিবৃত্তি করিবার চেষ্টাই যে ভক্তিসাধন তাহা নহে; কিন্তু ভক্তি-মন্দিরে প্রবেশের যোগ্যতাসাধন মাত্র। কর্ম্ম-মার্গে ও জ্ঞানমার্গে এই ষড়্বর্গ-নিবৃত্তির উপদেশ আছে। তত্তৎ-সাধন প্রণালী ভক্তের পালনীয় নয়। কৃষ্ণ-নামরূপচরিতাদি শ্রবণ-কীর্ত্তন ও অনুস্মরণই সাক্ষাৎ ভক্তি।

ভক্তির অনুশীলন সময়ে উক্ত ষড়্বেগ আসিয়া অপক্ক সাধকের সাধনে প্রতিবন্ধকতা আচরণ করে। সেই সময় ভক্ত অনন্যশরণাগতির ভাবে দশ-নামাপরাধ দমনচেষ্টার মধ্যে নামবল-কৃপায় এই প্রতিবন্ধকও শুদ্ধভক্তসঙ্গ-প্রভাবে দূর করিতে সমর্থ হ'ন। তদাশ্রয়-অপরাধ, যথা — "শ্রুত্বাপি নাম-মাহাত্ম্যং যঃ প্রীতিরহিতঽধমঃ। অহং মমাদি-পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ॥ — (শ্রীপদ্মপুরাণ)। ভক্তগণ যুক্তবৈরাগ্য-পরায়ণ, অর্থাৎ শুষ্কবৈরাগ্যের অধিকার ন'ন। সুতরাং বিষয়সংস্পর্শাদি পরিত্যাগের ব্যবস্থা তাঁহাদের সম্বন্ধে নাই। মনের বেগ যে অসতৃষ্ণা, তাহা রহিত হইলেই নেত্রবেগ, ঘ্রাণ-বেগ, ও শ্রবণ-বেগ নিয়মিত হয়। অতএব ষড়্বেগ জয়কারী আত্মানুগত ব্যক্তি পৃথ্বীজয়ী হ'ন। এই বেগ সহনোপদেশ কেবল গৃহীভক্তের পক্ষে; কেননা গৃহত্যাগীর পক্ষে পরাকাষ্ঠারূপ সম্পূর্ণ বেগাদি-বর্জ্জন গৃহত্যাগের পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়াছে॥ ১॥

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর কৃত ভাষ্য

কৃষ্ণেতর কথা — বাগ্‌বেগ তা'র নাম।
কামের অতৃপ্তে ক্রোধবেগ মনোধাম॥
সুস্বাদু-ভোজনশীল জিহ্বাবেগ-দাস।
অতিরিক্ত ভোক্তা যেই উদরেতে আশ॥
যোষিতে ভৃত্য স্ত্রৈণ কামের কিঙ্কর।
উপস্থবেগের বশে কন্দর্পতৎপর॥
এই ছয় বেগ যা'র বশে সদা রয়।
সে জন গোস্বামী, করে পৃথিবী বিজয়॥ ১॥

অনুবৃত্তি

[শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রণীত]

দয়ানিধি গৌরহরি, কলি-জীবে দয়া করি',
'শিক্ষাষ্টকে' শিখাইল ধর্ম্ম।
তাঁহার শ্রীমুখ হ'তে, যা শিখিল ভালমতে,
প্রভু রূপ জানি' সেই মর্ম্ম॥
জীবের কল্যান-খনি, প্রেমরত্ন-মহামণি,
গ্রন্থরত্ন সরলে লিখিল।
গৌরভক্ত কণ্ঠহার, 'উপদেশামৃত' সার,
রূপানুগে রূপ নিজে দিল॥

কাল্পনিক নব্যমত, নাম বা করিব কত,
ভক্তিপথে যা'রে বলে ভেল।
মায়াবাদী কৃষ্ণ ত্যজি', মুখে শুধু গোরা ভজি',
ভোগের বিলাসে বিন্ধি' শেল॥
ক্লেশ পায় অবিরত, জড়কামে হ'য়ে হত,
'উপদেশামৃতে' মানে যম।
শ্রদ্ধা করি' পাঠ করি', লাভ করে গৌরহরি,
জানে রূপ-পদ বিনা ভ্রম॥
রূপানুগজন-পদ, লভিবারে সুসম্পদ,
রূপানুগজন-প্রীতি তরে।
রূপ-উপদেশামৃত, শুদ্ধ-হরিজনাদৃত,
অযোগ্যেও সমাশ্রয় করে॥
গৌরকিশোর প্রভু, ভকতিবিনোদ বিভু,
শুদ্ধভক্তি যেই প্রচারিল।
সেই শুদ্ধভক্তি-সূচী, বদ্ধজীব যা'হে শুচি,
পাইবার তরে এক তিল॥
রূপানুগ-পূজ্যবরা, শ্রীবার্ষভানবী হরা,
তাঁহার দয়িতদাস-দাস।
রূপানুগ-সেবা আশ, শ্রীব্রজপত্তনে বাস্,
'অনুবৃত্তি' করিল প্রকাশ॥

পার্থিব অভিনিবেশে ত্রিবিধ বেগ দৃষ্ট হয়। বাগ্‌বেগ,মানস বেগ ও শারীর বেগ। বেগত্রয়ের হস্তে পতিত হইলে জীব মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না। তজ্জন্য বেগ-সহনশীল জীব পার্থিব বস্তুর বশীভূত হইবার পরিবর্ত্তে পৃথিবীকে জয় করিতে সমর্থ হ'ন। 'বাক্যের বেগ' বলিতে নির্ব্বিশেষবাদীর শাস্ত্রীয় জল্পনা সমূহ, কর্ম্মকাণ্ড-নিরতে'র কর্ম্মফলের শাস্ত্রযুক্তি ও কৃষ্ণেতর-অভিলাষীর যথেচ্ছ ভোগপর অনুভব জন্য বাক্যাবলী। ভগবানের সেবনোপযোগী বাক্‌সমূহের প্রবৃত্তিই কেবল বেগ-সহনের ফল, উহাই বাগ্-বেগ নহে। অব্যক্ত বাগ্‌বেগ উচ্চার্য্যমাণ না হইলেও কৃষ্ণেতর বিষয়ক অনুভবের জন্য বাক্-চেষ্টা বিশেষ। 'মনের বেগ' দ্বিবিধ — অবিরোধ-প্রীতি ও বিরোধযুক্ত ক্রোধ। মায়াবাদীর বিশ্বাসে প্রীতি, কর্ম্মবাদীর বিশ্বাসে আদর ও অন্যাভিলাষীর মতে বিশ্বাস — এই তিন প্রকার অবিরোধ প্রীতি। জ্ঞানী, কর্ম্মী ও অন্যাভিলাসীর চেষ্টা দেখিয়া নিরপেক্ষ অবস্থানই মনের আব্যক্ত অবিরোধ-প্রীতি বেগ। অন্যাভিলাষের অতৃপ্তি- জন্য, কর্ম্মফল লাভের অতৃপ্তিতে ও মুক্তির অপ্রাপ্তি হেতু 'ক্রোধ'। কৃষ্ণলীলা চিন্তাই মানসবেগ সহনের ফল; উহাই মানসবেগ নহে। শারীরবেগ ত্রিবিধ — 'জিহ্বাবেগ', 'উদরবেগ' ও 'উপস্থবেগ'। যড়্রসের কোন রস-লালসায় উত্তেজিত হইয়া সকল-প্রকার পশুমাংস, মৎস, কর্কট ডিম, শুক্র-শোণিতজাত শবশ্রেণীস্থ অমেধ দ্রব্য, বর্দ্ধনশীল উদ্ভিদ, লতা ও শাক, গব্য-প্রকারভেদ প্রভৃতি গ্রহণ করিবার লালসাই জিহ্বার চেষ্টা। অতিরিক্ত লঙ্কা ও অম্ল প্রভৃতি সাধুগণ পরিত্যাগ করেন। হরিতকী, সুপারি প্রভৃতি তাম্বুলোপকরণ, তাম্বুল, ধূম্রপান, গঞ্জিকাদি উৎকট ধূম্রপান, অহিফেন, মদ্য প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন জিহ্বা-বেগের অন্তর্ভুক্ত। ভগবানের উচ্ছিষ্টাদি গ্রহণপূর্ব্বক শুদ্ধ-জীব জিহ্বাবেগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। ভগবন্নৈবেদ্য পরমস্বাদকর হইলেও উহা প্রসাদভোজীর নিকট জিহ্বাবেগ নহে। পরন্তু, ভগবানের বিলাস-সহচর উত্তম সুস্বাদু দ্রব্যসমূহ, নিজ জড়ভোগ-বাসনার উদ্দেশে প্রসাদের ছলে গ্রহণ করিবার চাতুরী উপস্থিত হইলে, উহাও জিহ্বা-বেগের অন্তর্গত। ধনীর গৃহস্থিত দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বহুমূল্য পরমাস্বাদ্য উপকরণাদি অকিঞ্চন বৈষ্ণবের গ্রহণ করিবার পিপাসা জিহ্বা-বেগের অন্তর্গত। জিহ্বাবেগ বর্দ্ধন করিতে হইলে নানাপ্রকার অসচ্চেষ্টা ও অসৎসঙ্গ ঘটিবার সম্ভাবনা। "জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায় শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥" "ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে।" — (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৬।২২৭, ২৩৬)। উদরবেগ অনেক সময় জিহ্বা-বেগেরই সহচর। উদরবেগ-গ্রস্ত ব্যক্তি অধিকাংশ সময় রোগবিশিষ্ট। অধিক-ভোজন-চেষ্টা করিতে গেলে নানাপ্রকার সাংসারিক অসুবিধা উপস্থিত হয়। অতিভোজী উপস্থবেগের দাস। কৃষ্ণপ্রসাদ-সেবা ও কৃষ্ণব্রত একাদশ্যাদি পালন ও কৃষ্ণসেবা প্রবৃত্তিতে উদরবেগ নিবৃত্ত হয়। উপস্থবেগ দ্বিবিধ — বৈধ ও অবৈধ। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি শাস্ত্রীয় বিধিমতে নিশিচর্য্যা পালনপর হইয়া গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া বৈধচেষ্টায় উপস্থ-বেগ সংযত করেন। অবৈধ

উপস্থবেগ নানাবিধ — শাস্ত্রীয় সমাজবিধি ত্যাগ করিয়া পরস্ত্রী-গ্রহণ, অষ্ট-প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ-পিপাসা, কৃত্রিম মিথ্যাচার, অবৈধ উপায়ে ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থতা। গৃহস্থ ও উদাসীন উভয়েরই জিহ্বা, উদর ও উপস্থ-বেগের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত 'প্রেমবিবর্ত্ত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন —

"বৈরাগী ভাই! গ্রাম্য কথা না শুনিবে কানে।
গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে॥
স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ।
গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন॥
যদি চাহ প্রণয় রাখিতে গৌরাঙ্গের সনে।
ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে॥
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।
হৃদয়েতে রাধাকৃষ্ণ সর্ব্বদা সেবিবে॥"

বাক্য, মন ও শরীরের পূর্ব্বকথিত ষড়্বিধচেষ্টা যিনি সম্যগ্রূপে সহ্য করিতে সমর্থ, তিনিই 'গোস্বামী'। বেগষট্কের হস্তে অবস্থিত থাকিলে জীব 'গোদাস'-শব্দবাচ্য হ'ন। গোস্বামীগণই কৃষ্ণসেবক। গোদাস-গণ মায়ার দাস; সুতরাং কৃষ্ণভক্ত হইতে হইলে গোস্বামীর চরণানুগত্য ব্যতীত অন্য উপায় নাই। অদান্তগো কখনই হরিসেবক হইতে পারেন না। শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন — "মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতনাম্। অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃপুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বাণানাম্॥ ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ॥
— (শ্রীভাঃ ৭।৫।৩০-৩১)॥ ১॥

২। ভক্তির প্রতিকূল ষড়্দোষ

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি॥ ২॥

অন্বয় — অত্যাহারঃ (অধিক সংগ্রহ ও সঞ্চয়), প্রয়াসঃ চ (প্রাকৃত বিষয়ে অধিক পরিশ্রম বা চেষ্টা), প্রজল্পঃ (বৃথা বাক্যব্যয়), নিয়মাগ্রহঃ (নিয়মে অধিক আদর ও অবহেলা বা অপালন), জনসঙ্গঃ চ (বহির্ম্মুখ লোকের সঙ্গ), লৌল্যং চ (এবং মতের চঞ্চলতা বা অব্যবস্থিত-চিত্ততা) — [এতৈঃ — এই] ষড়্ভিঃ (ছয়টির দ্বারা) ভক্তিঃ (ভক্তি) বিনশ্যতি (বিনাশ-প্রাপ্ত হয়)॥ ২॥

অনুবাদ — (কোন বস্তুর) অধিক সংগ্রহ ও সঞ্চয়, প্রাকৃত বিষয়ে অধিক পরিশ্রম বা চেষ্টা, বৃথা বাক্যব্যয়, নিয়মের প্রতি অত্যধিক আদর ও অগ্রহণ বা অপালন, কৃষ্ণ-ভক্তি-বিমুখ লোকের সঙ্গ এবং চিত্তের চঞ্চলতা বা অব্যবস্থিত ভাব — এই ছয় দোষে ভক্তি নষ্ট হইয়া যায়॥ ২॥

শ্রীউপদেশ প্রকাশিকা টীকা

ইদানীং সাধকচিত্তস্য তাদৃশাভ্যাসাভাবাৎ প্রাকৃতত্বেন তদবস্থায়ামেব ভক্তিবিনাশক-প্রসাধকান্যাহ — "অত্যাহারঃ" ইতি দ্বয়েন। প্রয়াসঃ বিষয়োদ্যমক্লেশঃ। প্রজল্পো বৃথৈব তত্তন্নিন্দাদিবাগাড়ম্বরঃ। নিয়মাগ্রহঃ প্রাকৃতে বৈষয়িক নিয়মে আগ্রহঃ, যদ্বা, যস্য কস্যাপি ভক্ত্যঙ্গনিয়মস্যাগ্রহণং সাধকস্য রাগাভাবাৎ, বিধিনাপি তদাগ্রহে তল্লোভাদিত্যর্থঃ। জনসঙ্গশ্চ "সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতু" (শ্রীভাঃ ৩।২৩।৫৫), "সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ প্রমদাসু" ইতি (শ্রীভাঃ ৩।৩১।৩৯), "সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ শোচ্যেষু" (শ্রীভাঃ ৩।৩১।৩৪), ইত্যাদিভিঃ সর্ব্বত্রৈব নিষিদ্ধঃ। লৌল্যং চঞ্চলং তেন ব্যভিচারো লক্ষ্যতে। তস্যাপি পুংশ্চলীচঞ্চলত্ববৎ কদাপি জ্ঞানে, কদাপি যোগে, কদাপি ভক্তৌ প্রবৃত্তত্বাদ্বিনাশহেতুত্বমিতি॥ ২॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ কৃত ভাষ্য

অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, জনসঙ্গ।
লৌল্যাদি, নিয়মাগ্রহ হ'লে ভক্তিভঙ্গ॥
গৃহত্যাগি-জনের সঞ্চয় — অত্যাহার।
অধিকসঞ্চয়ী গৃহী বৈষ্ণবের ছার॥
ভক্তি-অনুকূল নয়' যে-সব উদ্যম।
প্রয়াস-নামেতে তা'র প্রকাশ বিষম॥
গ্রাম্যকথা প্রজল্প-নামেতে পরিচয়।
মতের চাঞ্চল্য লৌল্য অসতৃষ্ণাময়॥
বিষয়ী, যোষিৎসঙ্গী, তত্তৎসঙ্গী আর।
মায়াবাদী, ধর্ম্মধ্বজী, নাস্তিক-প্রকার॥
সে-সব অসৎসঙ্গ ভক্তিহানিকর।
বিশেষ যতনে সেই সঙ্গ পরিহর॥
নিয়ম-অগ্রহ, আর নিয়ম-আগ্রহ।
দ্বি-প্রকার দোষ — এই ভক্ত-গলগ্রহ॥

একে স্বাধিকারগত-নিয়ম-বর্জ্জন।
আরে অন্য-অধিকার-নিয়ম-গ্রহণ॥ ২॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

দ্বিতীয় শ্লোকেও কেবল প্রাতিকূল্য-বর্জ্জনের কথা। অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য — এই ছয়টী দোষ ভক্তি-বিরোধী। অত্যাহার — অধিক আহরণ বা সংগ্রহ বা সঞ্চয়চেষ্টা। গৃহত্যাগী ভক্তের সঞ্চয় নিষেধ; গৃহী বৈষ্ণবের যাবৎ নির্ব্বাহ সঞ্চয়ের আবশ্যকতা, ততোঽধিক সঞ্চয়ে অত্যাহার; ভজন-প্রয়াসীগণ বিষয়ীদিগের ন্যায় সেইরূপ করিবেন না। প্রয়াস — ভক্তি-বিরোধচেষ্টা বা বিষয়োদ্যম। প্রজল্প — কালহরণকরী অনাবশ্যক গ্রাম্যকথা। নিয়মাগ্রহ — উচ্চাধিকার-প্রাপ্তি-সময়ে নিম্নাধিকার-গত নিয়মে আগ্রহ এবং ভক্তিপোষক নিয়মের অগ্রহণ — এই দুই প্রকার। জনসঙ্গ — শুদ্ধভক্ত-জনসঙ্গ ব্যতীত অন্যজন-সঙ্গ। লৌল্য — নানা-মতবাদিসঙ্গে অস্থির-সিদ্ধান্ত অর্থাৎ চাঞ্চল্য এবং তুচ্ছ বিষয়ে আকৃষ্ট হওয়া। প্রজল্প হইতে সাধুনিন্দা এবং লৌল্য হইতেই অন্যদেবে স্বতন্ত্র্যাদি-বুদ্ধিজনিত নামাপরাধ হয়॥ ২॥

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর কৃত ভাষ্য

অত্যন্ত সংগ্রহে যা'র সদা চিত্ত ধায়।
'অত্যাহারী' ভক্তিহীন সেই সংজ্ঞা পায়॥
প্রাকৃত বস্তুর আশে ভোগে যা'র মন।
'প্রয়াসী' তাহার নাম ভক্তিহীন জন॥
কৃষ্ণকথা ছাড়ি' জিহ্বা আন কথা কহে।
'প্রজল্পী' তাহার নাম, বৃথা বাক্য বহে॥
ভজনেতে উদাসীন কর্ম্মেতে প্রবীণ।
বহ্বারম্ভী সে 'নিয়মাগ্রহী' অতি দীন॥
কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা অন্য সঙ্গে রত।
'জনসঙ্গী' কু-বিষয়বিলাসে বিব্রত॥
নানা-স্থানে ভ্রমে যেই নিজ স্বার্থতরে।
'লৌল্যপর' ভক্তিহীন সংজ্ঞা দেয় নরে॥
এই ছয় নহে কভু ভক্তি-অধিকারী।
ভক্তিহীন লক্ষ্যভ্রষ্ট বিষয়ী-সংসারী॥ ২॥

অনুবৃত্তি

জ্ঞানীগণের অতিরিক্ত জ্ঞানসংগ্রহ, কর্ম্মফলবাদী-গণের ফলসঞ্চয়, অন্যাভিলাষীদিগের অতিশয় সংগ্রহই অত্যাহার। জ্ঞানীগণের জ্ঞানাভ্যাস-বিধি, কর্ম্মীর তপস্যা-ব্রতাদি, অন্যাভিলাসীর স্ত্রী-পুত্র-দ্রবিণাদি বিষয়েই প্রয়াস। জ্ঞানীগণের শাস্ত্রীয় বিতণ্ডাজন্য পাণ্ডিত্য, কর্ম্মীগণের অনুষ্ঠান-প্রিয়তা, অন্যাভিলাসীর ইন্দ্রিয়প্রীতি-মূলক বাক্যাবলিই প্রজল্প। মুক্তি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে জ্ঞান-শাস্ত্রের নিয়মাবলী গ্রহণে আগ্রহ। ইহামুত্র-সুখ-ভোগপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে প্রয়োগ-শাস্ত্রের নিয়মের প্রতি আসক্তি, তাৎকালিক সুখপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে 'ইউটিলিটেরিয়ান্'-দিগের ন্যায় নিজ অবস্থোচিত বিধির প্রতি মর্য্যাদা স্থাপনই 'নিয়মাগ্রহ'। ভক্তি-লাভের নিয়মাদিতে উদাসীন। যথেচ্ছাচারকে অনুরাগমার্গ বলিয়া আপনার গর্হণযোগ্য অবস্থাকে বহুমানন করেন। "শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদিপঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতয়ৈব কেবলম্॥" (শ্রীভঃ রঃ সিঃ ১।২।৪৬, 'ব্রহ্মযামল' বচন)।

"মন তো'রে বলি এ বারতা।
অল্প বয়সে হায়, বঞ্চিত বঞ্চক পা'য়ে,
বিকাইলে নিজ স্বতন্ত্রতা॥
সম্প্রদায়ে ভেদবুদ্ধি, জানি' তুমি আত্মশুদ্ধি,
করিবারে হইলে সাবধান।
না নিলে তিলক-মালা, ত্যজিলে দীক্ষার জ্বালা,
নিজে কৈলে নবীন বিধান॥
পূর্ব্বমতে তালি দিয়া, নিজমত প্রচারিয়া,
নিজে অবতার বুদ্ধি ধরি'।
ব্রতাচার না মানিলে, পূর্ব্বপথ জলে দিলে,
মহাজনে ভ্রম দৃষ্টি করি'॥
ফোঁটা, দীক্ষা, মালা ধরি' ধূর্ত করে সুচাতুরি,
তাই তা'হে তোমার বিরাগ।
মহাজন পথে দোষ, দেখিয়া তোমার রোষ,
পথপ্রতি ছাড় অনুরাগ॥
এখন দেখহ ভাই! স্বর্ণ ছাড়ি' লৈলে ছাই,
ইহকাল পরকাল যায়।
কপট বলিল সবে, ভকতি বা পে'লে কবে,
দেহান্তে বা কি হবে উপায়॥"
~ (কঃ কঃ, উপদেশ ১৭)।

"কি আর বলিব তোরে মন।
মুখে বল 'প্রেম' 'প্রেম' বস্তুতঃ ত্যজিয়া হেম,
শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন॥

অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত, লম্ফ ঝম্প অকস্মাৎ,
মূর্চ্ছাপ্রায় থাকহ পড়িয়া।
এ লোক বঞ্চিতে রঙ্গ, প্রচারিয়া অসৎসঙ্গ,
কামিনী-কাঞ্চন লভ গিয়া॥
প্রেমের সাধন 'ভক্তি', তা'তে ন'ইল অনুরক্তি,
শুদ্ধপ্রেম কেমনে মিলিবে।
দশ অপরাধ ত্যজি', নিরন্তর নাম ভজি',
কৃপা হইলে সুপ্রেম পাইবে॥
না মানিলে সুভজন, সাধুসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন,
না করিলে নির্জনে স্মরণ।
না উঠিয়া বৃক্ষোপরি, টানাটানি ফল ধরি',
দুষ্টফল করিলে অর্জ্জন॥
অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন সুবিমল হেম,
এই ফল নৃলোকে দুর্ল্লভ।
কৈতবে বঞ্চনা-মাত্র, হও আগে যোগ্য-পাত্র,
তবে প্রেম হইবে সুলভ॥
কামে প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই,
তবু কাম প্রেম নাহি হয়।
তুমি ত' বরিলে কাম, মিথ্যা তা'হে প্রেম নাম,
আরোপিলে কিসে শুভ হয়॥"
~ (কঃ কঃ, উপদেশ ১৮)।

"কেন মন, কামেরে নাচাও প্রেম-প্রায়।
চর্ম্ম-মাংসময় কাম, জড় সুখ অবিরাম,
জড় বিষয়তে সদা ধায়॥
জীবের স্বরূপ ধর্ম্ম, চিৎস্বরূপ প্রেম-মর্ম্ম,
তাহার বিষয়-মাত্র হরি।
কাম-আবরণে হায়, প্রেম এবে সুপ্ত-প্রায়,
প্রেমে জাগাও কাম দূর করি'।
শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গে, ভজনের ক্রিয়া-রঙ্গে,
নিষ্ঠা-রুচি-আসক্তি-উদয়।
আসক্তি হইতে ভাব, তা'হে প্রেম প্রাদুর্ভাব,
এই ক্রমে প্রেম উপজয়॥
ইহাতে যতন যা'র, সেই পায় প্রেমসার,
ক্রমত্যাগে প্রেম নাহি জাগে।
এ ক্রম-সাধনে ভয়, কেন কর দুরাশয়,
কামে প্রেম কভু নাহি লাগে॥
নাটকাভিনয়-প্রায়, সকপট প্রেম ভায়,
তা'হে মাত্র ইন্দ্রিয়-সন্তোষ।
ইন্দ্রিয়-তোষণ ছার, সদা কর পরিহার,
ছাড় ভাই অপরাধ দোষ॥"
~ (কঃ কঃ, উপদেশ ১৮)।

নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানী বা মুক্তিবাদীর সঙ্গ, ফলকামী কর্ম্মীর সঙ্গ এবং আশু-ইন্দ্রিয়পরায়ণ লৌকিক সঙ্গই জন-সঙ্গ। হরিজন-সঙ্গলাভ ঘটিলে বিষয়ী-জনসঙ্গ আপনা হইতেই বিদূরিত হয়। মুক্তি ও ভুক্তি স্পৃহা এবং লৌকিক ইন্দ্রিয়-সুখ চেষ্টার বৃত্তিসমূহই লৌল্য। অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জন-সঙ্গ, লৌল্য — এই ছয় প্রকার (প্রতিকূল-) সাধন-দ্বারা কৃষ্ণানুগত্য-প্রবৃত্তি থাকে না; মায়ার রাজ্যে প্রভু হইবার বাসনা বৃদ্ধি পায় এবং 'কৃষ্ণভক্তিই সর্ব্বোত্তমা' — এরূপ বুঝিবার শক্তি পর্য্যন্তও বিনষ্ট হয়। কৃষ্ণের জন্য এইগুলি অনুষ্ঠিত হইলে ভক্তি বৃদ্ধি হয়, নতুবা কৃষ্ণেতর বিষয়ে প্রক্ষিপ্ত হইলে ভক্তিমার্গ হইতে বিচ্যুতি ঘটে॥ ২॥

৩। ভক্তির অনুকূল ষড়্গুণ

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্ম প্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি॥

অন্বয় — উৎসাহাৎ (ভক্তি-সাধনে উদ্যম), নিশ্চয়াৎ (দৃঢ়-বিশ্বাস বা সঙ্কল্প), ধৈর্য্যাৎ (সহিষ্ণুতা), তত্তৎকর্ম্ম প্রবর্ত্তনাৎ (ভক্ত্যনুকূল কর্ম্মের অনুষ্ঠান) , সঙ্গত্যাগাৎ (আসক্তি ও অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ), [এবং] সতঃ (সাধুর) বৃত্তেঃ (আচরণ অর্থাৎ সদাচার), [অবলম্বনকারীর, এই] ষড়্ভিঃ (ছয়টির দ্বারা) ভক্তিঃ (ভক্তি) প্রসিধ্যতি (বৃদ্ধি পায়)॥ ৩॥

অনুবাদ — (ভক্তিসাধনে) উৎসাহ, দৃঢ়-বিশ্বাস বা সঙ্কল্প, ধৈর্য্য, বিবিধ ভক্ত্যনুকূল-কর্ম্মের অনুষ্ঠান, আসক্তি ও অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এবং সাধুর বৃত্তি অর্থাৎ সদাচারের অবলম্বন — এই ছয়টির দ্বারা ভক্তি বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়॥ ৩॥

শ্রীউপদেশ প্রকাশিকা টীকা

তত্তদঙ্গানুষ্ঠানে ঔৎসুক্যাৎ। নিশ্চয়াৎ বিশ্বাসাৎ। ধৈর্য্যাৎ স্বভীষ্টবিলম্বেঽপি তত্তদঙ্গা-শৈথিল্যাৎ। তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ তস্য ভগবদর্থ-ভোগসুখ-পরিত্যাগাদিধর্ম্মস্য করণাদিত্যর্থঃ, তথাচোক্তং শ্রীভাগবতে (১১।১৯।২৪) — "এবং ধর্ম্মৈ-র্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্। ময়ি সংজায়তে

ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে॥" ইতি। সতো বৃত্তেঃ সদাচারাৎ॥ ৩॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ কৃত ভাষ্য

আনুকূল্য সঙ্কল্পের ছয় অঙ্গ সার।
উৎসাহ, বিশ্বাস, ধৈর্য্য, তত্তৎকর্ম্ম আর॥
সঙ্গত্যাগ, সাধুবৃত্তি করিলে আশ্রয়।
ভক্তিযোগে সিদ্ধি লভে সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
ভক্তি-অনুষ্ঠানে উৎসাহের প্রয়োজন।
ভক্তিতে বিশ্বাস দৃঢ়, ধৈর্য্যাবলম্বন॥
যে কর্ম্ম করিলে হয় ভক্তির উল্লাস।
যে কর্ম্ম জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে প্রয়াস॥
অসৎসঙ্গ-ত্যাগে হয় সঙ্গ-বিবর্জ্জন।
সদাচার সাধুবৃত্তি সর্ব্বদা পালন॥
ত্যাগী ভিক্ষাযোগে, আর গৃহী ধর্ম্মাশ্রয়ে।
করিবে জীবন-যাত্রা সাবধান হ'য়ে॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ ও ভক্তির অনুশীলন — এই দুইটীই ভক্তের আবশ্যক। শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে ভক্তি অনুশীলনের অনুকূল ক্রিয়ার ব্যবস্থা, শেষার্দ্ধে ভক্তজীবনের ব্যবস্থা। উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, ভক্তি-পোষক কার্য্যানুষ্ঠান, সঙ্গত্যাগ ও সদাচার বা সদ্বৃত্তি হইতে ভক্তি সিদ্ধ হ'ন। উৎসাহ — ভক্তির অনুষ্ঠানে ঔৎসুক্য। ঔদাসীন্যে ভক্তিলোপ হয়। আদরের সহিত অনুশীলনই উৎসাহ। নিশ্চয় — দৃঢ় বিশ্বাস। ধৈর্য্য — অভীষ্ট লাভে বিলম্ব দেখিয়া সাধনাঙ্গে শৈথিল্য না করা। ভক্তিপোষক কর্ম্ম বিধি ও নিষেদভেদে দ্বিবিধ। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি — বিধি। শ্রীকৃষ্ণের জন্য স্বীয় ভোগ-সুখ-পরিত্যাগাদি — নিষেধ। সঙ্গত্যাগ — অধর্ম, স্ত্রী সঙ্গ ও স্ত্রৈণভাবরূপ যোষিৎসঙ্গ, যোষিৎসঙ্গি-সঙ্গ এবং অভক্ত অর্থাৎ বিষয়ী, মায়াবাদী, নিরীশ্বর ও ধর্ম্মধ্বজীর সঙ্গত্যাগ। সদ্বৃত্তি — সাধুগণ যে সদাচার অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং যে বৃত্তির দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিয়াছেন গৃহত্যাগী ব্যক্তির ভিক্ষা ও মাধুকরী এবং গৃহস্থ-ভক্তের স্ববর্ণাশ্রম-বিধিসম্মত বৃত্তি, ইহাই সদ্বৃত্তি॥ ৩॥

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর কৃত ভাষ্য

ভজনে উৎসাহ যা'র ভিতরে বাহিরে।
সুদুর্লভ কৃষ্ণভক্তি পা'বে ধীরে ধীরে॥
কৃষ্ণভক্তি-প্রতি যা'র বিশ্বাস নিশ্চয়।
শ্রদ্ধাবান্ ভক্তিমান্ জন সেই হয়॥
কৃষ্ণসেবা না পাইয়া ধীর-ভাবে যেই।
ভক্তির সাধন করে, ভক্তিমান্ সেই॥
যাহাতে কৃষ্ণের সেবা, কৃষ্ণের সন্তোষ।
সেই কর্ম্মে ব্রতী সদা, ন করয়ে রোষ॥
কৃষ্ণের অভক্ত-জনসঙ্গ পরিহরি'।
ভক্তিমান্ ভক্তসঙ্গে সদা ভজে হরি॥
কৃষ্ণভক্ত যাহা করে, তদনুসরণে।
ভক্তিমান্ আচরয় জীবনে মরণে॥
এই ছয় জন হয় — ভক্তি-অধিকারী।
বিশ্বের মঙ্গল করে ভক্তি পরচারি'॥ ৩॥

অনুবৃত্তি

জ্ঞান, কর্ম্ম, বা অন্যাভিলাষ তাৎপর্য্যে যে সকল সাধন বিধান ও রুচিপ্রদ বিষয়-কথা আছে, তাহাতে উদাসীন হইয়া সাধন-ভক্তির অঙ্গবিশেষে 'উৎসাহ'। "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।" — (শ্রীগীতা ২।৬৯)। ভগবদ্ভক্তিই জীবের একমাত্র পুরুষার্থ, তদ্বিষয়ে নিশ্চয়তা। জ্ঞান, কর্ম্ম বা অন্যাভিলাষ — মার্গত্রয় নিশ্চয়ই কোন মঙ্গল উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না এবং একমাত্র ভক্তিমার্গই জীবমাত্রের অনুসরণীয় — এরূপ স্থির ধারণাই 'নিশ্চয়'। জ্ঞানবাদ মার্গত্রয় জীবকে চঞ্চল করায়। একমাত্র ভক্তিপথই শুদ্ধজীবের অবিচলিত মার্গ — এরূপ স্থির বিশ্বাসই 'ধৈর্য্য'। ভক্তিপথ হইতে কোন কালে কাহারও অসুবিধা হইবে না — এরূপ 'ধারণা'। "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্ত-ভাবাদ-বিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ॥ আরুহ্য কৃচ্ছেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মসদ্ঘ্রয়ঃ॥, তথা ন তে মাধব তারকাঃ ক্বচিৎ ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।" (শ্রীভাঃ ১০।২।৩২-৩৩)। "খণ্ড খণ্ড হই' দেহ যায় যদি প্রাণ। তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥" — (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।৯৪)। মুমুক্ষু ও বুভুক্ষুগণের আদিষ্ট কর্ত্তব্যানুষ্ঠান-সমূহে, কৃষ্ণেতর-সেবা জানিয়া উদাসীন থাকিয়া ভক্তির সাধনকে 'তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তন' বলে। ভক্তের ত্রিবিধাধিকারের স্ব স্ব উপযোগী অনুষ্ঠান করা এবং এক অধিকারে অবস্থিত হইয়া

ভিন্নাধিকারের চেষ্টা প্রদর্শন না করা এবং জ্ঞানী, কর্ম্মী ও অন্যাভিলাসীকে বিষয়-মূঢ় জানিয়া সঙ্গপরিবর্জ্জন। ভক্তসঙ্গই একমাত্র বাঞ্ছনীয়। ভক্ত-সঙ্গীকে জ্ঞানী প্রভৃতি অভক্ত-সকল তাদৃশ আদর করেন না। সুতরাং, বুভুক্ষু বা মুমুক্ষুগণের নিকট আদর পাইবার প্রয়াস করা দূরে যা'ক, তাহাদের সহিত কোন প্রকার সংস্রব রাখাও উচিত নহে। মুমুক্ষুর বদ্ধাভিমান প্রবল। (তিনি) বদ্ধত্বনিরসন-চেষ্টাক্রমে অনিত্য অনুষ্ঠানে প্রয়াসশীল, বুভুক্ষুর পিপাসাও তাদৃশ তাৎকালিক মাত্র, অন্যাভিলাসীর তো কথাই নাই — এই ত্রিবিধ অনিত্য-অভিমানকে ত্যাগ করিয়া নিত্য-নামাশ্রিত ভক্ত-সাধুর বৃত্তি-গ্রহণ কর্ত্তব্য। কর্ম্ম, জ্ঞান বা অন্যাভিলাষিতার চেষ্টাসমূহ কখনই ভক্তিপথের সোপান নহে। "জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।" — (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২। ১৪১)। ভক্তি ব্যতীত অন্য মার্গত্রয় 'অসৎ' অর্থাৎ নিত্য নহে। "যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈ-র্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ। হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥" — (শ্রীভাঃ ৫।১৮।১২)। সুতরাং, ভক্তিমার্গই 'সাধুর বৃত্তি'। তাঁহাদের অনুগমনই ভক্তিপথ। কৃষ্ণসেবায় উৎসাহ, সেবাবিষয়ে নিশ্চয়তা কৃষ্ণসেবায় অচঞ্চলতা কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যে তত্তদনুষ্ঠান, কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত অন্যসঙ্গ-পরিবর্জ্জন, কৃষ্ণভক্তের অনুসরণ এই ছয় প্রকার অনুষ্ঠানে ভক্তিবৃদ্ধি হয়॥ ৩॥

৪। ষড়্‌বিধ প্রীতিলক্ষণ

দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধ প্রীতি-লক্ষণম্॥

অন্বয় — [পরস্পর] দদাতি (দান), প্রতিগৃহ্নাতি (প্রতিগ্রহণ), গুহ্যম্ (গোপন বিষয়) আখ্যাতি (কথন), পৃচ্ছতি (জিজ্ঞাসা), ভুঙ্‌ক্তে (ভোজন) চ (ও) ভোজয়তে (ভোজন করান) — [এইরূপ] প্রীতিলক্ষণং (প্রীতির লক্ষণ) ষড়্‌বিধম্ এব [ভবতি] (ছয় প্রকারই হয়)॥ ৪॥

অনুবাদ — (পরস্পর) দান ও গ্রহণ, গোপন-বিষয়ের কথন ও জিজ্ঞাসা, আহার ও আহার-প্রদান — এইরূপে প্রীতির লক্ষণ ছয় প্রকারই হয়॥ ৪॥

শ্রীউপদেশ প্রকাশিকা টীকা

ইদানীং ভক্তিপোষক-সৎপ্রীতেঃ কার্য্য-তটস্থ-লক্ষণমাহ, — "দদাতি" ইতি। স্ফুটমিদম্॥ ৪॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ কৃত ভাষ্য

অসৎসঙ্গ ত্যাজি' সাধুসঙ্গ কর ভাই।
প্রীতির লক্ষণ ছয় বিচারি' সদাই॥
দান-গ্রহ, স্ব-স্ব-গুহ্য জিজ্ঞাসা-বর্ণন।
ভুঞ্জন-ভোজনদান — সঙ্গের লক্ষণ॥ ৪॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

জনসঙ্গ ভক্তির প্রতিকূল; সুতরাং, ত্যজ্য। ভক্তি পরায়ণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে জনসঙ্গ-শোধক শুদ্ধভক্ত সঙ্গের প্রয়োজন। ভক্তিপোষক সাধুসঙ্গ-রূপ প্রীতি এই চতুর্থ শ্লোকে নির্দিষ্ট। প্রীতিপূর্ব্বক ভক্তের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ভক্তকে দেওয়া, ভক্ত-দত্ত বস্তু প্রতিগ্রহণ করা, স্বীয় গুপ্ত-কথা ভক্তের নিকট ব্যক্ত করা, ভক্তের গুপ্ত-বিষয় জিজ্ঞাসা করা, ভক্ত-দত্ত অন্নাদি ভোজন করা এবং ভক্তকে প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করান — এই ছয়টী সংপ্রীতির লক্ষণ। এতদ্দারা সাধুসেবা করিবে॥ ৪॥

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর কৃত ভাষ্য

দ্রব্যের প্রদান, আর আদান করিলে।
গোপনীয়-বাক্যব্যায়, আর জিজ্ঞাসিলে॥
ভোজন করিলে, আর ভোজন খাওয়াইলে।
প্রীতি লক্ষণ হয়, যবে দুই মিলে॥
ভক্তজন-সহ প্রীতি সঙ্গ ছয় এই।
অভক্তে অপ্রীতি করে, ভাগ্যবান্ যেই॥ ৪॥

অনুবৃত্তি

সঙ্গ-বিষয়ক নিদর্শনের জন্য প্রীতিলক্ষণ কথিত হইয়াছে। মায়াবাদী ও মুমুক্ষু, ফলভোগবাদী বুভুক্ষু বা বিষয়ী ও অন্যাভিলাষী — এই তিন সম্প্রদায়ের সহিত প্রীতি স্থাপন করিলে তাহাদের সঙ্গজ দোষে ভক্তি-হানি হয়। মায়াবাদী প্রভৃতি তিন দলকে পরামর্শ বা অন্য কোন দ্রব্যাদি দিতে নাই; যেহেতু, 'অশ্রদ্ধধানে হরিনাম-দান' অপরাধ-

সমূহের অন্যতম। মায়াবাদী প্রভৃতির নিকট হইতে মোক্ষ ও ভোগ-বিষয়ক পরামর্শ গ্রহণ করিলে তাহাদের সহিত প্রীতি হয়। মায়াবাদী প্রভৃতি তিনটি দলকে কৃষ্ণভজনের কথা উপদেশ দিতে নাই। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম বলেন — (শ্রীপ্রেঃ ভঃ চঃ, ৯) "আপন ভজন কথা, না কহিব যথা তথা।" তাহাদের গোপনীয় রহস্য-শ্রবণের আবশ্যকতা নাই, যেহেতু, হরিবিরোধী-জন আত্মঘাতী। ঐ ত্রিবিধ দলের নিকট হইতে তাহাদের স্পৃষ্ট কোন বস্তু ভোজন করিতে নাই। ভোজন করিলে তাহাদের কৃষ্ণেতর-বিষয়ভোগ-প্রবৃত্তির অংশ গ্রহণ করিতে হয়। "বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। মলিন মন হইলে কভু না হয় কৃষ্ণের স্মরণ॥" — (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৬। ২৭৮)। ত্রিবিধ বিষয়ীকে খাওয়াইতে নাই। ভোজন করান ও ভোজন করা — এই উভয় ক্রিয়াতেই পরস্পর প্রণয়-বৃদ্ধি হয়। সজাতীয়-আশয়ে স্নিগ্ধ-ব্যক্তিগণের সহিত প্রীতি বর্দ্ধিত হইলে, জীবের সেই সেই বিষয়ে উন্নতি হয়। বিজাতীয় লোকের সহিত আদান, প্রদান, রহস্য-নিবেদন ও শ্রবণ, ভোজন ও ভোজ্যপ্রদান রূপ অনুষ্ঠান পরিহার্য্য॥ ৪॥

৫। মধ্যমাধিকারীর বৈষ্ণবসেবন

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়তে
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিত-সঙ্গলব্ধা॥ ৫॥

অন্বয় — যস্য (যাঁহার) গিরি (বাক্যে) কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ!) [ইতি বর্ত্ততে বা শ্রূয়তে] (ইহা বর্ত্তমান বা শুনা যায়), [মধ্যম অধিকারী] তং (তাঁহাকে) মনসা (অন্তরে) আদ্রিয়তে (আদর করিবেন)। চেৎ (যদি) দীক্ষা (সদ্গুরুচরণ হইতে দীক্ষা) অস্তি (হইয়া থাকে), [তবে] ঈশং (শ্রীভগবানের) ভজন্তং (ভজনপরায়ণ) [তং] (তাঁহাকে) প্রণতিভিঃ চ (প্রণামদ্বারাও) [আদ্রিয়তে] (আদর করিবেন)। অনন্যম্ (অনন্য অর্থাৎ কৃষ্ণেতর-প্রতীতিরহিত) [অতএব,] অন্যনিন্দাদিশূন্য-হৃদং (অপরের নিন্দা-প্রভৃতি কার্য্য হইতে মুক্তহৃদয়), ভজনবিজ্ঞং (ভজনকুশল-মহাভাগবতকে) ঈপ্সিত-সঙ্গলব্ধ্যা (অভীষ্ট-সঙ্গলাভ-হেতু) শুশ্রূষয়া (শুশ্রূষা সহকারে অর্থাৎ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা সহকারে) [আদ্রিয়েত] (আদর করিবেন)।

অথবা — যস্য (যাঁহার) গিরি (বাক্যে) কৃষ্ণ ইতি ('কৃষ্ণ!' এই নাম আছে), [তস্য] (তাঁহার) চেৎ দীক্ষা অস্তি, (যদি সদ্গুরু হইতে দীক্ষা হইয়া থাকে, তবে) তং (তাঁহাকে) মনসা (অন্তরে) আদ্রিয়তে (আদর করিবেন)। ঈশং ভজন্তং (শ্রীভগবদ্ভজনকারীকে) প্রণতিভিঃ চ (প্রণতি-দ্বারাও) [আদ্রিয়তে] (আদর করিবেন)। {অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ}।

অনুবাদ — যাঁহার বাক্যমধ্যে অর্থাৎ মুখে, 'হে কৃষ্ণ!' এই শব্দ (বা কথা) বর্ত্তমান (বা শুনা যায়), [মধ্যম অধিকারী] তাঁহাকে মনে মনে আদর করিবেন। যদি শ্রীসদ্গুরু-পাদপদ্ম হইতে দীক্ষা-প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তবে তাদৃশ শ্রীভগবদ্ভজন-কারীকে যদ্রূপ মনে মনে, তদ্রূপ প্রণতি দ্বারাও আদর করিবেন। অনন্য অর্থাৎ একান্তী বা কৃষ্ণেতর-প্রতীতিরহিত, অতএব, অপরের নিন্দা প্রভৃতি হইতে মুক্তহৃদয় অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমদর্শন, শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-বিজ্ঞ মহা-ভাগবতকে অভীষ্ট-সঙ্গ জানিয়া শুশ্রূষা অর্থাৎ প্রাণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা সহকারে সমাদর করিবেন।

অথবা — যাঁহার মুখে 'কৃষ্ণ' এই নাম শুনা যায়, তাঁহার যদি শ্রীসদ্গুরু-পাদপদ্ম হইতে দীক্ষা হইয়া থাকে, তাহা হইলে [মধ্যম অধিকারী] তাঁহাকে মনে মনে আদর করিবেন। শ্রীভগবদ্ভজন-কারীকে অর্থাৎ বাস্তব-ভগবদ্ভজনে প্রবিষ্ট অধিকারী ব্যক্তিকে (কেবল মনে মনে নহে) প্রণতি দ্বারাও আদর বা সম্মান করিবেন। {অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ}॥ ৫॥

শ্রীউপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

ইদানিং স্বরূপসিদ্ধামেব ভক্তিমুপদিশতি — "কৃষ্ণেতি যস্য ইতি। গিরি বাচি শ্রীকৃষ্ণেতি নাম, কিন্তু গুরোঃ সকাশাৎ দীক্ষা চেৎ অস্তি। তদা প্রণতিভিরীশং ভজন্তং, যতো মানস-সেবয়া অষ্টকালীয়-ভজনপরিপাটী-জ্ঞাতারমতএব অনন্যং,

তাদৃশসেবাং বিহায় শ্রীশাদিষপ্যননুগতমিত্যর্থঃ।” তদুক্তং — “তত্রাপ্যেকান্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দহৃত-মানসাঃ। যেষাং শ্রীশ-প্রসাদেঽপি মনো হর্ত্তুং ন শক্নুয়াৎ॥” ইতি। (শ্রীভঃ রঃ সিঃ ১.২.৩১)। অতএব, ঈপ্সিতানাং সজাতীয়ানাং সঙ্গলাভেন সদৈবান্যাবসারাভাবান্নিন্দাদিশূন্যহৃদয়মিত্যর্থঃ। এতাদৃশং ভক্তিরসিকং “মনসা আদ্রিয়তে” ইতি। অথবৈবং সম্বন্ধঃ। যস্য গিরি কৃষ্ণেতি তং মনসৈবাদ্রিয়তে চেদ্ যদি দীক্ষান্তি, তদা ঈশং ভজন্তং তং প্রণতিভিরাদ্রিয়তে। অনন্যং ভজনবিজ্ঞং তু শুশ্রূষয়া আদ্রিয়তে। অন্যনিন্দাদিশূন্যং তন্তু ‘ইপ্সিতসঙ্গলব্ধা আদ্রিয়তে’ ইতি। অত্র চ, উত্তরোত্তরম্ উৎকর্ষো জ্ঞাতব্যঃ। আদিনা দ্বেষাদিপরিগ্রহঃ। তদুক্তং (শ্রীভাঃ ৩। ২৫।২৪) — “সঙ্গস্তেষথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে।” ইতি॥ ৫॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ-কৃত ভাষ্য

অসৎ-লক্ষণ-হীন, গায় কৃষ্ণনাম।
মনেতে আদর তাঁ’তে কর অবিশ্রাম॥
লব্ধদীক্ষ, কৃষ্ণ ভজে যেই মহাজন।
প্রণমি’ আদর তাঁতে কর সর্ব্বক্ষণ॥
ভজনচতুর যেই, তাঁর কর সেবা।
কৃষ্ণময় সবে দেখে, সুবৈষ্ণব যেবা॥
শত্রুমিত্র, সদসৎ কিছু না বিচারে।
সর্ব্বোত্তম সঙ্গ বলি’ সেবহ তাঁহারে॥ ৫॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

“ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥” – (শ্রীভাঃ ১১।২।৪৬)। এই শিক্ষানুসারে সাধক যত-দিন মধ্যম-ভক্ত পদবীতে থাকেন, তত দিন তিনি ভক্তসেবায় বাধ্য। সর্ব্বত্র-কৃষ্ণসম্বন্ধ দৃষ্টিবশতঃ শত্রু-মিত্র, ভক্তাভক্তাদি-ভেদ উত্তম-ভক্তের স্থান নাই। মধ্যম ভক্ত ভজন-প্রয়াসী। এই পঞ্চম শ্লোকে তাঁহার (মধ্যমভক্তের) ভক্তগণের প্রতি আচরণ নির্দ্দেশ করিতেছেন। যোষিৎসঙ্গী প্রভৃতি অভক্তগণকে দূরে রাখিয়া তত্তদোষশূন্য, কিন্তু সম্বন্ধতত্ব-জ্ঞানাভাবহেতু স্বল্পবুদ্ধি কনিষ্ঠগণকে কেবল ‘বালিশ’ জানিয়া মধ্যমভক্ত কৃপা করিবেন। তাঁহার মুখে কৃষ্ণনাম শুনিয়া স্ব-সম্পর্কবোধে মনে মনে তাঁহাকে আদর করিবেন। দীক্ষিত (কনিষ্ঠ) ব্যক্তি যদি হরিভজনে প্রবৃত্ত থাকেন, তাঁহাকে প্রণতিদ্বারা আদর করিবেন। এই-প্রকার বৈষ্ণব-সেবাই সর্ব্বার্থসিদ্ধির মূল॥ ৫॥

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর কৃত ভাষ্য

কৃষ্ণ-সহ কৃষ্ণ-নাম অভিন্ন জানিয়া।
অপ্রাকৃত একমাত্র সাধন মানিয়া॥
যেই নাম লয় নামে দীক্ষিত হইয়া।
আদর করিবে মনে স্বগোষ্ঠী জানিয়া॥
নামের ভজনে যেই কৃষ্ণসেবা করে।
অপ্রাকৃত ব্রজে বসি’ সর্ব্বদা অন্তরে॥
মধ্যম বৈষ্ণব জানি’ ধর তাঁ’র পায়।
আনুগত্য কর তাঁ’র মনে আর কায়॥
নামের ভজনে যেই স্বরূপ লভিয়া।
অন্য বস্তু নাহি দেখে কৃষ্ণ তোয়াগিয়া॥
কৃষ্ণেতর-সম্বন্ধ না পাইয়া জগতে।
সর্ব্বজন সম-বুদ্ধি করে কৃষ্ণ-ব্রতে॥
তাদৃশ ভজনবিজ্ঞে জানিয়া অভীষ্ট।
কায়মনোবাক্যে সেব, হইয়া নিবিষ্ট॥
শুশ্রূষা করিবে তাঁ’রে সর্ব্বতোভাবেতে।
কৃষ্ণের চরণ-লাভ হয় তাঁ’হা হ’তে॥ ৫॥

অনুবৃত্তি

“দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈ-স্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥” — (শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ২।৭ ধৃত ‘বিষ্ণুযামল’ বচন)। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য-মতে যাহা হইতে জড়-ভোগ-বাসনা-ত্যক্ত অপ্রাকৃত অনুভব হয় সেই অনুষ্ঠানকেই বৈষ্ণবগণ ‘দীক্ষা’ বলেন। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণ – অভিন্ন অপ্রাকৃত তত্ব এবং শ্রীনামই সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান্ জনের উপাস্য ভজনীয় বস্তু জানিয়া, যিনি একমাত্র কৃষ্ণনাম আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণনাম করেন, তাঁহার কৃষ্ণেতর বাগ্বেগ থাকিতে পারে না। তাদৃশ একমাত্র নামপরায়ণ ভাগবতকে মনের সহিত আদর করিবেন। পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রে শ্রীনামই বিরাজিত আছেন, তাহাতে সম্বন্ধ-বিবেকের সহিত নাম আশ্রয় করিবারই ব্যবস্থা। কৃষ্ণনামাশ্রিত-জন ব্যতীত হরিজন হইবার

সম্ভাবনা নাই। শ্রীচরিতামৃত (মঃ ২২।৬৭-৬৮), 'শ্রীসনাতন শিক্ষা'য় — "যাঁহার কোমল-শ্রদ্ধা, সে 'কনিষ্ঠ' জন। ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে 'উত্তম'॥ রতি-প্রেম তারতম্যে ভক্তি — তরমত।" শ্রীচরিতামৃত (মঃ ১৫।১০৫,১০৬,১১১) "সত্যরাজ বলে, — বৈষ্ণব চিনিব কেমনে? কে বৈষ্ণব, কহ, তাঁর সামান্য লক্ষণে॥" প্রভু কহে — "যাঁ'র মুখে শুনি একবার কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য — শ্রেষ্ঠ সবাকার॥", "অতএব যাঁ'র মুখে এক কৃষ্ণ নাম। সেই ত' বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান॥" "অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥" — (শ্রীভাঃ ১১।২।৪৭)। যে ভক্ত নামাশ্রয়ে কৃষ্ণভজন করেন, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সম্মান করিবে। "কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে। সে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে॥" — (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৬।৭২) "শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্। 'মধ্যম অধিকারী' সেই মহা-ভাগ্যবান্॥ শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী॥ 'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ' — শ্রদ্ধা অনুসারী॥" — (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।২৬, ৬৪)। "ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেম-মৈত্রী-কৃপাপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥" — (শ্রীভাঃ ১১।২।৪৬)। মধ্যম-ভাগবতের শ্রীনামে প্রীতি বর্দ্ধিত হওয়ায়, তিনি শ্রীনামকে পরমপ্রীতির সহিত অনুক্ষণ কীর্ত্তন যজ্ঞে আরাধনা করিয়া ভগবানে প্রেম স্থাপন করেন। অপ্রাকৃত শ্রীনামের অনুক্ষণ প্রীতিবিশিষ্ট হইয়া অনুশীলন করিতে করিতে আপনাকে অপ্রাকৃত বুঝিতে পারেন। অপেক্ষাকৃত স্বল্পরুচি-বিশিষ্ট ভক্তকে তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপ বুঝাইয়া দেন। ভগবানে প্রীতিরহিত জনকে, অপ্রাকৃত স্বরূপের অনুভূতি-রহিত কেবল প্রাকৃত জানিয়া তাহার সঙ্গ ত্যাগ করেন। যে ভক্ত নাম-ভজনে স্বরূপ-সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, মানস-সেবা দ্বারা অষ্টকালীয় লীলার ভজন-পরিপাট্যে কুশল হইয়া অনন্য এবং কৃষ্ণসম্বন্ধ ব্যতীত দৃশ্যবস্তুতে অন্য অস্তিত্ব উপলব্ধি না হওয়ায় কৃষ্ণেতর অনুভব-রহিত হইয়া নিন্দাদি-ভেদভাব-রহিত — এরূপ মহা-ভাগবতকে সজাতীয় আশয়স্নিগ্ধগণের মধ্যে সকল-শ্রেষ্ঠ উত্তম-সঙ্গ জানিয়া সেবা করিবেন। "যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। তাঁহারে জানিহ তুমি 'বৈষ্ণব-প্রধান'॥ ক্রম করি কহে প্রভু 'বৈষ্ণব'-লক্ষণ, 'বৈষ্ণব,' 'বৈষ্ণবতর' আর 'বৈষ্ণবতম'॥" — (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৬।৭৪-৭৫)। "শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী। 'উত্তম', 'মধ্যম', 'কণিষ্ঠ' শ্রদ্ধা-অনুসারী॥ শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ, দৃঢ় শ্রদ্ধা যাঁ'র। 'উত্তম-অধিকারী' সেই তারয় সংসার॥" (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।৬৪-৬৫)। "সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥" — (শ্রীভাঃ ১১।২।৪৫)। (১) মহাভাগবত — কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি কৃষ্ণসম্বন্ধ দর্শন করিয়া সমদৃক। তিনি মধ্যমাধিকারীর ন্যায় কৃষ্ণভজন পরায়ণ এবং কণিষ্ঠাধিকারীর ন্যায় একমাত্র নামপরায়ণ। (২) মধ্যমাধিকারী — কৃষ্ণে প্রেম, ত্রিবিধ ভক্তে শুশ্রূষা, প্রণতি ও মানসিক আদরবিশিষ্ট; বদ্ধজীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করিবার জন্য সচেষ্ট ও কৃষ্ণদ্বেষীর উপেক্ষা-পরায়ণ; সুতরাং মহা-ভাগবতের ন্যায় বস্তুমাত্রেরই বাহ্যাভ্যন্তরে সমদৃষ্টিপর নহেন। কল্পনা করিয়া যদি তিনি মহাভাগবতের আচরণ অনুকরণ করেন, তাহাতে তাঁহার কপট বুদ্ধি হইয়া অধশ্চ্যুতির সম্ভাবনা। (৩) কণিষ্ঠাধিকারী — কৃষ্ণনামে অখিল-মঙ্গল হয় জানিয়া নিজের মঙ্গল বিধান করেন। কিন্তু মধ্যমাধিকারীর আসন যে উচ্চ এবং তাহাই যে তাঁহার প্রাপ্যাধিকার, তদ্বিষয় সম্যক্ উপলব্ধি করেন না। মধ্যম-ভাগবত কনিষ্ঠ ভাগবতের ন্যায় একমাত্র নামপরায়ণ। তিনি নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিয়া অপ্রাকৃত ভজন করিবার পরিবর্তে একমাত্র কৃষ্ণনাম করিতে করিতে নিজ প্রাকৃত-অনুভূতিরূপ অনর্থ-হস্ত হইতে ক্রম-মুক্তি লাভ করেন। কণিষ্ঠাধিকারী গুর্ব্বাভিমান-ক্রমে আপনাকে মহাভাগবত মনে করিয়া অনেক সময় অধঃপতিত হ'ন॥ ৫॥

৬। অপ্রাকৃত বৈষ্ণবে প্রাকৃতদৃষ্টি

প্রাকৃত-দৃষ্টিতে অপ্রাকৃত বৈষ্ণব দর্শন নিষিদ্ধ

দৃষ্টৈঃ স্বভাব-জনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈর্ন
প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদবুদ ফেন-
পঙ্কৈর্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥৬॥

অন্বয় — ইহ (এই) জগতে [স্থিতস্য] (অবস্থিত) ভক্তজনস্য (শুদ্ধভক্ত-জনে) দৃষ্টৈঃ (আপাত-পরিলক্ষিত) স্বভাবজনিতৈঃ (স্বভাবজাত) বপুষঃ চ (ও দেহের) দোষৈঃ (দোষহেতু) [তাঁহার] প্রাকৃতত্বং (প্রাকৃত-ভাব) [কাহারও] ন পশ্যেৎ (দর্শন করা উচিত নহে)। নীরধর্ম্মৈঃ (জলের ধর্ম্ম) বুদ্‌বুদ ফেন-পঙ্কৈঃ (বুদ্‌বুদ, ফেন ও পঙ্ক হেতু) গঙ্গাম্ভসাং (গঙ্গাজলের) ব্রহ্মদ্রবত্বম্ (দ্রবীভূত ব্রহ্মস্বরূপতা) খলু (কখনও) ন অপগচ্ছতি (বিলুপ্ত হয় না) ॥৬॥

অনুবাদ — এই জগতে অবস্থিত শুদ্ধভক্তের স্বভাবে ও দেহে আপাত-দৃষ্ট দোষ-সমূহের নিমিত্ত তাঁহার (সেই শুদ্ধভক্তের) প্রাকৃত-ভাব দর্শন করা (অর্থাৎ তাঁহাতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করা) কাহারও উচিত নহে। জলের ধর্ম্ম — বুদ্‌বুদ, ফেন ও পঙ্কের বিদ্যমানতা হেতু গঙ্গাজলের দ্রবব্রহ্মভাব (দ্রবীভূত ব্রহ্মবস্তুত্ব) কখনও লোপ পায় না॥ ৬॥

উপদেশ প্রকাশিকা টীকা

প্রাকৃতিকে লোকে তদ্বাচারেণ ভক্তস্য প্রাকৃতত্বজ্ঞানেঽপি ন তদ্দৃষ্টিঃ বিধেয়য়েত্যাহ — "দৃষ্টৈ" ইতি। স্বভাবজনিতৈর্ম্মানসৈর্লোভাদিদোষৈঃ কায়িকৈশ্চ মালিন্য-জরাদিভির্ভক্ত-জনস্য প্রকৃতত্বং ন পশ্যেৎ। লোভাদেব্যপদেশত্বেন মালিন্য-জরাদেশ্চ সিদ্ধ-তচ্ছরীরাসম্ভ-বত্বেন তথা দৃষ্টৌ অপরাধাপাতাৎ। তদেবান্যার্থ-দর্শনেনাহ — "গঙ্গাম্ভসাম্" ইতি। ব্যক্তমিদম্॥ ৬॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ কৃত ভাষ্য

নীরধর্ম্ম গত ফেন-পঙ্কাদি-সংযুক্ত।
গঙ্গাজল ব্রহ্মতা হইতে নহে চ্যুত॥
সেইরূপ শুদ্ধভক্ত জড়দেহ-গত।
স্বভাব-বপুর দোষে না হয় প্রাকৃত॥
অতএব, দেখিয়া, ভক্তের কদাকার।
স্বভাবজ বর্ণ, কর্কশ্যাদি দোষ আর॥
প্রাকৃত বলিয়া ভক্তে কভু না নিন্দিবে।
শুদ্ধভক্ত দেখি' তাঁরে সর্ব্বদা বন্দিবে॥ ৬॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

শুদ্ধভক্তদিগের দোষ দৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে প্রাকৃত জ্ঞান করা উচিত নয় — ইহাই ষষ্ঠ শ্লোকে উপদিষ্ট হইয়াছে। শুদ্ধভক্তের কুসঙ্গ নামাপরাধ সম্ভব নয়। বপুগত, স্বভাবগত কিছু কিছু দোষ থাকে; যথা — কদর্য্য লক্ষণ, পীড়া, কু-গঠন, জরাদি জনিত কু-দর্শন — এই সকল বপুদোষ। নীচবর্ণ, কর্কশতা ও আলস্যাদি স্বাভাবিক দোষ। যেরূপ নীরধর্ম্ম-প্রাপ্ত গঙ্গাজল বুদবুদ-ফেন-পঙ্কদ্বারা ব্রহ্মদ্রব্যত্ব পরিত্যাগ করেন না, তদ্রূপ আত্মস্বরূপলব্ধ বৈষ্ণবগণ জড়দেহের অনুস্যূত জন্ম ও বিকার-ধর্ম্মের দ্বারা প্রাকৃতদোষে দূষিত হইবেন না। সুতরাং, ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তি শুদ্ধ-বৈষ্ণবকে তত্তদ্দোষ-দৃষ্টি ক্রমে হেয় জ্ঞান করিলে নামাপরাধী হইবেন॥৬॥

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর কৃত ভাস্য

শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত, তাঁর স্বাভাবিক দোষ।
আর, তাঁর দেহ-দোষে না করিহ রোষ॥
প্রাকৃত-দর্শনে দোষ যদি দৃষ্ট হয়।
দর্শনেতে অপরাধ জানিবে নিশ্চয়॥
হীন-অধিকারী হ'য়ে মহতের দোষ।
সিদ্ধভক্তে হীন-জ্ঞানে না পা'বে সন্তোষ।
ব্রহ্মদ্রব-গঙ্গোদক-প্রবাহে যখন।
বুদবুদ ফেন-পঙ্ক জলের মিলন॥
অন্যজল গঙ্গালাভে হেয় কভু নয়।
তদ্রূপ ভক্তের মল কভু নাহি রয়॥
সাধুদোষ-দ্রষ্টা যেই কৃষ্ণ-আজ্ঞা ত্যজি'।
গর্ব্বে ভক্তিভষ্ট হৈয়া মরে অধো মজি'॥ ৬॥

অনুবৃত্তি

ভক্তের স্বাভাব-জনিত দোষসমূহ এবং শারীর-দোষসমূহ দ্বারা প্রাকৃত দর্শনে ভক্তকে দৃষ্টি করিবে না। যেরূপ বুদ্‌বুদ-ফেন-পঙ্ক গঙ্গাজলে মিলিত হইলেও নীরধর্ম্ম-প্রভাবে গঙ্গোদক

ব্রহ্মদ্রব-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না, তদ্রূপ প্রাকৃত-দৃষ্টিতে ভক্তের প্রাকৃত দোষ-সমূহ দেখিয়া তাঁহাতে ভক্তির অভাব আছে, মনে করিতে হইবে না।

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সমগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥"
"ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় ! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"
— (শ্রীগীঃ ৯।৩০-৩১)।

কৃষ্ণভক্ত প্রভুবংশ বা আচার্য্যবংশে জন্মগ্রহণ না করিলেও তাঁহাকে 'গোস্বামী', 'প্রভু' না জানিলে প্রাকৃত-দর্শন হয় মাত্র। প্রভুবংশীয় হরিজন বা আচার্য্যবংশীয় ভক্ত এবং অন্যকূল-প্রসূত হরিজন — উভয়েই হরিজন; তাঁহাদের উভয়ের প্রাকৃত-বপু-দোষগুণ দৃষ্টি করিতে নাই। শুদ্ধকৃষ্ণভক্তকে লৌকিক দৃষ্টিতে অভক্তের তুল্য পরিচয়ে পরিমিত করিলে অপরাধ হথ। আবার, ভক্তি মার্গের কিঞ্চিৎ অনুসরণকারী ব্যক্তি আপনাকে ভক্তাভিমান করিয়া প্রাকৃত দুরাচারসম্পন্ন হইলে, উপশাখার আশ্রয়ে ভক্তি হইতে বিচ্যুত হ'ন। যিনি অনন্য-শুদ্ধভক্ত, তাঁহাতে প্রাকৃত সংসর্গ বা শারীর দুরাচার লক্ষিত হইলে, যিনি তদ্দৃষ্টিতে তাঁহাকে হীন-বুদ্ধি করেন, তিনি অচিরেই বৈষ্ণবপরাধী হ'ন। আবার অনন্য-ভক্তি লাভ হইবার পূর্ব্বে যাঁহারা প্রাকৃত-দৃষ্টিতে দুরাচার থাকেন, তাঁহাদের সঙ্গদ্বারা ভক্তিবৃত্তি নষ্ট হয়। ভজন-বিজ্ঞ ভক্তে দুরাচার থাকিলে তদ্দ্রষ্টা তাঁহাকে দেখিয়া অপরাধী হ'ন। দুরাচারে অবস্থান — অনন্যভক্তির বিনাশ-কারক নহে ; পরন্তু অল্পবুদ্ধি দ্রষ্টার চক্ষে বিশেষ অপকারক। যিনি শুদ্ধভক্তকে প্রাকৃত-দৃষ্টিতে না দেখিয়া তাঁহার অনন্য-ভজন দৃষ্টি করেন, অচিরেই তিনি মহাভাগবতের তাদৃশ দুরাচারের দর্শন হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং সাধুতা লাভ করেন। যে-সকল ভক্তিপথাশ্রিত বৈষ্ণব কেবলমাত্র প্রভুবংশ, আচার্য্যবংশ ও বৈষ্ণব-বংশগণের মধ্যে হরিভক্তি আবদ্ধ আছে, জানিয়া নিজের প্রাকৃত-দর্শনে বপুদোষাদি দৃষ্টি করেন, অথবা ভক্তির অলৌকিক চেষ্টাসমূহ বুঝিতে না পারিয়া মহাভাগবতকে খর্ব্বদৃষ্টিতে মধ্যম ভাগবতের অধীন করিবার প্রয়াস পা'ন, তাঁহাদের ভক্তি হইতে বিচ্যুতি ঘটে। শৌক্রজাতি মদোন্মত্ত হইয়াও সিদ্ধভক্তের আচার বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহাদের চরণে অপরাধ করিলে ভক্তি থাকিতে পারে না। জাতরুচি সিদ্ধমহাত্মাগণের আচরণ না বুঝিয়া তাঁহাদিগকে পতিত মনে করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়। যেহেতু, সিদ্ধ-মহাত্মা বৈষ্ণব-গুরুগণের ব্যবহারাবলীতে কটাক্ষ ও তাঁহাদিগকে হীনজ্ঞানে কখনই জীবের কোন মঙ্গল হয় না। সুতরাং, প্রাকৃত দৃষ্টিতে সিদ্ধভক্তকে কেবল বদ্ধ, প্রাকৃত জীবজ্ঞানে শিষ্য মনে করিয়া সৎপথে আনয়নের চেষ্টাই বৈষ্ণবাপরাধ। অজাতরতি সাধকও সিদ্ধভক্তে ভেদ আছে, জানিয়া এক ব্যক্তিকে শিষ্য ও অপর ব্যক্তিকে গুরু জানিতে হইবে। গুরুকে উপদেশ দিতে হইবে না। শিষ্যের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে না, ইহাই বিবেচ্য॥ ৬॥

৭। অবিদ্যানাশ ও শ্রীনামে রুচি উদয়ের উপায়

স্যাৎ কৃষ্ণনাম-চরিতাদি-সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥৭॥

অন্বয় — নু (অহো!) কৃষ্ণ নাম-চরিতাদি-সিতা অপি (কৃষ্ণের নাম-চরিত-প্রভৃতিরূপ সিতা অর্থাৎ মিছরিও) অবিদ্যা পিত্তোপতপ্ত রসনস্য (অবিদ্যারূপ পিত্তের দ্বারা অত্যন্ত তপ্ত রসনের বা রসনার) রোচিকা (রুচিকরী) ন স্যাৎ (হইতে পারে না)। কিন্তু, সা এব (তাহাই) অনুদিনং (প্রতিদিন) আদরাৎ শ্রদ্ধা বা অপ্রাকৃত-বুদ্ধির সহিত) জুষ্টা [সতী] (সেবিতা হইলে) খলু (নিশ্চয়ই) ক্রমাৎ (ক্রমশঃ) স্বাদী (স্বাদু) [সতী] (হইয়া) তদ্গদমূল-হন্ত্রী (সেই পিত্তরোগের নির্মূলকারিণী) ভবতি (হয়)॥৭॥

অনুবাদ — অহো! শ্রীকৃষ্ণের নাম-চরিত প্রভৃতি-রূপ মিছরিও অবিদ্যারূপ পিত্তের দ্বারা অতিশয়-তপ্ত জিহ্বার রুচিকরী হইতে পারে না। কিন্তু তাহাই (শ্রীকৃষ্ণনামাদি) প্রত্যহ শ্রদ্ধা বা অপ্রাকৃত-

বুদ্ধির সহিত সেবিত হইলে, নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে স্বাদু হইয়া সেই রোগমূল-বিনাশক হইয়া থাকেন॥৭॥

শ্রীউপদেশ প্রকাশিকা টীকা

ইদানিং সাধকচিত্তস্যাস্থিরত্বেন নাম-গ্রহণাদ্য-রুচাবপি তদভ্যাসশৈথিল্যং ন বিধেয়-মিত্যুপদিশতি — "স্যাৎ" ইতি। অবিদ্যা অনাদিবৈমুখ্যং সৈব পিত্তং, তেনোপতপ্তা কষায়িতা রসনা জিহ্বা যস্য তস্য শ্রীকৃষ্ণনাম-চরিতাদি-সিতাপি নু অহো, রোচিকা ন ভবত্যেব। কিন্ত্বাদরাৎ সৈব সিতা অনুদিনং জুষ্টা সতী, ক্রমাৎ সাদ্বী তদ্‌গদমূলাপরাধহন্ত্রী চ ভবতীত্যর্থঃ॥৭॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ কৃত ভাষ্য

অবিদ্যা-পিত্তের দোষে দুষ্ট রসনায়!
কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে রুচি নাহি হয় হায়!
সিতোপলা-প্রায় কৃষ্ণকথা অনুদিন।
আদরে সেবিতে রুচি দেন সমীচীন॥
কৃষ্ণকাম্য-বিস্মৃতি — অবিদ্যা-গদমূল।
কৃষ্ণসংকীর্ত্তন-ক্রমে হয় ত' নির্ম্মূল॥
সেই ক্রমে কৃষ্ণনামাদিতে আস্বাদন।
অনুদিন বাড়ে, রুচি হয় অনুক্ষণ॥৭॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

তৃতীয় শ্লোকে যে সমস্ত ভক্তিপোষক গুণাদি বর্ণিত হইয়াছে, তৎ-সহকারে সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত কৃষ্ণনামাদি-অনুশীলনের প্রণালী এই সপ্তম শ্লোকে বলিতেছেন। অবিদ্যা-পিত্তোপতপ্ত রসনায় কৃষ্ণনাম-চরিতাদি-কীর্ত্তনে রুচির অভাব হয়। কিন্তু, আদরের সহিত অনুদিন সেবিত হইলে নাম-চরিতাদিরূপ মিশ্রি, অবিদ্যা রোগ নাশ করতঃ পরম স্বাদ্বী হইয়া উঠে। কৃষ্ণরূপ বিভূচৈতন্য-সূর্য্যের কিরণ-কণরূপ জীবনিচয় স্বভাবতঃ কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাস্য-বিস্মৃতিদোষে জীবগণ অবিদ্যারূপ অজ্ঞানগুণকে বরণ করতঃ স্ব-স্বভাব ত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণনামাদিতে রুচিশূন্য হইয়াছেন। আবার, সাধুগুরু-প্রসাদে অনুদিন সেই নাম চরিতাদি গান ও স্মরণ করিতে করিতে স্ব-স্বভাব লাভ করেন। যে-পরিমাণে স্ব-স্বভাব পুনরুদ্দীপিত হয়, সেই পরিমাণে ক্রমশঃ নামাদিতে রুচি-বৃদ্ধি হয়। সঙ্গে সঙ্গে অবিদ্যানাশ হয়। সিতোপলাই তুলনা-স্থল। পিত্তোপতপ্ত রসনায় মিশ্রি প্রথমে ভাল লাগে না ; ক্রমশঃ মিশ্রি সেবন করিতে করিতে পিত্তের যত নাশ হয়, ততই মিশ্রি ভাল লাগে। অতএব, পরম উৎসাহ, বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের সহিত কৃষ্ণনামোদিত রূপ-লীলাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবেন॥৭॥

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর কৃত ভাষ্য

কৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-লীলা — চতুষ্টয়।
উপমা মিশ্রির সহ স্বাদ তুল্য হয়॥
অবিদ্যা পিত্তের তুল্য, তা'তে জিহ্বা তপ্ত।
জিহ্বার আস্বাদ-শক্তি তপ্ত হেতু সুপ্ত॥
অপ্রাকৃত-জ্ঞানে যদি লও, সেই নাম।
নিরন্তর নাম লৈলে ছাড়ে পীড়া-ধাম॥
নাম-মিশ্রি ক্রমে ক্রমে বাসনা শমিয়া।
নামে রুচি করাইবে কল্যাণ আনিয়া॥৭॥

অনুবৃত্তি

কৃষ্ণনাম-চরিতাদি — মিশ্রির সহ উপমা। অবিদ্যা — পিত্তের সহ উপমা। যেরূপ পিত্তোপতপ্ত জিহ্বায় সুমিষ্ট মিশ্রিও রুচিপ্রদ হয় না, তদ্রূপ অনাদি কৃষ্ণবিমুখতা-ক্রমে অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের কৃষ্ণনাম-চরিতাদিরূপ সুমিষ্ট রুচিপ্রদ মিশ্রিও ভাল লাগে না। কিন্তু, যদি আদরের সহিত অর্থাৎ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ সেই কৃষ্ণনাম-চরিতাদিরূপ মিশ্রি সেবন করা হয়, তাহা হইলে ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদিরূপ মিশ্রির আস্বাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করে এবং কৃষ্ণবহির্ম্মুখ বাসনারূপ জড়ভোগ-ব্যাধি বিদূরিত হয়। "তচ্ছেদ্দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষণ্ড-মধ্যে, নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥" — (শ্রীপদ্ম পুঃ স্বঃ কঃ ৪৮ অঃ)। অবিদ্যাবশে জীব দেহ, দ্রবিণ, জনতা, আসক্তি এবং ভগবান্ ও তদভাব মায়াতে অভিন্নবস্তুজ্ঞানরূপ ভ্রান্তিকে বহুমানন করিয়া, নিজ-স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হয়। কৃষ্ণনাম-বলে তাহার অবিদ্যাজাত অভিমান, কুজ্বটিকার ন্যায়

অপগত হয়। সে সময় কৃষ্ণ-ভজনই ভাল লাগে॥ ৭॥

৮। শ্রীব্রজভজন প্রণালী

তন্নাম-রূপ-চরিতাদি-সুকীর্ত্তনানুস্মৃত্যোঃ
ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগি-জনানুগামী কালং
নয়েদখিলমিত্যুপদেশ-সারম্॥ ৮॥

অন্বয় — ক্রমেণ (ক্রমানুসারে) তন্নাম-রূপ-চরিতাদি-সুকীর্ত্তনানুস্মৃত্যোঃ (তাঁহার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-চরিতাদির সুষ্ঠু কীর্ত্তন ও অনুস্মরণে) রসনামনসী (রসনা ও মনকে) নিযোজ্য (নিযুক্ত করিয়া) ব্রজে তিষ্ঠন্ (শ্রীব্রজে বাস-পূর্ব্বক) তদনুরাগী-জনানুগামী [সন্] (শ্রীকৃষ্ণানুরাগী জনের অনুরাগী হইয়া) অখিলং (সমস্ত) কালং (সময়) নয়েৎ (যাপন করিবে) — ইতি (ইহা) উপদেশসারং (উপদেশের সার)॥ ৮॥

অনুবাদ — (সাধুশাস্ত্রোপদিষ্ট) ক্রমের অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণের নামরূপ লীলাদির সুষ্ঠু কীর্ত্তন ও অনুস্মরণে জিহ্বা ও মনকে নিযুক্ত করিয়া, শ্রীব্রজে বাস পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণানুরাগী জনের অনুগত হইয়া নিখিল-কাল যপন করিবে — ইহাই উপদেশের সার॥ ৮॥

শ্রীউপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

ননু তাদৃশাভ্যাসঃ কুত্র স্থিত্বা বিধেয়ঃ মনশ্চ কুত্র নিযোজ্যমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামুপদেশ-সারমাহ, — "তৎ" ইতি। তস্যৈব শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বাচিত্তাকর্ষকত্বেন তাদৃশরূঢ়া যশোদানন্দনত্বেন চ ব্রজে খ্যাতস্য নাম-রূপ-চরিতাদি বিষয়কে যে কীর্ত্তনানুস্মৃতী, তয়োঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য ব্রজ এব তিষ্ঠন্ সন্ অখিলং কালং নয়েৎ। ননু, ভক্তশ্চ ভক্তানুগত্যানুরূপত্বাদ্ভক্তানাং চ দ্বৈবিধ্যাৎ কেঽনুগম্যা ইত্যাশঙ্ক্যাহ, -'তদনুরাগিজনানুগামী" ইতি তং ব্রজং ব্রজস্থলীলান্তঃপাতিনং নরলীলাং ভক্তমনুগন্তুং শীলং যেষাং, তেষাং, গুর্বাদিজনানামিত্যর্থঃ। ব্রজানুরাগিজনানুগামী সন্, ন তু পুরাদ্যনুরাগিজনানুগামী সন্ ইতি বা। ভক্তানাঞ্চ তটস্থলীলান্তঃপাতিত্বাদয়ো ভেদা "ন প্রীতয়ে অনুরাগায়" (শ্রীভাঃ ১০।২৩।৩২) ইত্যস্য শ্লোকস্য 'বৈষ্ণব-তোষিণ্যাং' দৃশ্যা ইতি॥ ৮॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ কৃত ভাষ্য

নামাদির স্মৃতি, আর কীর্ত্তন-নিয়মে।
নিয়োজিত কর, জিহ্বা-চিত্ত ক্রমে ক্রমে॥
ব্রজে বসি' অনুরাগীর সেবা-অনুসার।
সর্ব্বকাল ভজ, এই উপদেশ-সার॥ ৮॥

পীযুষবর্ষিণী বৃত্তি

এই অষ্টম শ্লোকে ভজন-প্রণালী ও স্থানের ব্যবস্থা। ক্রমোন্নতি প্রণালীতে নৈরন্তর্য্য-সাধনাভিপ্রায়ে নাম-রূপ-চরিতাদির সুন্দর কীর্ত্তন ও স্মরণ-বিধি যোগে রসনা ও মনকে নিযুক্ত করিয়া, ব্রজে বাসপূর্ব্বক ব্রজরসানুরাগি-জনের অনুগত হইয়া নিখিল-কাল যাপন করিবে। এই মানসসেবায়, মানসে ব্রজবাসেরই প্রয়োজনীয়তা॥ ৮॥

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর কৃত ভাষ্য

কৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-লীলা — চতুষ্টয়।
গুরুমুখে শুনিলেই কীর্ত্তন-উদয়॥
কীর্ত্তিত হইলে ক্রমে স্মরণাঙ্গ পায়।
কীর্ত্তন-স্মরণকালে ক্রম-পথে ধায়॥
জাতরুচি-জন জিহ্বা-মন মিলাইয়া।
কৃষ্ণ-অনুরাগী-ব্রজজনানুস্মরিয়া॥
নিরন্তর ব্রজবাসা, মানস-ভজন।
— এই উপদেশ-সার করহ গ্রহণ॥ ৮॥

অনুবৃত্তি

অজাতরুচি সাধক অন্য-রুচিপর রসনা ও অন্যাভিলাষী মনকে ক্রম-পন্থানুসারে কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলা-কীর্ত্তন ও স্মরণাদিতে নিয়োগ করিয়া জাতরুচি-ক্রমে ব্রজে বাস করিয়া ব্রজবাসীজনের অনুগমন পূর্ব্বক কালাতিপাত

করিবেন — ইহাই অখিল উপদেশসার। সাধক জীবনে আদৌ শ্রবণ-দশা; তৎকালে কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণ-গুণ, কৃষ্ণ-লীলা শুনিতে শুনিতে বরণ-দশায় উপস্থিত হইলে শ্রুত-বিষয়ের কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। নিজ ভাবের সহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে স্মরণাবস্থা হয়। স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, অনুস্মৃতি ও সমাধি ভেদে — স্মরণ পাঁচপ্রকার। বিক্ষেপ-মিশ্রিত স্মরণ, অবিক্ষিপ্ত স্মরণরূপা ধারণা, ধ্যাত বিষয়ের সর্ব্বাঙ্গভাবনাই ধ্যান, সর্ব্বকাল ধ্যানই অনুস্মৃতি, ও ব্যবধান রহিত সম্পূর্ণ নৈরন্তর্য্যই সমাধি। স্মরণ-দশার পরই আপন দশা। এই অবস্থায় সাধক নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করেন। পরে, সম্পত্তি-দশায় বস্তু-সিদ্ধি। বৈধ-ভক্তগণ ''কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি'।'' — (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২। ১৩৬) তাহাতে তাঁহাদের রুচি জন্মে। রুচি জন্মিলে — ''বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।'' — (শ্রীচৈ চঃ মঃ ২২।১৩৮)। ''রাগাত্মিক-ভক্তি — 'মুখ্যা' ব্রজবাসীজনে। তা'র অনুগত-ভক্তির 'রাগানুগা'-নামে॥'' — (শ্রী চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৪৫)। ''ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরাবিষ্টা ভবেৎ। তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥'' — (শ্রীভঃ রঃ সিঃ ১। ২।১৩১)।

''রাগময়ী ভক্তির হয় 'রাগাত্মিকা' নাম।
তাহা শুনি' লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্র-যুক্তি নাহি মানে 'রাগানুগা'র প্রকৃতি॥
বাহ্য, অভ্যন্তর — ইহার দুই ত' সাধন।
বাহ্যে সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥''

— (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।১৪৮-১৪৯, ১৫২-১৫৩)। ''সেবা সাধক-রূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাহ হি। তদ্ভাবলিপ্সু ন কার্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥'' — (শ্রীভঃ রঃ সিঃ ১।২।১৫১)। ''নিজাভিষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হঞা॥'' — (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।১৫৫)। ''কৃষ্ণং স্মরণ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্। তত্তৎকথা-রতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্ বাসং ব্রজে সদা॥'' — (শ্রীভঃ রঃ সিঃ ১।২।১৫০)। ''দাস, যথা, পিত্রাদি, প্রেয়সীর গণ।'' — (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২। ১৫৭) শান্তরসে গো-বেত্র-বেণু-কদম্বাদি, দাস্য-রসে চিত্রক-পত্রক-রক্তকাদি, সখ্যরসে বলদেব-শ্রীদাম-সুদামাদি, বাৎসল্য রসে নন্দ-যশোদাদি, মধুর-রসে শ্রীরাধিকা-ললিতাদি ব্রজবাসী কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠের আনুগত্যে মানব-সেবনাদিই উপদেশ-সার॥ ৮॥

৯। ভজনীয় স্থানসমূহের তারতম্য

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী
তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণি-রমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতপ্লবনাৎ
কুর্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে
সেবাং বিবেকী ন কঃ॥ ৯॥

অন্বয় — জনিতঃ (শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হেতু) মধুপুরী (মথুরা নগরী) বৈকুণ্ঠাৎ (বৈকুণ্ঠ হইতে) বরা (শ্রেষ্ঠা) ; তত্র-অপি (তাহা হইতেও) বৃন্দারণ্যং (বৃন্দাবন) রাসোৎসবাৎ (রাসোৎসব নিবন্ধন) [বরং] (শ্রেষ্ঠ) ; তত্র-অপি (তাহা হইতেও) গোবর্দ্ধনঃ (গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন) উদারপাণি-রমণাৎ (নিজ-জন প্রেমবিতরণে মুক্তহস্ত শ্রীকৃষ্ণের রমণ বা কেলিবশতঃ) [বরঃ] (শ্রেষ্ঠ) ; ইহ-অপি (গোবর্দ্ধন প্রদেশেও) রাধাকুণ্ডং (শ্রীরাধাকুণ্ড) গোকুলপতেঃ (শ্রীগোকুলপতির) প্রেমামৃতপ্লাবনাৎ (প্রেমামৃতের পরিপূর্ণ প্লাবন হেতু) [বরং] (শ্রেষ্ঠ)। কঃ (কোন্) বিবেকী (ভজনবিচার নিপুন জন) গিরিতটে (শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতের ক্রমনিম্ন প্রদেশে) বিরাজতঃ (বিরাজমান) অস্য (এই কুণ্ডের) সেবাং (সেবা) ন কুর্য্যাৎ (না করিবেন)? ৯॥

অনুবাদ — মথুরাপুরী শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার প্রকাশ হেতু (অজ শ্রীনারায়ণের ধাম) বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ; তাহা হইতেও শ্রীবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা-নিবন্ধন শ্রেষ্ঠ; তাহা হইতেও গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন উদারপাণির (শ্রীকৃষ্ণের) রমণ বা

কেলিবশতঃ শ্রেষ্ঠ; এই গোবর্দ্ধন-প্রদেশেও শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীগোকুলপতির প্রেমামৃতের পরিপূর্ণ প্লাবন হেতু শ্রেষ্ঠ। (অতএব) কোন্ ভজনবিচার-নিপুন জন শ্রীগোবর্দ্ধন তটে বিরাজমান এই শ্রীকুণ্ডের সেবা না করিবেন? ৯॥

শ্রীউপদেশ প্রকাশিকা টীকা

তত্র পূর্ব্বং যদ্ ব্রজ এব তিষ্ঠান্ ইত্যুক্ত্বা তত্রাপি কুত্রেত্যত আহ — ''বৈকুণ্ঠাৎ'' ইতি। জনিতঃ শ্রীকৃষ্ণাবতারণাদ্ধেতোঃ বৈকুণ্ঠাৎ সকাশাৎ মধুপুরী বরা — মাথুরং মণ্ডলমুৎকৃষ্টম্। তত্রাপি রাসোৎসবাদ্বৃন্দারণ্যম্। তত্রাপি উদারপাণেঃ শ্রীব্রজরাজকুমারস্য রমণাৎ ক্রীড়নপ্রাচুর্য্যতঃ, যদ্বা শ্রীকৃষ্ণস্য উদারপাণৌ রমণাৎ ক্রীড়য়া ধৃতঃ শ্রীগোবর্দ্ধনঃ। ইহাপি শ্রীরাধাকুণ্ডং তত্র হেতুঃ গোকুলেত্যাদি। গোকুলপতেঃ শ্রীগোকুলেন্দ্রস্য যৎ শ্রীরাধাবিষয়কং প্রেমামৃতং তৎকর্তৃকং যদাপ্লাবনং সংব্যাপনং তস্মাদ্ধেতোরিতার্থ। তদুক্তং — ''যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং তথা প্রিয়ম্'' ইতি — (শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ১৬। ১০৬ সংখ্যাধৃতপাদ্মবচনম্)। অথব, গোকুলপতিসম্বন্ধি যৎ প্রেমামৃতং তেনৈব ভক্তস্যাপ্লাবনং ভবতি যস্মিন্, তত এব হেতোরিতি। যস্মাদ্ গিরিতটে বিরাজতঃ প্রকাশমানত্বেন স্থিতস্যাস্য শ্রীকুণ্ডস্য সেবাং কো বা বিবেকী ন কুর্য্যাৎ, অপি তু, সর্ব্ব এবেতি যথোত্তরং হেতুপ্রকর্ষাত্তত্তৎস্থানস্য চিদ্রূপা-বিশেষহপি স্বরূপশক্তি-স্বভাবিক বৈচিত্রীবশাদেব শ্রেষ্ঠমিতি ভাবঃ॥ ৯॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ কৃত ভাষ্য

বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মথুরামণ্ডল।
তদপেক্ষা বৃন্দাবন — যথা রাসস্থল॥
তদপেক্ষা গোবর্দ্ধন — নিত্য কেলিস্থান।
রাধাকুণ্ডে তদপেক্ষা প্রেমের বিজ্ঞান॥ ৯॥

পীযুষবর্ষিণী বৃত্তি

ভজনস্থান মধ্যে শ্রীরাধাকুণ্ড সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা নবম শ্লোকে প্রদর্শিত হইল। কৃষ্ণজন্ম নিবন্ধন ঐশ্বর্য্যময় পরমব্যোম বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীমথুরা শ্রেষ্ঠা। মথুরা মণ্ডলের মধ্যে রাসোৎসব নিবন্ধন শ্রীবৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ। উদারপাণি শ্রীকৃষ্ণের নানাপ্রকার রমণ-স্থান বলিয়া শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রজমধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রীগোবর্দ্ধন নিকটস্থ শ্রীমদ্রাধাকুণ্ড বিরাজমান। তথায় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমামৃতের বিশেষ আপ্লাবন নিবন্ধন, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কোন্ ভজনবিবেকী পুরুষ সেই রাধাকুণ্ডের সেবা না করিবেন? তথায় স্থূলদেহে বা লিঙ্গদেহে নিরন্তর বাস করতঃ পূর্ব্বোক্ত ভজন-প্রণালী অবলম্বন করিবেন॥ ৯॥

শ্রীল সরস্বতীঠাকুর কৃত ভাষ্য

বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠা 'মথুরা' নগরী।
জনম লভিলা যথা কৃষ্ণচন্দ্র হরি॥
মথুরা হইতে শ্রেষ্ঠ 'বৃন্দাবন'-ধাম।
যথা সাধিয়াছে হরি রাসোৎসব-কাল॥
বৃন্দাবন হইতে শ্রেষ্ঠ 'গোবর্দ্ধন-শৈল'।
গিরিধারী-গান্ধর্ব্বিকা যথা ক্রীড়া কৈল॥
গোবর্দ্ধন হৈতে শ্রেষ্ঠ 'রাধাকুণ্ড-তট'।
প্রেমামৃতে ভাসাইল গোকুল লম্পট॥
গোবর্দ্ধন গিরিতট রাধাকুণ্ড ছাড়ি'।
অন্যত্র যে করে নিজ কুঞ্জ — পুষ্পবাড়ী॥
নির্ব্বোধ তাহার সম কেহ নাহি আর।
কুণ্ড-তীর সর্ব্বোত্তম স্থান প্রেমাধার॥

অনুবৃত্তি

পরমব্যোমস্থ বৈকুণ্ঠ অন্যধাম অপেক্ষা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা ভগবানের জন্ম নিবন্ধন মথুরা-মণ্ডলের শ্রেষ্ঠতা। কৃষ্ণের রাসস্থলী বৃন্দাবন — মথুরা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বচ্ছন্দবিহার-স্থলী গোবর্দ্ধন — বৃন্দাবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণপ্রেমামৃতের পূর্ণতম প্লাবন-ক্ষেত্র বলিয়া, গোবর্দ্ধন অপেক্ষা রাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ। কোন্ সুবিচক্ষণ সদ্ভক্ত গোবর্দ্ধন গিরিতটে প্রকাশমান শ্রীরাধাকুণ্ড-সেবা বর্জ্জিত হইয়া অন্য সেবায় মনোনিবেশ করিবেন? শ্রীমহাপ্রভুর নিতান্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীরূপগোস্বামী-প্রভু শ্রীগৌরহরির হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চতম ভাব —

শ্রীরাধাকুণ্ড-সেবাকেই পরম পরাকাষ্ঠা-সেবারূপে উপদেশ দিয়াছেন। ইহা শ্রীনিম্বার্কাদি-সম্প্রদায়স্থ বৈষ্ণবের বা গৌরভক্তিহীন-মধুর-রসাশ্রিত ভক্ত-গণেরও সম্পূর্ণ দুর্জ্ঞেয় ও অগম্য ॥ ৯ ॥

১০। আশ্রয়তত্ত্বের তারতম্য

সাধক ও ভক্তের স্তরভেদ

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া
ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিনস্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্ত-
ভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি
সা রাধিকা প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়-সরসী
তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥ ১০॥

অন্বয় — কর্ম্মিভ্যঃ (কর্ম্মিগণ অপেক্ষা) জ্ঞানিনঃ (ব্রহ্মজ্ঞানিগণ) হরেঃ (শ্রীহরির) পরিতঃ (সর্ব্বতোভাবে) প্রিয়তয়া (প্রিয়রূপে) ব্যক্তিং (প্রকাশ) যযুঃ (পাইয়াছেন)। তেভ্যঃ (তাঁহাদিগের অর্থাৎ জ্ঞানিগণ অপেক্ষা) জ্ঞানবিমুক্ত-ভক্তিপরমা (জ্ঞানবিমুক্ত একান্ত ভক্তগণ) [হরেঃ পরিতঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুঃ] (শ্রীহরির সমধিক প্রিয় বলিয়া বিজ্ঞাত); ততঃ (তাঁহাদিগের অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ভক্তি-পরায়ণগণ অপেক্ষা) প্রেমৈকনিষ্ঠাঃ (একান্ত প্রেমনিষ্ঠগণ) [হরেঃ পরিতঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুঃ] (শ্রীহরির সমধিক প্রিয়রূপে প্রসিদ্ধ); তেভ্যঃ (তাঁহাদিগের অর্থাৎ প্রেমৈকনিষ্ঠগণ অপেক্ষা) তাঃ (সেই সকল প্রসিদ্ধ) পশুপালপঙ্কজদৃশঃ (পশুপাল — গোপ, পঙ্কজদৃশ — কমলাক্ষীগণ, পশুপাল-পঙ্কজদৃশঃ অর্থাৎ গোপসুন্দরীগণ) [হরেঃ পরিতঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুঃ] শ্রীহরির সমধিক প্রিয়া বলিয়া খ্যাত) ; তাভ্য অপি (তাঁহাদিগের অর্থাৎ গোপীগণ অপেক্ষাও) সা রাধিকা (সেই শ্রীরাধিকা) [হরেঃ পরিতঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযৌ] (শ্রীহরির সমধিক প্রিয়ারূপে বিদিত), ইয়ং (এই) তদীয়সরসী (তাঁহার সরোবর অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ড) তদ্বৎ (তাঁহার অর্থাৎ শ্রীরাধার তুল্য) প্রেষ্ঠা [শ্রীকৃষ্ণের] (প্রিয়তমা)। [অতএব,] কঃ (কোন্) কৃতী (ভাগ্যবান্ জন) তাং (তাঁহাকে অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ডকে) ন আশ্রয়েৎ (আশ্রয় না করিবেন)? ১০॥

অনুবাদ — (সত্ত্বগুণী) কর্ম্মিগণ অপেক্ষা (গুণত্রয়-বর্জ্জিত) জ্ঞানীগণ শ্রীকৃষ্ণের সমধিক প্রিয়রূপে প্রকাশপ্রাপ্ত। তাদৃশ জ্ঞানীগণ অপেক্ষা জ্ঞানবিমুক্ত একান্ত ভক্ত বা অপ্রাকৃত শুদ্ধ-ভক্তগণ, তাদৃশ শুদ্ধ-ভক্তগণ অপেক্ষা একান্ত প্রেমনিষ্ঠগণ, তাদৃশ প্রেমৈকনিষ্ঠগণ অপেক্ষা সেই গোপসুন্দরীগণ, গোপীগণ অপেক্ষাও সেই শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সমধিক প্রিয়ারূপে প্রসিদ্ধা। শ্রীরাধার এই সরোবর (শ্রীকুণ্ড) শ্রীরাধার তুল্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। অতএব, কোন্ সুকৃতিমান্ জন সেই রাধাকুণ্ড আশ্রয় না করিবেন? ১০॥

শ্রীউপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

শ্রীকুণ্ডসৈব বরত্বে রাদ্ধান্তপূর্ব্বকং হেত্বন্তরমাহ, — ''কর্ম্মিভ্যঃ'' ইতি। কর্ম্মিভ্যঃ কাম্যকর্ম্ম-নিষ্ঠতয়া শ্রীভগবতো বৈমুখ্যাৎ ''কর্ম্মণা জায়তে'' ইত্যাদিবৎ কেবল-কর্ম্মনিষ্ঠেভ্যঃ সকাশাৎ শ্রীভগবতো ব্রহ্মাখ্য-সামান্যাবির্ভাব-সাম্মুখ্যাৎ জ্ঞানিন এব হরেঃ প্রিয়ত্বেন ব্যক্তিং যযুঃ। তেভ্যোঽপি যে পূর্ব্বং জ্ঞানেন মুক্তাঃ পুনর্ভক্তিপ্রধানাঃ জ্ঞানিচরাঃ সনকাদয়-তেভ্যোঽপি প্রেমৈকনিষ্ঠা নারদাদয়ঃ। তেভ্যোঽপি তাঃ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমভরাদ নির্বাচ্যাঃ শ্রীব্রজসুন্দর্য্যো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুঃ। তত্রাপি, ''সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা'' (শ্রীপদ্ম পুঃ) ইতি প্রমাণাৎ শ্রীরাধৈব শ্রীহরের্নিরবধি প্রেমবসতিস্তদ্বদেবেয়ং তদীয়-সরসী চ প্রেষ্ঠা। যতঃ সর্ব্বতোঽপি বরিষ্ঠাং তাং কঃ কৃতী নাশ্রয়েৎ অনন্যত্বেন শরণং ন গচ্ছেদপি তু, সর্ব্ব এবত্যের্থঃ॥ ১০॥

শ্রীল-ভক্তিবিনোদ কৃত ভাষ্য

চিদান্বেষী জ্ঞানী জড়কর্ম্মী হইতে শ্রেষ্ঠ।
জ্ঞানিচর ভক্ত — তদপেক্ষা কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ॥
প্রেম-নিষ্ঠ ভক্ত — তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানি।
গোপীগণে — তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠা বলি' মানি॥
সর্ব্বগোপী-শ্রেষ্ঠা রাধা — কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠা সদা।
তাঁহার সরসী নিত্য কৃষ্ণের প্রীতিদা॥

এহেন প্রেমের স্থান — গোবর্ধন তটে।
আশ্রয় না করে কেবা কৃতী নিষ্কপটে? ১০॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

জগতে যত প্রকার সাধক আছে, সর্ব্বাপেক্ষা রাধাকুণ্ড-তটবাসী ভজনকারী শ্রেষ্ঠ ও কৃষ্ণপ্রিয় ; তাহা এই দশম শ্লোকে দেখাইতেছেন। সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মী হইতে চিদনুসন্ধানকারী জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানী অপেক্ষা জ্ঞানবিমুক্ত-ভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার ভক্তগণ মধ্যে প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার প্রেমভক্ত মধ্যে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। সর্ব্ব-গোপী মধ্যে শ্রীরাধিকা অত্যন্ত প্রিয়। যেরূপ শ্রীরাধিকা প্রিয়, সেইরূপ তদীয় কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। সুতরাং, যাঁহার পরম সুকৃতি থাকে, তিনি অবশ্য শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করতঃ শ্রীকৃষ্ণের 'অষ্টকাল'-ভজন করিবেন॥ ১০॥

শ্রীল-সরস্বতী ঠাকুর কৃত ভাষ্য

সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত পুণ্যবান্ কর্ম্মী।
হরিপ্রিয়-জন বলি' গায় সব-ধর্ম্মী॥
কর্ম্মী হইতে জ্ঞানী হরিপ্রিয়-তর জন।
সুখভোগ-বুদ্ধি জ্ঞানী না করে গণন॥
জ্ঞানমিশ্রভাব ছাড়ি' মুক্ত জ্ঞানী জন।
পর-ভক্তি সমাশ্রয়ে হরিপ্রিয় হ'ন॥
ভক্তিমান্ জন হইতে প্রেমনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ।
প্রেমনিষ্ঠ হৈতে গোপী শ্রীহরির প্রেষ্ঠ॥
গোপী হইতে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ-প্রিয়তমা।
সে রাধা-সরসী প্রিয় হয় তাঁ'র সমা॥
সে কুণ্ড-আশ্রয় ছাড়ি, কোন্ মূঢ় জন।
অন্যত্র বসিয়া চায় হরির সেবন? ১০॥

অনুবৃত্তি

যথেচ্ছাচার-পরায়ণ জীবগণ অপেক্ষা সত্ত্বনিষ্ঠ সুকর্ম্মীগণ কৃষ্ণের প্রিয়, কর্ম্মী অপেক্ষা গুণত্রয়-বর্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞ জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়, জ্ঞানী অপেক্ষা শুদ্ধভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়, শুদ্ধভক্ত অপেক্ষা প্রেমৈকনিষ্ঠ ভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়, প্রেমৈকনিষ্ঠ ভক্ত অপেক্ষা ব্রজসুন্দরীগণ কৃষ্ণের প্রিয়, ব্রজসুন্দরীগণ অপেক্ষা শ্রীমতী বার্ষভানবী শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। শ্রীমতী রাধিকা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা, তাঁহার কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ প্রিয়। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-সৌভাগ্যবিশিষ্ট কৃষ্ণভক্ত অনন্যভাবে শ্রীরাধা-কুণ্ডই আশ্রয় করিবেন॥ ১০॥

১১। শ্রীরাধাকুণ্ড-স্নায়ীর সৌভাগ্য

কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণসবসতিঃ প্রেয়সীভ্যোঽপি রাধা
কুণ্ডং চাস্যা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যাধায়ি।
যৎ প্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজাং
তৎ প্রেমেদং সকৃদপি সরঃ স্নাতুরাবিষ্করোতি॥
১১॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিনা বিরচিতং শ্রীউপদেশামৃতৈকাদশং সমাপ্তম্।

অন্বয় — রাধা (শ্রীরাধিকা) কৃষ্ণস্য (শ্রীকৃষ্ণের) প্রেয়সীভ্যঃ অপি (সকল প্রেয়সী অপেক্ষাও) উচ্চৈঃ (অধিকতর) প্রণয়বসতিঃ (প্রেমাশ্রয়)। অস্যাঃ (ইহার) কুণ্ডং চ (কুণ্ডও) অভিতঃ (সর্ব্বতোভাবে) তাদৃক্ এব (সেইরূপ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম প্রিয়বস্তু) [ইতি] (ইহা) মুনিভিঃ (মুনিগণ) [শাস্ত্রে] ব্যধ্যায়ি (নির্দ্দেশ করিয়াছেন)। ভক্তিভাজাং (অপর ভক্তিসেবি-গণের) পুনঃ কিং (আর কি কথা), — যৎ (যাহা) প্রেষ্ঠৈঃ অপি (কৃষ্ণপ্রেষ্ঠগণেরও) অলম্ (অতীব) অসুলভং (দুষ্প্রাপ্য), তৎ প্রেম (সেই প্রেম) ইদং (এই) সরঃ (শ্রীকুণ্ড) সকৃৎ (একবার মাত্র) স্নাতুঃ অপি (স্নানকারীর হৃদয়েও) আবিষ্করোতি (প্রকট করিয়া থাকেন)॥ ১১॥

অনুবাদ — শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সকল প্রেয়সী অপেক্ষাও অধিকতর প্রেমপাত্র। ইঁহার কুণ্ডও অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ডও সর্ব্বতোভাবে সেইরূপেই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম প্রীতিপাত্র — ইহা মুনিগণ শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অন্যান্য ভক্তিসেবিগণের (সাধক ভক্তগণের) কথা আর কি বলিব — শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠগণের পক্ষেও যে প্রেম অতি দুর্ল্লভ, এই শ্রীরাধাকুণ্ড একবারমাত্র

স্নানকারীর হৃদয়েও সেই প্রেম প্রকট করিয়া দেন ॥ ১১ ॥

শ্রীউপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

ননু তদাশ্রয়াৎ কিং মিলতি? তত্র তাদৃশ-সিদ্ধান্তমেবোপসংহরন্ ততঃ প্রেমোপলব্ধিমাহ — "কৃষ্ণস্য ইতি"। যৎ প্রেমকৃষ্ণপ্রিয়ত্বেন খ্যাতির্নারদাদিভিঃ অলং দুর্ল্লভং, তদাদীনাং তজ্জাতীয়-প্রেমসম্ভাবাদিতি ভাবঃ। তদপি প্রেম কর্ম্মভূতং, কর্ত্তৃভূতং, ইদং সরঃ স্নাতুঃ সম্বন্ধে আবিষ্করোতি প্রকটয়তি। তৎ কো নাশ্রয়েদিতি পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ॥ ১১ ॥

শ্রীচৈতন্যকৃপা-লেশাৎ তদ্ভক্তানাং মুদে কৃতা।
স্বপ্রজ্ঞাদ্যনুসারেণেত্যুপদেশপ্রকাশিকা॥
রাধারমণদাসেন রাধারমণ-সেবিনা।
গোবর্দ্ধনোপলালস্য তনুজেন কৃতা ত্বিয়ম্॥
ইতি 'শ্রীউপদেশামৃত-টীকা' সমাপ্ত।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ কৃত ভাস্য

সকল প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা বৃষভানু-সুতা।
তাঁহার সরসী নিত্য শ্রীকৃষ্ণ-দয়িতা॥
মুনিগণ শাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্ধারিল।
ব্রজমধ্যে শ্রেষ্ঠ বলি' কুণ্ডে স্থির কৈল॥
সাধন-ভক্তির কথা কি বলিব আর।
কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠগণের দুর্ল্লভ প্রেম-সার॥
নিষ্কপটে সেই কুণ্ডে সে করে মজ্জন।
কুণ্ড তাঁ'রে সেই প্রেম করে বিতরণ॥ ১১॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

শ্রীরাধাকুণ্ডের স্বাভাবিক মাহাত্ম্য-বর্ণন দ্বারা সাধকের চিত্তে দৃঢ়তা উৎপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে একাদশ শ্লোকের অবতারণা। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রণয়বসতি এবং অন্য প্রিয়গণ অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা। মুণিগণ শাস্ত্রে সেইরূপ উৎকর্ষ, শ্রীরাধাকুণ্ড সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। কেবল সাধকভক্তদিগের ত' কথাই নাই, যে প্রেম শ্রীনারদাদি প্রেষ্ঠবর্গের পক্ষেও দুর্ল্লভ, ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান করিলে সেই কুণ্ড তাহা অনায়াসে প্রদান করেন। সুতরাং, শ্রীরাধাকুণ্ডই সমস্ত ভজন-পরায়ণদিগের বাসযোগ্য স্থান। অপ্রাকৃত ব্রজে অপ্রাকৃত জীব, অপ্রাকৃত গোপীদেহ লাভ করিয়া, শ্রীরাধাকুণ্ডে স্বীয় গুরুকৃপায় সখীর কুঞ্জে পাল্যদাসী-ভাবে অবস্থিতি করতঃ বাহ্যে নিরন্তর নামাশ্রয়-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীয় সেবায় শ্রীমতী রাধিকার পরিচর্য্যা করাই শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রিত ব্যক্তির ভজনচাতুরী॥ ১১॥

আনন্দবৃদ্ধয়ে শ্রীমদগোস্বামি-বনমালিনঃ।
তথা শ্রীপ্রভুনাথস্য সুখায়ত্ম-নিবেদিনঃ॥
স্বস্য ভজন-সৌখ্যস্য সমৃদ্ধি-হেতবে পুনঃ।
ভক্তিবিনোদ-দাসেন শ্রীগোদ্রুম-নিবাসিনা॥
প্রভোশ্চতুঃশতাব্দে চ দ্বাদশাব্দাধিকে মৃগে
রচিতেয়ং সিত্যাষ্টম্যাং বৃত্তি পীযূষবর্ষিণী॥
শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রার্পণমস্তু॥

শ্রীল সরস্বতীঠাকুর কৃত ভাষ্য

শ্রীমতী রাধিকা — কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি।
কৃষ্ণপ্রিয় মধ্যে তাঁ'র সম নাহি ধনী॥
মুনিগণ শাস্ত্রে রাধাকুণ্ডের বর্ণনে।
গান্ধর্ব্বিকা তুল্য কুণ্ড করয়ে গণনে॥
নারদাদি প্রিয়বর্গে যে প্রেম দুর্ল্লভ।
অন্য সাধকেতে তাহা কভু না সুলভ॥
কিন্তু, রাধাকুণ্ডে স্নান যেই জন করে।
মধুর রসেতে তাঁ'র স্নানে সিদ্ধি ধরে॥
অপ্রাকৃত ভাবে সদা যুগল সেবন।
রাধা-পাদপদ্ম লভে সেই হরিজন॥ ১১॥
শ্রীবার্ষভানবী কবে দয়িতদাসেরে।
কুণ্ড-তীরে স্থান দিবে নিজ-জন করে'॥
'উপদেশামৃত-ভাষ্য' করিল দুর্জ্জন।
পাঠকালে হরিজন করিহ শোধন॥
'উপদেশামৃত' ধরি' রূপানুগ ভাবে।
জীবন যাপিলে কৃষ্ণ কৃপা সেই পা'বে॥
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের যে সকল ভক্ত।
কৃষ্ণকৃপা লভিয়াছে গৃহস্থ-বিরক্ত॥
ভাবী কালে, বর্ত্তমানে ভক্তের সমাজ।
সকলের পদরজঃ যাচে দীন আজ॥
ভকতিবিনোদ-প্রভু-অনুগ যে জন।
দয়িত-দাসের তাঁ'র পদে নিবেদন॥

দয়া করি', দোষ হরি, বল 'হরি ! হরি !'
'উপদেশামৃত-বারি শিরোপরি ধরি' ॥

অনুবৃত্তি

শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়পাত্র এবং প্রিয়বর্গের শিরোমণি — শ্রীমতী রাধিকা। শ্রীমতীর কুণ্ড, শাস্ত্রে মুনিগণ শ্রীমতীর তুল্য পরমোত্তম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীনারদাদি প্রিয়বর্গেরও যে প্রেম সুলভ নহে, অন্য সাধক-ভক্তের তো তাহা দূরের কথা ; কিন্তু, একবার মাত্র রাধাকুণ্ড-স্নানকারি জনের সেই প্রেম প্রাদুর্ভূত হয়। প্রেমপূর্ণ রাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃতবাস ও প্রেমামৃত-প্লাবিত রাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃত-স্নান অর্থাৎ প্রাকৃত জড় ভোগ-বাসনায় উদাসীন হইয়া শ্রীমতীর ঐকান্তির অনুগত্যে মানস-ভজন করিতে করিতে জীবনাবশেষ এবং জীবিতোত্তর কালে জীব অপ্রাকৃত নিত্যদেহে সাক্ষাৎ নিত্যসেবা-তৎপর হ'ন। শ্রীরাধাকুণ্ড স্নাতজনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রেয়ঃ লাভ করেন। তাঁহার সৌভাগ্য নারদাদি ভক্তগণেরও দুর্ল্লভ পদবী। বিষয়ীগণের কথা দূরে থাকুক, দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য রসাশ্রিত ভক্তগণেরও রাধাকুণ্ড-স্নান দুর্ল্লভ। শ্রীরাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃত স্নানের কথা আর কি বলিব ! স্নানকারী শ্রীবার্ষভানবীর পাল্যদাসী হইবার সৌভাগ্য পর্য্যন্ত লাভ করেন ॥ ১১ ॥

গোবিন্দ-বচনে জানি, ইহাই গৌরাঙ্গ বাণী,
অপ্রকট-কালে সারকথা।
নীলাচলে সিন্ধু-তীরে, শ্রীগৌরাঙ্গ ধীরে ধীরে,
বলিল, শুনিল ভক্ত তথা ॥ ১ ॥
গৌরমুখ-উপদেশ, সর্ব্ব-অমৃতের শেষ,
শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভুবর।
কর্ণ দ্বারা পার করি', লেখনীতে তাহা ধরি',
কলি জীবে দিলে ভব-হর ॥ ২ ॥
শ্রীরাধারমণ দাস, শ্রীরাধারমণ-পাশ,
রহি' এই শ্লোক একাদশ।
করিল সংস্কৃত টীকা, নাম তা'র 'প্রকাশিকা',
অকিঞ্চন পায় যা'তে রস ॥ ৩ ॥
বিস্তারিয়া নিজশক্তি, কলিরাজ প্রেমভক্তি,
আচ্ছাদিল যেই মন্দ-ক্ষণে।
দয়াল গৌরাঙ্গ হরি, জীব-দুঃখ মনে স্মরি',
পাঠাইল এক নিজ-জনে ॥ ৪ ॥
ভকতিবিনোদ-বর, 'পীযুষবর্ষিণী'-কর,
'উপদেশামৃত' যাঁর মূর্ত্তি।
'উপদেশামৃত'-রত্নে, সংগ্রহ করিয়া যত্নে,
জীবে করাইল কৃষ্ণ-স্ফুর্ত্তি ॥ ৫ ॥
কলি-হত জীবগণ, 'উপদেশামৃত' ধন,
ছাড়ি' কৈল নবীন বিধান।
নদে'-নাগরীর মত, আর বা কহিব কত,
কৃষ্ণ ত্যাজি' মায়ার সন্ধান ॥ ৬ ॥
এহেন সময়ে কলি, মায়াবাদ অস্ত্রে ছলি',
কৃষ্ণভক্তি আচ্ছাদন কৈল।
জীবেরে দুর্ব্বল পেয়ে, মিছা ভক্তি ছাঁচ ল'য়ে,
ভব-সাগরেতে ডুবাইল ॥ ৭ ॥
বিপ্রলম্ভ-মূর্ত্তিমান্ শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান,
সম্ভোগের পুষ্টি লাগিয়া।
প্রচারিল নিজ-তত্ত্ব, প্রকাশিয়া শুদ্ধসত্ত্ব,
ভজ কৃষ্ণ, মায়াকে ছাড়িয়া ॥ ৮ ॥
মায়াবাদ-উপদেশ, গৌরাঙ্গ-দাসের বেশ,
গ্রহণ করিয়া কলি-রাজ।
কৃষ্ণভক্তি ছাড়াইয়া, সম্ভোগের দাস হৈয়া,
দেখাইল ছায়া-প্রেমসাজ ॥ ৯ ॥
কখন বাউল ব্রত, কখন নাগরী-মত,
নেড়া, সহজিয়া কর্ত্তাভজা।
প্রাকৃত-সম্ভোগ কথা, প্রচারয় যথা তথা,
নাগরীর গৌরভক্তি-ধ্বজা ॥ ১০ ॥
কলিজন হ'য়ে কেহ, আপনাতে গৌর-দেহ,
প্রকাশ করয়ে অবতার।
কেহ বলে, 'আমি গুরু, আমাকে ভজন কুরু,
কামিনী-কাঞ্চন আমি সার' ॥ ১১ ॥
গৌরভক্তি নাশ করি', কলি ভাসাইল তরী,
পারকীয় গৌরপ্রেম ছলে।
সখীভেকী গৌরভজা, লইয়া জড়ের মজা,
মাতিল আনন্দ কুতুহলে ॥ ১২ ॥
কেহ বলে 'বিষ্ণুপ্রিয়া, ভজ নিজ প্রাণ দিয়া,
রূপানুগ পথ ত্যাগ করি'।
রাধাকৃষ্ণ সেবা ত্যাজি' 'থিয়সফি'-কাম ভজি',
প্রাকৃত ভোগের পথ ধরি' ॥ ১৩ ॥
ভুত-প্রেত-বাদ ল'য়ে, গৌরপ্রেম মিশাইয়ে,

নিজভোগে গড়িল গৌরাঙ্গ।
'জড়ভোগে গৌরহরি, গড়ায়েছি নিজ হরি,
বলে, 'তোরা হ'বি সাঙ্গোপাঙ্গ' ॥ ১৪ ॥
'আমার গৌরাঙ্গ লহ, বিষ্ণুপ্রিয়া তা'র সহ,
নবীন ভজন শিখ ভাই।
রূপানুগ রঘুনাথ, নাহি সঙ্গ তাঁ'র সাথ,
নিশ্চয় করিয়া কহি তাই ॥ ১৫ ॥
পার্ষদের যেই মত, তা'তে আমি নহি রত,
তাহাতে আমার কার্য্য নাই।
ভজনেতে আছে দুঃখ, প্রতিষ্ঠা সম্ভোগ-সুখ,
তাই ভজি গৌরাঙ্গ-নিতাই' ॥ ১৬

ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, নাশিয়া জগদ্-ভ্রম,
বসাইল গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া।
মহাজন পথ ধরি', রাধাকৃষ্ণ সদা স্মরি',
ব্রজে ভজে নিজ হিয়া দিয়া ॥ ১৭ ॥
প্রেমভক্তি স্বরূপিণী, রাধাকৃষ্ণ-গৌরবিণী,
নারায়ণী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী।
লক্ষ্মীদেবী লক্ষ্মীপ্রিয়া, নীলা-দেবী-ধাম-হিয়া,
তিন শক্তি রাধাকৃষ্ণ সেবি' ॥ ১৮ ॥
গোপী অনুগত হ'য়ে, মানসে সেবিলে ত্রয়ে,
রাধাকৃষ্ণ গৌর ভগবানে।
এবে যে নূতন মত, নাগরিয়া কলি হত,
ভক্তির নাশক, ভক্ত মানে ॥ ১৯ ॥
ভকতিবিনোদ নিজ, প্রভুপদ-সরসিজ,
আপনে জানিয়া গৌর-ভৃত্য।
নরোত্তম-পদ স্মরি', মায়াপুরে প্রিয়া-হরি,
বসাইল জানি' নিজ কৃত্য ॥ ২০ ॥
রূপ প্রদর্শিত পথ, স্ব-চরিত্রে যথাযথ,
জগৎ-জীবেরে দেখাইল।
ভকতিবিনোদাশ্রিত, প্রেমভক্তি সমন্বিত,
উপদেশামৃত তা'র হৈল ॥ ২১ ॥
কলির বঞ্চনা যত, তা'হে ভক্ত নহে রত,
প্রাকৃত করিয়া তাহে মানে।
রূপ শিক্ষামৃত যেই, গৌর শিক্ষামৃত সেই,
অন্য শিক্ষা না শুনয়ে কানে ॥ ২২ ॥
শ্রীগৌরবিমুখ ভাব, রাধাকৃষ্ণ-প্রেমাভাব,
ভকতিবিনোদ দেখে যবে।
সংসারের দেখি' গতি, কৃষ্ণভজনহীন মতি,
বাতব্যাধি-ছলে মৌনী তবে ॥ ২৩ ॥
অবলম্বি' জড়ভাব, 'জড়ত্যাগে ব্রজলাভ',
— অনুক্ষণ এই কথা মুখে।
কৃষ্ণভক্তিশূন্য-ধরা, দেখি' প্রকাশিল জরা,
অন্তর-দশায় ভজে সুখে ॥ ২৪ ॥
মিছা ভক্ত-অভিমানে, মূঢ় লোক নাহি জানে,
অপরাধ কৈল ভক্ত-পায়।
নিজ ক্ষুদ্র অধিকারে, চায় ভক্তে দেখিবারে,
অবশেষে অপরাধ হায় ! ২৫ ॥
জীবের দুর্গতি হেরি', কত অশ্রুপাত করি',
শুদ্ধভক্তি করিতে প্রচার।
আদেশিল ভক্ত-রাজ, কর গৌরহরি-কাজ,
এবে তুমি করিয়া আচার ॥ ২৬ ॥
হৃদয়ে বলিল কেবা — 'দয়িতদাসের সেবা',
গোপীধন-কথার কীর্ত্তন'।
'পীযূষবর্ষিণী' বৃত্তি, তা'র কর 'অনুবৃত্তি',
প্রচার করহ অনুক্ষণ' ॥ ২৭ ॥
বিনোদের পদরেণু, স্মরি' যবে আরম্ভিনু,
'অনুবৃত্তি' করিতে লিখন।
অষ্টশ্লোক হ'লে পর, ভকতিবিনোদ-বর,
বিজয় করিল ব্রজবন ॥ ২৮ ॥
অদ্য শুভ রাধাদিনে, কর কৃপা দীনহীনে,
শুদ্ধ-ভাগবত হরিজন।
'অনুবৃত্তি' সমাপিয়া তব করে সমর্পিয়া,
দন্তে তৃণ করিয়া ধারণ ॥ ২৯ ॥
গদাধর দীন ধরি', পাইয়াছ গৌরহরি,
ভকতিবিনোদ প্রভুবর।
'উপদেশামৃত'-ধারা — সিক্ত হয়ে ভবকারা -
সুখমুক্ত হয় যেন নর ॥ ৩০ ॥
চৈতন্যাব্দ চতুঃশত, অষ্টাবিংশ হ'লে গত,
হৃষীকেশ দ্বাবিংশ-দিবসে।
শ্রীব্রজপত্তনে বসি', চিন্তি' গৌরপদ-শশী,
লভি সুখ রূপানুগ যশে ॥ ৩১ ॥

''অনুবৃত্তি'' সমাপ্ত।

শ্রীউপদেশামৃতের

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত

মর্ম্মানুবাদ গীতি

(ভজন লালসা)

১। **প্রপঞ্চে পড়িয়া** ১ম শ্লোক

হরি হে !

প্রপঞ্চে পড়িয়া, অগতি হইয়া,
না দেখি উপায় আর।
অগতির গতি- চরণে শরণ,
তোমায় করিনু সার॥ ১॥
করম, গেয়ান, কিছু নাহি মোর,
সাধন-ভজন নাই।
তুমি কৃপাময়, আমি ত' কাঙাল,
অহৈতুকী কৃপা চাই॥ ২॥
বাক্য-মনোবেগ, ক্রোধ-জিহ্বাবেগ,
উদর-উপস্থবেগ।
মিলিয়া এ'সব, সংসারে ভাসা'য়ে,
দিতেছে পরমোদ্বেগ॥ ৩॥
অনেক যতনে, সে-সব দমনে,
ছাড়িয়াছি আশা আমি।
অনাথের নাথ, ডাকি তব নাম,
এখন ভরসা তুমি॥ ৪॥

২। **অর্থের সঞ্চয়ে** ২য় শ্লোক

হরি হে !

অর্থের সঞ্চয়ে, বিষয় প্রয়াসে,
আন-কথা-প্রজল্পনে।
আন অধিকার, নিয়ম আগ্রহে,
অসৎসঙ্গ-সংঘটনে॥ ১॥
অস্থির-সিদ্ধান্তে, রহিনু মজিয়া,
হরি-ভক্তি রৈল দূরে।
এ হৃদয়ে মাত্র, পরহিংসা, মদ,
প্রতিষ্ঠা, শঠতা স্ফুরে॥ ২॥
এসব আগ্রহ, ছাড়িতে নারিনু,
আপন দোষেতে মরি।
জনম বিফল, হইল আমার,
এখন কি করি হরি ! ৩॥
আমি ত' পতিত, পতিত-পাবন,
তোমার পবিত্র নাম।
সে সম্বন্ধ ধরি', তোমার চরণে,
শরণ লইনু হাম॥ ৪॥

৩। **ভজনে উৎসাহ** ৩য় শ্লোক

হরি হে !

ভজনে উৎসাহ, ভক্তিতে বিশ্বাস,
প্রেমলাভে ধৈর্য্য-ধন।
ভক্তি-অনুকূল- কর্ম্ম প্রবর্ত্তনে,
অসৎসঙ্গ বিসর্জ্জন॥ ১॥
ভক্তি-সদাচার, — এই ছয় গুণ,
নহিল আমার নাথ।
কেমনে ভজিব, তোমার চরণ,
ছাড়িয়া মায়ার সাথ॥ ২॥
গর্হিত আচারে, রহিলাম মজি',
না করিনু সাধুসঙ্গ।
ল'য়ে সাধুবেশ, আনে উপদেশি,
এ বড় মায়ার রঙ্গ॥ ৩॥
এ-হেন দশায়, অহৈতুকী কৃপা,
তোমার পাইব হরি।
শ্রীগুরু-আশ্রয়ে, ডাকিব তোমায়,
কবে বা মিনতি করি'॥ ৪॥

৪। **দান, প্রতিগ্রহ** ৪র্থ শ্লোক

হরি হে !

দান, প্রতিগ্রহ, মিথ্যে গুপ্তকথা,
ভক্ষণ, ভোজন-দান।
সঙ্গের লক্ষণ, এই ছয় হয়,

ইহাতে ভক্তির প্রাণ॥ ১॥
তত্ত্ব না বুঝিয়ে, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে,
অসতে এ'সব করি'।
ভক্তি হারাইনু, সংসারী হইনু,
সুদূরে রহিলে হরি॥ ২॥
কৃষ্ণভক্ত-জনে, এ-সঙ্গ-লক্ষণে,
আদর করিব যবে।
ভক্তি-মহাদেবী, আমার হৃদয়-
আসনে বসিবে তবে॥ ৩॥
যোষিৎসঙ্গী জন, কৃষ্ণাভক্ত আর,
দুহুঁ সঙ্গ পরিহরি'।
তব ভক্তজন- সঙ্গ অনুক্ষণ,
কবে বা হইবে হরি॥ ৪॥

৫। **সঙ্গদোষশূন্য** ৫ম শ্লোক

হরি হে!
সঙ্গোদোষশূন্য, দীক্ষিতাদীক্ষিত,
যদি তব নাম গায়।
মানসে আদর, করিব তাঁহারে,
জানি' নিজ জন তা'য়॥ ১॥
দীক্ষিত হইয়া, ভজে তুয়া পদ,
তাঁহারে প্রণতি করি।
অনন্য-ভজনে, বিজ্ঞ যেই জন,
তাঁহারে সেবিব হরি॥ ২॥
সর্ব্বভূতে সম, যে ভক্তের মতি,
তাঁহার দর্শনে মানি।
আপনাকে ধন্য, সে সঙ্গ পাইয়া,
চারিতার্থ হইল জানি॥ ৩॥
নিষ্কপট-মতি, বৈষ্ণবের প্রতি,
এই ধর্ম্ম কবে পা'ব।
কবে এ'সংসার — সিন্ধু পার হ'য়ে,
তব ব্রজপুরে যা'ব॥ ৪॥

৬। **নীরধর্ম্মগত** ৬ষ্ঠ শ্লোক

হরি হে!
নীরধর্ম্ম-গত, জাহ্নবী সলিলে,
পঙ্ক-ফেন দৃষ্ট হয়।
তথাপি কখন, ব্রহ্মদ্রব-ধর্ম্ম,
সে সলিল না ছাড়য়॥ ১॥
বৈষ্ণব-শরীর, অপ্রাকৃত সদা,
স্বভাব-বপুর ধর্ম্মে।
কভু নহে জড়, তথাপি যে নিন্দে,
পড়ে সে বিষমাধর্ম্মে॥ ২॥
সেই অপরাধে, যমের যাতনা,
পায় জীব অবিরত।
হে নন্দনন্দন! সেই অপরাধে,
যেন নাহি হই হত॥ ৩॥
তোমার বৈষ্ণব, বৈভব তোমার,
আমারে করুণ দয়া।
তবে মোর গতি, হ'বে তব প্রতি,
পা'ব তব পদছায়া॥ ৪॥

৭। **বৈষ্ণব-ঠাকুর** ৭ম শ্লোক

ওহে!
বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর,
এ দাসে করুণা করি'।
দিয়া পদছায়া, শোধ' হে আমায়,
তোমার চরণ ধরি॥ ১॥
ছয় বেগ দমি', ছয় দোষ শোধি',
ছয় গুণ দেহ, দাসে।
ছয় সৎসঙ্গ, দেহ' হে আমারে,
বসে'ছি সঙ্গের আশে॥ ২॥
একাকী আমার, নাহি পায় বল,
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি', শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া,
দেহ কৃষ্ণনাম-ধনে॥ ৩॥
কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙাল, 'কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণ' বলি',
ধাই তব পাছে পাছে॥ ৪॥

৮। **তোমারে ভুলিয়া** ৮ম শ্লোক

হরি হে!
তোমারে ভুলিয়া, অবিদ্যা-পীড়ায়,
পীড়িত রসনা মোর।
কৃষ্ণনাম-সুধা, ভাল নাহি লাগে,
বিষয় সুখেতে ভোর॥ ১॥
প্রতিদিন যদি, আদর করিয়া,

সে নাম কীর্ত্তন করি।
সিতোপল যেন, নাশি' রোগমূল,
ক্রমে স্বাদু হয় হরি॥ ২॥
দুর্দ্দৈব আমার, সে নামে আদর,
না হইল দয়াময় !
দশ অপরাধ, আমার দুর্দ্দৈব,
কেমনে হইবে ক্ষয়॥ ৩॥
অনুদিন যেন, তব নাম গাই,
ক্রমেতে কৃপায় তব।
অপরাধ যা'বে, নামে রুচি হ'বে,
আস্বাদিব নামাসব॥ ৪॥

৯। শ্রীরূপগোসাঞি ৯ম শ্লোক

হরি হে !
শ্রীরূপগোসাঞি, শ্রীগুরু রূপেতে,
শিক্ষা দিল মোর কানে।
জান মোর কথা, নামের কাঙাল,
রতি পা'বে নাম-গানে॥ ১॥
কৃষ্ণনাম-রূপ, গুণ-সুরচিত,
পরম যতনে করি'।
রসনা-মানসে, করহ নিয়োগ,
ক্রমবিধি অনুসরি'॥ ২॥
ব্রজে করি' বাস, রাগানুগ হঞা,
স্মরণ, কীর্ত্তন কর।
এ নিখিল কাল, করহ যাপন,
উপদেশ-সার ধর॥ ৩॥
হা ! রূপগোসাঞি ! দয়া করি' কবে,
দিবে দীনে ব্রজবাসা।
রাগাত্মিক তুমি, তব পদানুগ,
হইতে দাসের আশা॥ ৪॥

পরিশিষ্ট (ক) — ভক্তিবাধক ষড়্‌দোষ

১। অত্যাহার

শ্রীমদ্রূপগোস্বামী স্বীয়-কৃত 'শ্রীউপদেশামৃত' গ্রন্থে এই শ্লোকটি লিখিয়াছেন —

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্প নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্‌ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি॥

এই শ্লোকের গূঢ়ার্থ বিচার করা নিতান্ত প্রয়োজন। যিনি বিশুদ্ধ ভক্তি সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার এই শ্লোকের উপদেশ পালন করা বিশেষ আবশ্যক। যিনি এই উপদেশ পালনে যত্ন করিবেন না, তাঁহার পক্ষে হরিভক্তি নিতান্ত দুর্লভ। শুদ্ধভক্তি লাভের জন্য যাঁহাদের স্পৃহা বলবতী, তাঁহাদের উপকারের জন্য আমরা এই শ্লোকের তাৎপর্য্য পরিষ্কার করিয়া লিখিতেছি। এই শ্লোকে 'অত্যাহার', 'প্রয়াস', 'প্রজল্প', 'নিয়মাগ্রহ', 'জনসঙ্গ' ও 'লৌল্য' — এই ছয়টি ভক্তি-বাধক বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই ছয়টি বিষয় আমরা পৃথক্ পৃথক্ রূপে আলোচনা করিব। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কেবল 'অত্যাহার' শব্দটির অর্থ আলোচিত হইতেছে।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, 'অত্যাহার' শব্দে এস্থলে অধিক ভোজন-মাত্র উদ্দিষ্ট হইয়াছে ; বস্তুতঃ তাহা নয়। 'শ্রীউপদেশামৃত' গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে এইরূপ লিখিত হইয়াছে —

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥

যিনি ধৈর্য্যের সহিত বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হ'ন, সেই ধীর পুরুষ সমস্ত পৃথিবীকে শাসন করেন। এস্থলে জিহ্বার বেগই — ভোজ্যবস্তুর আস্বাদন-স্পৃহা এবং উদরের বেগই — অধিক-ভোজন-স্পৃহা। দ্বিতীয় শ্লোকে 'অত্যাহার' শব্দে 'অধিক ভোজন' বুঝিলে সংক্ষিপ্তসার-সংগ্রহ গ্রন্থে দ্বিরুক্তি-দোষ আসিয়া পড়ে। সুতরাং, পরম গম্ভীর শ্রীরূপগোস্বামীর 'অত্যাহার' শব্দে অন্য তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করাই পণ্ডিত পাঠকবর্গের কর্ত্তব্য।

ভোজনই আহার শব্দের মুখ্যার্থ বটে, কিন্তু ভোজন শব্দে পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়-ভোগকেও বুঝায়। চক্ষুর্দ্বারা রূপ, কর্ণের দ্বারা শব্দ, নাসিকার দ্বারা গন্ধ, জিহ্বার দ্বারা রস এবং ত্বকের দ্বারা মৃদুতা-কাঠিন্য, উষ্ণ-শীতাদি বিষয়-পঞ্চকের ভোগ বা ভোজন হয়। এরূপ প্রাকৃত বিষয় ভোগ দেহধারী জীবের পক্ষে অনিবার্য্য। বিষয়-ভোগ ব্যতীত জীবের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হয় না। বিষয় ভোগ ত্যাগ করিবা মাত্র জীবের দেহ ত্যাগ হয়। সুতরাং, বিষয় ত্যাগ — এই পরামর্শ কেবল কল্পনারূঢ় হইতে পারে, কখনই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। শ্রীভগবান্ শ্রীঅর্জুনকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন (শ্রীগীঃ ৩।৫-৬) —

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্মঃ সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥

কর্ম্ম ব্যতীত যখন দেহযাত্রা নির্ব্বাহিত হয় না, তখন জীবন-রক্ষক কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই কর্ম্ম যদি বহির্ম্মুখভাবে করা যায়, তবে মনুষ্যত্ব পরিত্যক্ত হয় এবং পশুত্বের উদয় হয়। অতএব, শারীর কর্ম্ম-সকলকে ভগবদ্ভক্তির অনুকূল করিয়া লইতে পারিলেই 'ভক্তিযোগ' হয়। ভগবান্ আবার বলিয়াছেন (শ্রীগীঃ ৬।১৬-১৭, ৫।৮-৯) —

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যতে তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্
গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নপি।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে ইতি ধারয়ন্॥
অতি ভোজন, অত্যল্প ভোজন, অতি-নিদ্রা, অল্প-নিদ্রা দ্বারা যোগ হয় না। কিন্তু, যুক্ত-ভোজী, যুক্ত-চেষ্ট, যুক্ত-নিদ্র, যুক্ত-জাগ্রত ব্যক্তির যোগসিদ্ধি হয়। তাহার প্রকার এই যে, আমার ইন্দ্রিয়সকল ইন্দ্রিয়ার্থে বিচরণ করিতেছে, কিন্তু, আমি শুদ্ধ-আত্মা, এই সকল কার্য্য করি না — এইরূপ বুদ্ধির সহিত বিষয়সকল গ্রহণ করিবে।

এই উপদেশ যদিও জ্ঞানপক্ষে অধিক কার্য্যপ্রবৃত্তি দেখায়, তথাপি ইহার তাৎপর্য্যও ভক্ত্যানুকূল হইতে পারে। শ্রীগীতার চরম শ্লোকে যে শরণাপত্তির উপদেশ আছে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থকে ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া কর্ম্মাঙ্গ ও জ্ঞানাঙ্গ ত্যাগ করতঃ আচরণ করিলে শুদ্ধভক্তি-যোগ সিদ্ধ হয়। অতএব, শ্রীরূপগোস্বামী 'শ্রীরসামৃতসিন্ধু'তে (১।২।১২৫-১২৬) বলিয়াছেন —

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

এই দুই শ্লোকের যে তাৎপর্য্য, তাহাই আবার 'শ্রীউপদেশামৃতে' 'অত্যাহার-ত্যাগ' শব্দের দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, বিষয়ভোগ বলিয়া বিষয় গ্রহণ করিলে অত্যাহার হইবে। কিন্তু, ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া যথা-প্রয়োজন ভক্তির অনুকূল রূপে বিষয় গ্রহণ করা হইলে, তাহা অত্যাহার নয়। ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া ইন্দ্রিয়ার্থ সরলতার সহিত স্বীকার করিলে ভক্তিপর্ব্বে যুক্তাহার হইবে, তাহাতে যুক্ত-বৈরাগ্য অনায়াসে সাধিত হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা এই যে, অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ কর এবং কৃষ্ণ নাম কর। ভাল ভাল ভক্ষ্য দ্রব্য ও আচ্ছাদনাদির জন্য যত্ন করিবে না। স্বল্পায়াস-লব্ধ পবিত্র ভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণ কর। ইহাই ভক্তদিগের জীবনযাত্রার বিধি। যাহা প্রয়োজন, তাহাই আহরণ কর। অধিক বা অল্প আহরণে শুভফল হইবে না। অধিক আহরণ বা সংগ্রহ করিলে সাধক রসের বশ হইয়া পরমার্থ হারাইবেন। উপযুক্ত-রূপে সংগ্রহ না করিলে ভজনোপায়-স্বরূপ শরীর-রক্ষা হইবে না।

প্রথম শ্লোকে জিহ্বা ও উদরের বেগ সহ্য করিতে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তাৎপর্য্য এই যে — প্রাকৃত মানব সহজেই উত্তম -রস সেবনের লালসায় এবং ক্ষুধায় কাতর হইয়া প্রাপ্ত ভোজ্যদ্রব্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া সেবনোৎসুখ হ'ন। তাহা একটি প্রাকৃত বেগ। যখন সেরূপ বেগ উঠিবে, তখন তাহা ভক্তি-অনুশীলনের দ্বারা দমন করিবেন। দ্বিতীয় শ্লোকে যে অত্যাহার ত্যাগের বিধান করিয়াছেন, তাহা ভক্তি-সাধকের একটি নিয়ম। পূর্ব্বটি নৈমিত্তিক, শেষটি নিত্য।

ইহাতে আর একটি কথা আছে। গৃহী ও গৃহত্যাগী ভেদে এই সমস্ত উপদেশের দুই প্রকার প্রবৃত্তি। কুটুম্ব ভরণের জন্য জন্য গৃহী সঞ্চয় করিতে পারেন এবং ধর্ম্মসঞ্চিত ও ধর্ম্মোপার্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া ভগবৎ-সেবা, ভাগবৎ-সেবা, কুটুম্ব-ভরণ, অতিথি-সেবা, ও নিজের জীবন-নির্ব্বাহ করিতে পারেন। গৃহী - সঞ্চয় ও উপার্জনের অধিকার লাভ করিয়াও প্রয়োজনের অধিক অর্থ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহার ভক্তিসাধনে ও কৃষ্ণকৃপা লাভে ব্যাঘাত হয়। সেরূপ অধিক সঞ্চয় 'অত্যাহার' এবং অধিক উপার্জ্জনও 'অত্যাহার' ; ইহাতে সন্দেহ নাই। গৃহত্যাগী সাধক সঞ্চয় মাত্রই করিবেন না। প্রতিদিন যে ভিক্ষা লাভ করিবেন, তাহাতে তুষ্ট না হইলে তাঁহার অত্যাহার-দোষ হয়। ভাল বস্তু পাইয়া আবশ্যক অপেক্ষা অধিক ভোজন করিলেও তাঁহার অত্যাহার-দোষ হয়। অতএব, গৃহী ও গৃহত্যাগী সাধক বৈষ্ণবগণ এইরূপ বিচার করিয়া অত্যাহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণ ভজন করিলে কৃষ্ণকৃপা লাভ করিবেন।

২। প্রয়াস

'প্রয়াস' পরিত্যাগ না করিলে ভক্তির উদয় হয় না। 'প্রয়াস' শব্দে আয়াস বা শ্রমকে বুঝায়। ভগবানে শুদ্ধাভক্তি ব্যতীত আর কোন বস্তুকেই 'পরমার্থ' বলা যায় না। ভগবচ্চরণে শরণাপত্তি ও আনুগত্য ব্যতীত আর কোন লক্ষণ দ্বারা

ভক্তির ব্যাখ্যা হয় না। শরণাপত্তি ও আনুগত্য জীবের স্বভাবসিদ্ধ নিত্যধর্ম্ম। অতএব, ভক্তিই জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা সহজ ধর্ম্ম। সহজ-ধর্ম্মে প্রয়াসের কোন প্রয়োজন নাই ; তথাপি জীবের বদ্ধদশায় ভক্তিবৃদ্ধির আলোচনায় কিয়ৎপরিমাণে প্রয়াসের কার্য্য আছে। সেই সামান্য প্রয়াস ব্যতীত আর যতপ্রকার প্রয়াস দেখা যায়, সে সকলই ভক্তির প্রতিকূল। প্রয়াস দুই প্রকার অর্থাৎ জ্ঞান প্রয়াস ও কর্ম্ম প্রয়াস। জ্ঞান প্রয়াসে কেবলাদ্বৈত-বোধরূপ ফলোদয় হয়। তাহা আবার সাযুজ্য বা ব্রহ্মণির্ব্বান শব্দদ্বারা ব্যাখাত হইয়া থাকে। জ্ঞান প্রয়াস পরমার্থের বিরোধী — ইহা বেদশাস্ত্রে, শ্রীমুণ্ডকোপনিষদে (৩।২।৩) এইরূপ বিরচিত হইয়াছে —

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ
আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম॥

আত্মা — আত্মতত্ত্ব বা পরমাত্মা। তাহা প্রবচন, মেধা ও বহু অধ্যয়ন প্রয়াসে পাওয়া যায় না। যিনি তাঁহাকে স্বীয় প্রভু বলিয়া বরণ করেন, আত্মা তাঁহার স্বীয় স্বরূপ তাঁহার নিকট প্রকাশ করেন ; সুতরাং ভক্তিই শ্রীভগবচ্চরণ-লাভের একমাত্র হেতু। শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে (১০।১৪।৩) ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন —

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়-বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে
প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রোলোক্যাম্॥

হে অজিত ! যাঁহারা জ্ঞান-মার্গে প্রয়াস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুসঙ্গে স্থিত হইয়া সাধুমুখ হইতে আপনার কথা শ্রুতিগত করতঃ কায়-মনো-বাক্যে ভক্তিমার্গ আশ্রয় করেন, তাঁহাদিগ-কর্ত্তৃক এই ত্রিলোকীর মধ্যে আপনি জিত হইয়া থাকেন।

জ্ঞান প্রয়াসকে স্পষ্টীকরণার্থ ব্রহ্মা বলিলেন (শ্রীভাঃ ১০।১৪।৪) —

শ্রেয়ঃ-সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূল-তুষাবঘাতিনাম্॥

হে বিভো ! ভক্তিই জীবের একমাত্র শ্রেয়ঃ-পথ ; তাহা ত্যাগ করতঃ যে সকল ব্যক্তি কেবলাদ্বৈত-বোধ লাভের জন্য চেষ্টা করে, তাহাদের ক্লেশ বই আর কিছু লাভ হয় না। তুষাবঘাতে যেরূপ তণ্ডুল পাওয়া যায় না, সেইরূপ কেবলাদ্বৈত-বাদীর প্রয়াসে কিছুমাত্র পরমার্থ ফল হয় না। কেবলাদ্বৈতবাদ সত্যমূলক নয় ; তাহা কেবল আসুর-বিধান মাত্র। তবে যে সম্বন্ধ-জ্ঞানের প্রশংসা শুনা যায়, সে জ্ঞান অতীব পবিত্র ও সহজ ; তাহাতে প্রয়াসের প্রয়োজন নাই। 'চতুঃশ্লোকী'তে যে জ্ঞানের উল্লেখ আছে, তাহা অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-জ্ঞান। সে জ্ঞান স্বভাবতঃ জীবহৃদয়ে নিহিত আছে। ভগবান্ — চিন্ময় সূর্য্যকল্প ; জীব তঁহারা কিরণ - পরমাণু-কল্প। জীব ভগদ্দানুগত্য ব্যতীত স্ব-স্বরূপে থাকিতে পারে না। সুতরাং ভগবদ্দাস্যই তাহার স্বধর্ম্ম। সেই স্বধর্ম্মানুশীলনই জীবের স্বভাব। তাহাই জীবের প্রয়াসশূন্য সহজ-ধর্ম্ম। যদিও বদ্ধদশায় সেই স্বধর্ম্ম সুপ্তপ্রায় এবং সাধনদ্বারা প্রবোধিত হয়, তথাপি জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়াসের ন্যায় ভক্তি-সাধনে প্রয়াস নাই। কিছু আদর করিয়া নামাশ্রয় করিলেই স্বল্পকালের মধ্যে অবিদ্যা-প্রতিবন্ধক দূর হয় এবং স্বধর্ম্ম-সুখ পুনরুদিত হয়। কিন্তু, জ্ঞানপ্রয়াসকে স্থান দিলে অধিক ক্লেশ ভোগ হয়। আবার সাধুসঙ্গে তাহা পরিত্যাক্ত হইলে ভক্তি-চেষ্টা হয়। শ্রীগীতায় (১২।২-৫) শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন —

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥

কেবল শরণাপত্তি-লক্ষণা পরা শ্রদ্ধার সহিত যাঁহারা আমার উপাসনা করেন, তাঁহারা যুক্ততম।

যাঁহারা অক্ষর, অনির্দ্দেশ, অব্যক্ত, সর্ব্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল ও স্থির ব্রহ্মকে সমস্ত ইন্দ্রিয়-সংযম পূর্ব্বক সর্ব্বত্র সমবুদ্ধির সহিত উপাসনা করেন, তাঁহারা জ্ঞানপ্রয়াসী। সুতরাং, যদি তাঁহাদের সর্ব্বভূতে দয়া থাকে, সেই গুণে অনেক ক্লেশের পর সাধু ভক্তের কৃপায় কৃষ্ণরূপ আমাকে পা'ন। সেরূপ ভজনে অনেক ক্লেশ ও বিলম্ব। জ্ঞান প্রয়াসের ত' এইরূপ গতি !

কর্ম্ম প্রয়াসেও কদাচ মঙ্গল হয় না। যথা শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে (২।৮) —

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

ধর্ম্ম — বর্ণাশ্রমগত কর্ম্মকাণ্ডীয় স্বধর্ম্ম। সেই স্বধর্ম্ম যদি কেহ উত্তমরূপে অনুষ্ঠান করিয়াও হরিকথায় রতিলাভ না করিলেন ; তবে তাঁহার স্বধর্ম্ম পালন কেবল প্রয়াস বা শ্রমমাত্র হইল। সুতরাং যেরূপ জ্ঞান-প্রয়াস ভক্তির বিরোধক, কর্ম্মপ্রয়াসও তদ্রূপ। সিদ্ধান্ত এই যে — কর্ম্ম ও জ্ঞানপ্রয়াস অতিশয় অহিতকর। কিন্তু, জীবনযাত্রা সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিবার অভিপ্রায়ে যে কোন ভক্ত বর্ণাশ্রম-লক্ষণ কর্ম্ম স্বীকার করেন, তাহা ভক্তির অনুকূল বলিয়া ভক্তিতে পরিগণিত হয়। সে সকল কর্ম্ম আর 'কর্ম্ম' বলিয়া উক্ত হয় না। ইহার মধ্যে স্বনিষ্ঠ ভক্তগণ কর্ম্ম ও কর্ম্মফলকে ভক্তির অনুগত করেন। পরিনিষ্ঠিত ভক্তগণ কেবল লোকসংগ্রহের জন্য ভক্তির অবিরোধে কর্ম্মাচরণ করেন। নিরপেক্ষ ভক্তগণ লোকাপেক্ষা ত্যাগ করিয়া ভক্ত্যানুকূল ক্রিয়া স্বীকার করেন।

জ্ঞানপ্রয়াস ও তদন্তর্গত সাযুজ্য-নির্ব্বান-মুক্তি প্রয়াস নিতান্ত বিরোধী। অষ্টাঙ্গ-যোগ প্রয়াসী যদি বিভূতি ও কৈবল্যকে লক্ষ্য করে, তবে তাহাও অত্যন্ত বিরোধী। ভক্তিসাধক বিধি এবং অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধ-জ্ঞান জীবের পক্ষে অত্যন্ত সহজ বলিয়া 'প্রয়াস শূন্য' আখ্যা লাভ করিয়াছে। এইরূপ কর্ম্ম ও জ্ঞান উপায় স্বরূপে আদৃত মাত্র। উপেয় স্বরূপে গৃহীত হইলেই তাহা দোষজনক হয় — ইহা 'নিয়মাগ্রহ'-বিচারে দেখা যাইবে। তীর্থযাত্রাদি পরিশ্রমও ভক্তিবিরোধী প্রয়াস। তবে যদি সাধুসঙ্গের ও কৃষ্ণভাবোদ্দীপক অনুশীলনের লালসায় কৃষ্ণলীলাস্থলে গমন করা যায়, তাহা ভক্তিই বটে — বৃথা প্রয়াস নয়। ভক্ত্যাঙ্গ ব্রত সমূহ বৃথা-প্রয়াস নয়, তৎসমস্ত ভক্ত-সাধিকা প্রক্রিয়ার মধ্যে আদৃত হইয়াছে। বৈষ্ণবসেবার যে প্রয়াস, তাহা প্রয়াস নয় ; কেন না, সযুথসঙ্গ লালসাই জনসঙ্গলিপসারূপ দোষের বিনাশক। অর্চ্চনাঙ্গের প্রয়াস হৃদয়ের উচ্ছ্বাসরূপ সহজ ধর্ম্ম। সংকীর্ত্তনাদি প্রয়াস কেবল হৃদয় উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক প্রভূর নামোচ্চারণ, সুতরাং তাহা নিতান্ত সহজবস্তু।

বৈরাগ্যে প্রয়াসের আবশ্যকতা নাই ; কেন না, ভক্তির উদয়ে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যত্র অতৃষ্ণা জীবের সহজেই হইয়া উঠে। শ্রীভাগবতে (৩।৩২।২৩) বলিয়াছেন —

বাসুদেব ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম॥

ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ প্রযোজিত হইলে তাহা আশু বৈরাগ্য অর্থাৎ প্রয়াসশূন্য বৈরাগ্য এবং অহৈতুক জ্ঞান অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্দাস্য-বুদ্ধ্যাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন করে। সুতরাং, জ্ঞান-প্রয়াস এবং কর্ম্ম বা বৈরাগ্য-প্রয়াস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তি সাধনে প্রবৃত্ত হইলে আর ভক্তির প্রতিবন্ধক জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ বা বৈরাগ্য আসিয়া জীবকে অধঃপাতিত করিতে পারে না। অতএব, শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।২।৪২) — ''ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ'' — এইবাক্যে স্থির করিয়াছেন যে, যিনি শুদ্ধভক্তিকার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ন, তাঁহার হৃদয়ে এক-কালেই ভক্তি ও সম্বন্ধজ্ঞান এবং অন্যত্র বিরক্তির উদয় হয়। ভক্ত যখন দীন-ভাবে সরলতার সহিত কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন ও স্মরণ করেন, তখন সহজেই — 'আমি চিৎকণ কৃষ্ণ দাস, কৃষ্ণ আমার নিত্যপ্রভু এবং কৃষ্ণচরণে শরণাগতিই আমার নিত্যস্বভাব ; এ জগৎ আমার পান্থনিবাস মাত্র, ইহার কোন বস্তুতে আসক্তি করা আমার পক্ষে নিত্য সুখ-করা নয়', — এইরূপ স্বভাবিক বুদ্ধির উদয় হয়। ইহাতেই সাধকের সমস্ত সিদ্ধি অল্পকালে হইয়া থাকে। জ্ঞান-প্রয়াস, কর্ম্ম-প্রয়াস, যোগ-প্রয়াস, মুক্তি-

প্রয়াস, ভোগ-প্রয়াস, সংসার-প্রয়াস, বহির্ম্মুখ জনসঙ্গ-প্রয়াস — এ সমস্তই সাধকের বিরোধী তত্ত্ব। এইসকল প্রয়াস দ্বারা ভজন নষ্ট হয়। আবার, প্রতিষ্ঠালাভের প্রয়াস সমস্ত প্রয়াস অপেক্ষা হেয়। হেয় হইলেও তাহা অনেকের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। তাহাও সরল-ভক্তির দ্বারা দূর করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অতএব, শ্রীসনাতন গোস্বামী বলিয়াছেন (শ্রীহঃ ভঃ বিঃ, ২০ বিঃ, উপসংহার শ্লোক) —

সর্ব্বত্যাগেহপ্যহেয়ায়াঃ সর্ব্বানর্থভুবশ্চ তে।
কুর্য্যুঃ প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠায়া যত্নমস্পর্শনে বরম্॥

এই উপদেটি অত্যন্ত গম্ভীর। ভক্তগণ বিশেষ যত্ন-সহকারে এই একান্তি-ধর্ম্ম পালন করিবেন।

ভক্তির অনুকূল সহজ-ব্যাপারের ক্রিয়া দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক ভক্তিসাধক সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত হরিনাম স্মরণ ও কীর্ত্তন করিবেন। এই প্রয়াসশূন্য ভজন পদ্ধতির আবার গৃহী ও গৃহত্যাগী ভেদে - দুই প্রকার প্রবৃত্তি। গৃহী বর্ণাশ্রমকে ভক্তির অনুকূল করিয়া জীবন-যাত্রা অঙ্গীকার করতঃ প্রয়াসশূন্য হইয়া ভক্তি সাধন করিবেন। যাহাতে কুটুম্বভরণাদি অনায়াসে নির্ব্বাহ হয়, সেরূপ সঞ্চয় ও উপার্জন করিবেন। হরিভজনই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য — ইহা তিনি সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া চলিলে কখনই প্রমাদে পড়িবেন না। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, জাগরণে নিদ্রায় — সর্ব্বত্র তাঁহার হরিভজন অচিরেই সিদ্ধ হইবে। আর, গৃহত্যাগী সঞ্চয়মাত্রই করিবেন না। প্রতিদিন ভিক্ষাদ্বারা শরীর যাত্রার নির্ব্বাহ করতঃ ভক্তিসাধন করিবেন। কোন উদ্যমে থাকিবেন না। উদ্যমে প্রবেশ করিতে গেলেই তাঁহার পক্ষে দোষ। দৈন্য ও সরলতার সহিত তিনি যত ভজন করিবেন, তত কৃষ্ণকৃপায় তিনি কৃষ্ণতত্ত্ব জানিবেন। যথা, শ্রীভাগবতে শ্রীব্রহ্মা-বাক্য (১০।১৪।৮) —

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো ভুঞ্জান
এবাত্মকৃতম্ বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো
মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥

হে কৃষ্ণ ! তুমি মুক্তিপদ, তোমাতে কেহ দায়-ভাক্ হইতে পারে না। কেবল তিনিই হইতে পারেন, যিনি আত্মকৃত বিপাক ভোগ করিতে করিতে 'তোমার কৃপা অবশ্য হইবে' — এই আশা করতঃ কায়-মনো-বাক্যে তোমাতে ভক্তিযোগ করেন। জ্ঞানাদি প্রয়াস দ্বারা কিছুই হয় না ; তবে তোমার কৃপাতেই তোমাকে জানা যায়। অতএব (শ্রীভাঃ ১০।১৪।২৯) —

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন
চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥

দৈন্যভাবে নামাশ্রয় করিলে সমস্ত জ্ঞাতব্য ভগবতত্ত্ব সরল ভক্তের হৃদয়ে ভগবৎ-কৃপায় বিনা প্রয়াসে উদিত হয়। চিরকাল স্বতন্ত্র জ্ঞান-প্রয়াসেও তাহা পাওয়া যায় না।

৩। প্রজল্প

পরস্পর কথোপকথনের নাম জল্পনা বা 'প্রজল্প'। জগতে সম্প্রতি বহির্ম্মুখতা এত প্রবল যে, অন্যের সহিত জল্পনা করিতে গেলেই প্রায় বহির্ম্মুখ-জল্পনা হইয়া পড়ে। সুতরাং, ভক্তিসাধনের পক্ষে জল্পনা শ্রেয়স্কর নয়। ভক্তি-অনুশীলনে অনেক প্রকার জল্পনা হইতে পারে। সে সমুদয় ভক্তদিগের পক্ষে মঙ্গলজনক। শ্রীরূপপ্রভু স্বয়ং 'কার্পণ্য পঞ্জিকা' স্তোত্রে (শ্লোক ১৬) লিখিয়াছেন —

তথাপ্যস্মিন্ কদাচিদ্ধামধীশৌ নাম-জল্পিনি।
অবদ্যবৃন্দনিস্তারি-নামাভাসৌ প্রসীদতম্॥

এই তাৎপর্য্যে বৈষ্ণবগণ এই পদ্যটি পাঠ করিয়া থাকেন —

তথাপি এ দীন-জনে, যদি নাম-উচ্চারণে,
নামাভাস করিল জীবন।
সর্ব্বদোষ-নিবারণ, দুহুঁ নাম-সংজল্পন,
প্রসাদে প্রসীদ দুই জনে॥

কীর্ত্তন, স্তুতি, শাস্ত্রোচ্চারণ — এ সমস্তই জল্পনা, কিন্তু সেই সমস্ত যখন আনুকূল্য-ভাবের সহিত অন্য-অভিলাষ-শূন্য হয়, তখন সে সকলই কৃষ্ণানুশীলন হইয়া পড়ে। অতএব, সিদ্ধান্ত এই যে — কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল সমস্ত প্রজল্পই ভক্তিবিরোধী। সাধক বিশেষ সতর্কতার সহিত

প্রজল্প পরিত্যাগ করিবেন। মহাজনের কার্য্যে দোষ নাই। মহাজনগণ যে সমস্ত (ভক্ত্যানুকূল) প্রজল্প আদরপূর্ব্বক করিয়াছেন, তাহাই কেবল আমাদের কর্ত্তব্য। কোন কোন অতিভক্ত পুরুষ সর্ব্ব-প্রকার প্রজল্প পরিত্যাগ করিবার উপদেশ করেন। কিন্তু, আমরা শ্রীরূপানুগ ; শ্রীরূপের অনুগত হইয়া তদাদিষ্ট সাধুজনের পথানুগমনে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত থাকিব। যথা (শ্রীভঃ রঃ সিঃ ধৃত স্কান্দবচন) —

স মৃগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পন্থাঃ সন্তাপবর্জ্জিতঃ।
অনবাপ্তশ্রমং পূর্ব্বে যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে॥

যে পথে পূর্ব্ব সাধুগণ অনায়াসে বিচরণ করিয়া গিয়াছেন, সেই সন্তাপ-বর্জ্জিত সমস্ত শ্রেয়ঃসাধক পন্থা সর্ব্বদা আমাদের অন্বেষণীয়।

শ্রীব্যাস, শ্রীশুক, শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এবং তাঁহার পার্ষদগণ যে পথ দেখাইয়াছেন — তাহাই আমাদের মহাজনের পন্থা। সে পন্থা পরিত্যাগ করিয়া আমরা নবীন অতিভক্তদিগের উপদেশ শুনিতে বাধ্য ন'ই। সমস্ত মহাজন হরিভক্তি-সাধক প্রজল্পকে আদর করিয়াছেন, তাহা আমরা স্থলবিশেষ বিচার করিব।

বহির্ম্মুখ প্রজল্পই ভক্তি-বাধক।তাহা বহুবিধ। বৃথা-গল্প, বিতর্ক, পরচর্চ্চা, বাদানুবাদ, পরদোষানুসন্ধান, মিথ্যা, জল্পনা, সাধু-নিন্দা, গ্রাম্যকথা প্রভৃতি সকলই প্রজল্প।

বৃথা গল্প অতীব অহিতকর। ভক্তি-সাধকগণ বৃথা কাল নষ্ট না করিয়া সর্ব্বদা ভক্ত-সঙ্গে হরিকথা আলোচনা ও নির্জ্জনে শ্রীহরিনামাদি স্মরণ করিবেন। শ্রীগীতা বলিয়াছেন (১০।৮-৯) —

অহং সর্ব্বস্য প্রভাবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

অন্যত্র (শ্রীগীঃ ৯।১৪) —

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥

এইরূপ ভাবে ভক্তিসাধকগণ অনন্য-ভক্তির অনুশীলন করিবেন। যদি বহির্ম্মুখ লোকের সহিত বৃথা-গল্পে দিন বা রাত্রি যাপন করেন, তবে 'সর্ব্বদা আমার নাম কীর্ত্তন করিবে' — এই উপদেশ পালন করা হয় না। সংবাদপত্রে অনেক বৃথা-গল্প থাকে। ভক্তিসাধকগণের পক্ষে সংবাদপত্র পাঠ করা বড়ই অনিষ্টকর কার্য্য। তবে, কোন বিশুদ্ধ ভক্তের কথা তাহাতে বর্ণিত থাকিলে তাহা পাঠ্য হয়। গ্রাম্য লোকেরা আহারাদি করিয়া প্রায়ই ধূম্রপান করিতে করিতে অন্য বহির্ম্মুখ লোকের সহিত বৃথা গল্পে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের পক্ষে রূপানুগ হওয়া বড়ই কঠিন। উপন্যাস পাঠ করাও তদ্রূপ। তবে, যদি শ্রীমদ্ভাগবতের পুরঞ্জনোপাখ্যানের ন্যায় উপন্যাস পাওয়া যায়, তাহা পাঠ করিলে ভক্তির বাধা হয় না, বরং তাহাতে লাভ আছে।

বিতর্ক একটি ভক্তিবাধক প্রজল্প। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক তার্কিকগণ যে সমস্ত তর্ক করেন, সে সকলই বহির্ম্মুখ বিবাদ মাত্র। চিত্তের বলক্ষয় ও চাঞ্চল্যবৃদ্ধি ব্যতীত তাহাতে আর কোন ফল হয় না। বেদ ('কঠ' ১।২।৯) বলিয়াছেন যে — 'নৈষা তর্কেণ মতিরপনেয়া'। জীবের সুমতি সহজবুদ্ধিতে নিত্য আছে। সেই মতি ভগবৎপাদপদ্মে স্বভাবতঃ চালিত হয়, কিন্তু দিক, দেশ, ভ্রম-প্রমাদ লইয়া বিতর্ক করিতে করিতে হৃদয় কর্কশ হইয়া উঠে। তখন আর সেই স্বভাবিক শুদ্ধমতি থাকে না। বেদে যে দশমূল উপদিষ্ট আছে, তাহা স্বীকার করতঃ তদনুগত তর্ক করিলে মতি দুষ্ট হয় না। কি ভাল, কি মন্দ — এরূপ বিতর্ক বেদানুগত হইলে তাহা আর প্রজল্প হয় না। এই জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন — 'অতএব ভাগবত করহ বিচার' (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২৬।১৪৬)। সম্বন্ধজ্ঞান নিরূপণের জন্য যে বিচার করা যায়, তাহা প্রজল্প নয়। বৃথা তর্ক করিয়া যাঁহারা সভা জয় করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিজের কোন সিদ্ধান্ত লাভ হয় না ; সুতরাং তার্কিকের সঙ্গত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম স্বয়ং এই কথাটি স্বীকার করিয়াছেন (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১২। ১৮৩) —

তার্কিক শৃগাল-সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি 'কৃষ্ণ হরি'॥

যাঁহারা পরমার্থ বিচারে প্রবৃত্ত, তাঁহারা যেন বারাণসীর সন্ন্যাসী ঠাকুরের এই কথাটি স্মরণ করেন। (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২৫।৪২) —

পরমার্থ-বিচার গেল, করি মাত্র 'বাদ'।
কাহাঁ মুঞি পা'ব, কাহাঁ কৃষ্ণের প্রসাদ॥

বৃথা-তর্কসমূহ হয় ঈর্ষা নয় দম্ভ ; হয় দ্বেষ, নয় বিষয়ানুরাগ ; হয় মূঢ়তা, নয় আত্মপ্রতিষ্ঠা হইতেই হইয়া থাকে। কলহপ্রিয় ব্যক্তিগণও বৃথা-তর্কে মত্ত হইয়া পড়েন। ভক্তসাধক ব্যক্তিগণ যখন ভগবতত্ত্ব বা ভাগবত চরিত্র আলোচনা করেন, তখন বৃথা-তর্ক হইয়া না পড়ে — এ বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকিবেন।

অকারণ পরচর্চ্চা অতীব ভক্তিবিরোধী। অনেকেই আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্য পরচর্চ্চা করিয়া থাকেন। কোন কোন লোক স্বভাবতঃ অন্যের প্রতি বিদ্বেষপূর্ব্বক তাহার চরিত্র লইয়া চর্চ্চা করেন। এই সকল বিষয়ে যাঁহারা ব্যস্ত হয়, তাহাদের চিত্ত কৃষ্ণপাদপদ্মে কখনই স্থির হইতে পারে না। পরচর্চ্চা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা ভক্তি-সাধকের কর্ত্তব্য। কিন্তু ভক্তি-সাধনের অনেক অনুকূল কথা আছে ; তাহা পরচর্চ্চা হইলেও দোষের হয় না। সম্পূর্ণভাবে পরচর্চ্চা পরিত্যাগ করিতে হইলে বনবাসই প্রয়োজন। ভক্তি-সাধকগণ গৃহী ও গৃহত্যাগী-ভেদে দ্বিবিধ। গৃহত্যাগী ব্যক্তির কোনমাত্র বিষয়োদ্যম না থাকায় তিনি পরচর্চ্চা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু গৃহী ব্যক্তি, উপার্জ্জন, সঞ্চয়, সংরক্ষণ ও কুটুম্বভরণ সম্বন্ধে পরচর্চ্চা একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন না। তাঁহার পক্ষে কৃষ্ণ-সংসার-স্থিতিই একমাত্র সদুপায়। বিষয় কার্য্য সমস্ত কৃষ্ণসম্বন্ধি হইলে, তাঁহার অনিবার্য্য পরচর্চ্চাও নিষ্পাপ এবং কৃষ্ণ সম্বন্ধে ভক্তিসাধক হয়। পরের যাহাতে ক্ষতি হয়, এরূপ পরচর্চ্চা তিনি করিবেন না। তাঁহার কৃষ্ণ-সংসারে যেটুকু পরচর্চ্চা আবশ্যক হয়, তাহাই তিনি করিবেন। অকারণ পরচর্চ্চা করিবেন না। আবার, গুরু যখন শিষ্যকে বিষয়-প্রবোধনের জন্য উপদেশ করেন, তখন কাজে কাজেই একটু পরচর্চ্চা না করিলে উপদেশ স্ফুট হয় না। পূর্ব্ব মহাজনগণ যখন সেরূপ পরচর্চ্চা করিয়াছেন, তখন তাহাতে গুণ বই দোষ নাই। যথা শ্রীশুকদেববচন (শ্রীভাঃ ২।১।৩-৪) —

নিদ্রয়া হ্রিয়ন্তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা॥
দেহাপত্য কলত্রাদিষ্বাত্মসৈন্যেষ্বসৎস্বপি।
তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি॥

হে রাজন্ ! বিষয়ী লোক নিদ্রাসক্ত হইয়া রাত্রিক্ষেপ করে অথবা স্ত্রী-সঙ্গে রাত্রি যাপন করে। দিবসে তাহারা অর্থচেষ্টায় বা কুটুম্ব-ভরণে কাল নষ্ট করে। দেহ, অপত্য, কলত্র — ইহাদের সকলকেই নিজ জন জানিয়া প্রমত্তভাবে তাহাদের নাশ দৃষ্টি করিয়াও তাহাদিগকে অনিত্য জ্ঞান করে না। শ্রীশুকদেব শিষ্যোপদেশ জন্য এইরূপ বিষয়ীদিগের চর্চ্চা করিয়াও প্রজল্পী হ'ন নাই। সুতরাং, এরূপ কার্য্য হিতকর বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আবার শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশের জন্য স্বীয় শিষ্যদিগকে অসদ-বৈরাগী বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ২।১১৭, ১২০, ১২৪) —

প্রভু কহে — বৈরাগী করে 'প্রকৃতি'-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥
ক্ষুদ্র জীব-সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥
প্রভু কহে — "মোর বশ নহে মোর মন।
'প্রকৃতি'-সম্ভাষি বৈরাগী না করে স্পর্শন॥"

উপদেশস্থলে এবং বিষয়-সিদ্ধান্ত সময়ে এইরূপ বাক্য না বলিলে জগতের ও নিজের মঙ্গল হয় না। সুতরাং, মহাত্মা গুরুবর্গ যখন এইরূপ আচরণ করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, তখন এইরূপ উপদেশের বিরুদ্ধ আচরণে আমাদের কিরূপে মঙ্গল হইবে? কোন সম্প্রদায়ে বা সাধারণ্যে প্রচলিত আসদ্ব্যবহার, এইরূপ অবস্থায় আলোচনা করাকে ভক্তিবিরোধী প্রজল্প বলা যায় না। কোন কোন সময় ব্যক্তি বিশেষের কথা হইয়া পড়িলেও দোষ হয় না। ভাগবত-প্রধান মৈত্রেয় বেণ-রাজার সম্বন্ধে এইরূপ বলিলেন —

ইত্থং বিপর্য্যয়মতিঃ পাপীয়ানুৎপথং গতঃ।
অনুনীয়মানস্তদযাচ্ঞাং ন চক্রে ভ্রষ্টমঙ্গলঃ॥
(শ্রীভাঃ ৪।১৪।২৯)

বিপর্য্যয়মতি উৎপথগত মহাপাপী বেণরাজা অনেক অনুনয়েও তাঁহাদের যাচ্ঞা পরিপূর্ণ করিল না, যেহেতু, সে ভ্রষ্টমঙ্গল হইয়াছিল। শ্রীমৈত্রেয় ঋষির এইরূপ পরচর্চ্চার আবশ্যক হইয়াছিল ; অতএব, উপদেশ-বাক্যের সহিত শ্রোতৃবর্গকে তদ্রূপ কহিয়াছিলেন। ইহাতে প্রজল্প হয় না। ভক্তিসাধকদিগের ভক্তমণ্ডলীতে প্রাচীন ইতিহাস সহজে আলোচিত হয়। তাহাতে অসাধুদিগের চরিত্র-আলোচনা স্থানে স্থানে দেখা যাইতেছে। তাহা সর্ব্বদাই মঙ্গল-জনক ও ভক্তির অনুকূল। ঈর্ষা, দ্বেষ, দম্ভ অথবা প্রতিষ্ঠাশাদি ভক্তি-বাধক প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে সকল লোক পরের কথা আলোচনা করে, তাহারা ভক্তিদেবীর নিকট অপরাধী।

বাদানুবাদ কেবল জিগীষা হইতে উৎপন্ন হয়। তাহা নিতান্ত হেয়। পর-দোষানুসন্ধান কেবল স্বীয় কুপ্রবৃত্তি-পরিচালনেই হইয়া থাকে। তাহা সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য। মিথ্যা জল্পনা কেবল বৃথা গল্পের রূপান্তর। গ্রাম্য কথা গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য, গৃহী বৈষ্ণবের পক্ষে ভক্তানুকূল রূপে কিয়ৎ-পরিমাণে স্বীকার্য্য। পুরাবৃত্ত, পশু-বিবরণ, জ্যোতিষ ও ভুগোল ইত্যাদি বহির্ম্মুখ হইলে দূরে পরিহার্য্য। শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন —

মৃষা গিরস্তা হ্যসতীরসৎকথা
ন কথ্যতে যদ্ভগবানধোক্ষজঃ।
তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং
তদেব পুণ্যং ভগবদ্‌গুণোদয়ম্॥
তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমঃশ্লোক-যশোঽনুগীয়তে॥
(শ্রীভাঃ ১২।১২।৪৯-৫০)

হে রাজন্ ! যাহাতে অধোক্ষজ ভগবানের কথার উদয় না হয়, সেই সেই কথা মিথ্যা ও অসতী। যাহাতে ভগবদ্‌গুণোদয় হয়, সেই কথাই সত্য, তাহাই মঙ্গলস্বরূপ এবং তাহাই পবিত্র। যে কথায় উত্তম শ্লোকে ভগবানের যশ অনুগীত হয়, তাহাই রম্য, সুন্দর ও চিত্তের মহোৎসব। তাহাই মানবগণের শোকার্ণব-শোষণ স্বরূপ।

সাধুনিন্দারূপ জল্পনা অত্যন্ত অমঙ্গল-জনক। যদি কেহ হরিভক্তি পাইতে আশা করেন, তিনি যেন এইরূপ একটি প্রতিজ্ঞা করেন যে — 'আমি এ জীবনে কখনই সাধুদিগের নিন্দা করিব না।' ভগবদ্ভক্তগণই সাধু। তাঁহাদের নিন্দা করিলে সমস্ত শ্রেয়ঃ বিনষ্ট হয়। পরম পাবন শ্রীমহাদেবের নিন্দা করিয়া তাপসশ্রেষ্ঠ দক্ষ-প্রজাপতির বিষম অমঙ্গল ঘটিয়াছিল। যথা দশমে (শ্রীভাঃ ১০।৪।৪৬) —

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকমাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রম॥

মহদতিক্রম অর্থাৎ সাধুদিগের প্রতি অমর্য্যাদ্-বাক্য বলিলে মানবের আয়ু, শ্রী যশ, ধর্ম্ম, পরকাল-গতি, শুভ অর্থাৎ সমস্ত শ্রেয়ই বিনষ্ট হয়।

এই প্রবন্ধের নির্যাস এই যে — ভক্তির অনুকূল নহে, এইরূপ সমস্ত প্রজল্পই ভক্তসাধক বৈষ্ণবগণ বহু যত্নে পরিত্যাগ করিবেন। এই উপদেশগুলির মধ্যে প্রথম শ্লোকে যে 'বাচো বেগং' অর্থাৎ বাক্যের বেগ সহিবার উপদেশ আছে, তাহা কেবল নৈমিত্তিক বেগ মাত্র। প্রজল্প পরিত্যাগ দ্বারা বাক্য নিত্যরূপে নিয়মিত হয়। নিষ্পাপ জীবন নির্ব্বাহে যতটুকু প্রয়োজন হয়, তদ্ব্যতীত কোন প্রকার বাক্য ব্যয় করাই ভাল নয়। আপনার এবং অন্য জীবের যাহাতে মঙ্গল হয়, সেই সমস্ত কথা আলোচনা করাই প্রয়োজন। পরের বিষয় লইয়া চর্চ্চা করিতে গেলে নিরর্থক জল্পনা হইবে। অতএব, শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে এই প্রকার উপদেশ করিয়াছিলেন (শ্রীভাঃ ১০।২৮।২) —

পর স্বভাব কর্ম্মণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি।
স আশু ভ্রশ্যতে স্বার্থাদসত্যাভিনিবেশতঃ॥

যিনি পরের স্বভাব ও কর্ম্ম সকল প্রশংসা করেন বা নিন্দা করেন, তিনি অসদ্‌বিষয়ে অভিনিবেশ-বশতঃ স্বার্থ হইতে শীঘ্রই ভ্রষ্ট হ'ন।

৪। নিয়মাগ্রহ

নিয়ম দুই প্রকার অর্থাৎ বিধি-লক্ষণ ও নিষেধ লক্ষণ। যাহা যাহা করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সকলই বিধি-লক্ষণ নিয়ম। যাহা যাহা নিষিদ্ধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সকলই নিষেধ-লক্ষণ নিয়ম। উভয় লক্ষণ নিয়মই জীবের মঙ্গল-জনক।

বদ্ধজীব অত্যন্ত হেয় অবস্থা হইতে অত্যন্ত উপাদেয় অবস্থা প্রাপ্তির যোগ্য। তদুভয় অবস্থার মধ্যে অনেক অবস্থা আছে। প্রত্যেক অবস্থাই এক একটি ক্রমসোপান। প্রত্যেক ক্রমসোপানই জীবের এক একটি বিশ্রাম স্থল। প্রত্যেক ক্রমসোপানেই পৃথক্ পৃথক্ বিধিনিষেধ-রূপ কতকগুলি নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে ; জীব যখন যে সোপানে পদ রাখিয়া বিশ্রাম করিতে থাকেন, তখন সেই সোপানের নির্দ্দিষ্ট বিধি-নিষেধ পালনে তিনি বাধ্য। সেই নির্দ্দিষ্ট বিধি-নিষেধ পালন করিতে করিতে তাঁহার অব্যবহিত পর সোপান-প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ হয়। ঐ যোগ্যতা লাভ না করিতে পারিলে তিনি পদচ্যুত হইয়া নিম্নস্থ সোপানে নামিয়া পড়েন। ইহার নাম দুর্গতি। উচ্চ সোপান প্রাপ্তির নাম সদ্‌গতি।

স্বীয় সংপ্রাপ্ত সোপান সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি যথাযোগ্য পালনের নাম 'স্বধর্ম্ম' বা স্বাধিকার-নিষ্টাই 'গুণ' এবং স্বাধিকার-নিষ্ঠা ত্যাগের নাম 'দোষ'। গুণ-দোষ বলিয়া আর কিছু নাই। অতএব শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে এই উপদেশ বলিয়াছেন (শ্রীভাঃ ১১।২।১২,৯) —

> স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
> বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ॥
> দেশকালাদিভাবানাং বস্তুনাং মম সত্তম্।
> গুণদোষৌ বিধীয়তে নিয়মার্থং হি কর্ম্মণাম্॥

স্বাধিকার-নিষ্ঠাই 'গুণ' এবং এবং তদ্বিপর্য্যয়ই 'দোষ' - ইহাই সত্য সিদ্ধান্ত। দেশ, কাল ও বস্তুসকলে জীবের কর্ত্তব্য-নিয়মের জন্য গুণ ও দোষের বিধান হইয়াছে।

এই বিধি-নিষেধাত্মক নিয়ম আবার বিচার করিতে গেলে নিত্য ও নৈমিত্তিক-ভেদে দ্বিবিধ হয়। জীব বিশুদ্ধ চিদ্বস্তু। তাঁহার নিত্য-স্বভাবে অবস্থিতি কালে যে বিধি-নিষেধাত্মক নিয়ম আছে, তাহা নিত্য নিয়ম। তিনি সংসার-প্রাপ্ত হইয়া মায়াদত্ত উপাধিদ্বারা স্বীয় সিদ্ধ-অবস্থা হইতে যে পৃথক্ অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাহা ঔপাধিক। সেই ঔপাধিক অবস্থাই বহুবিধ ; নিত্য অবস্থা অদ্বয় ও এক।

নিত্য অবস্থায় জীবের প্রেমই — বিধি, এবং মৎসরতাই — নিষেধ। সেই বিধি-নিষেধাত্মক নিয়ম জীবের নিত্য স্বভাবের অনুগত। মৎসরতা-শূন্য প্রেমময় জীব নিত্য-রসের আশ্রয়। রস পঞ্চবিধ হইলেও এক অখণ্ড চিন্ময় তত্ত্ব। সেই অবস্থার নিয়ম আমাদের এস্থলে বিচার্য্য নয়। কেবল এইমাত্র জানা আবশ্যক যে, সেই অবস্থায় জীবের নিত্যস্থিতি।

নৈমিত্তিক অবস্থায় নিয়ম সকল বহুবিধ হইলেও স্থূল লক্ষণ বিচার-পূর্ব্বক সমস্ত সোপানগুলিকে তিনটি সীমাবদ্ধ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বেদ, গীতা, স্মৃতি-সকলের মতেই কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি — এই তিনটি স্থূল বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক বিভাগে কতকগুলি বিধি ও কতকগুলি নিষেধ নির্দ্দিষ্ট আছে। কর্ম্ম-বিভাগে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম এবং তদনুগত দশবিধ সংস্কার ও আহ্নিক কর্ম্মগুলি — বিধি। পাতক, উপপাতকাদি — নিষেধ। দ্বিতীয় বিভাগে অর্থাৎ জ্ঞান-বিভাগে সন্ন্যাস, ত্যাগ, বৈরাগ্য, চিদচিদ্ আলোচনা — বিধি। কাম্যকর্ম্ম, নিষিদ্ধ কর্ম্ম ও বিষয়াসক্তি — নিষেধ। ভক্তি-বিভাগে ঔদাসীন্য ও ভক্তির অনুকূলতা সহিত কর্ম্ম ও জ্ঞানবিভাগের বিধি-নিষেধ পালন এবং তদ্দারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহপূর্ব্বক ভগবদনুশীলনই — বিধি। ভগবদ্বহির্ম্মুখ, সমস্ত কর্ম্ম, জ্ঞান, ত্যাগ, বিষয়াসক্তি, অন্যান্য ভক্তি প্রতিকূল সিদ্ধান্ত ও ক্রিয়া — পরিত্যাগই - এ পর্ব্বের নিষেধ।

বদ্ধজীব অবৈধ জীবন অর্থাৎ অন্ত্যজ-চরিত্র ছাড়িয়া যে সময়ে উন্নত হ'ন তখন তিনি প্রথমে কর্ম্মকাণ্ড-রূপ সোপানে অধিষ্ঠিত হ'ন। সেই সোপানস্থ জীব জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চ সোপানকে লক্ষ্য করিয়া নিরন্তর বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে থাকিবেন —

ইহাই তাঁহার পক্ষে নিয়ম। যে পর্য্যন্ত চিদচিদ্ আলোচনা ও অহঙ্কার তত্ত্বের বিবেকক্রমে জড়ময় কর্ম্মে তাঁহার নির্ব্বেদ না হয়, সে পর্য্যন্ত তিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মনিষ্ঠা ত্যাগ করিলে প্রত্যব্যয়ী হইয়া পড়েন। আবার যখন তদ্রূপ নির্ব্বেদ উৎপন্ন হয়, তখন উচ্চাধিকার আসিয়া তাঁহার কর্ম্মনিষ্ঠাকে দূর করে। সে সময়ে কর্ম্মাধিকারগত নিয়মসকলে আগ্রহ করিলে, তাঁহার আর উন্নতি-সাধন হয় না।

সেইরূপ জ্ঞান-বিভাগীয় সোপানারূঢ় পুরুষের পক্ষে জ্ঞান-নিষ্ঠাই নিয়ম। যে পর্য্যন্ত ভক্তি-সোপানে রুচি না হয়, সে পর্য্যন্ত তিনি জ্ঞান-নিয়মে অবস্থিত থাকিবেন। ভক্তিতে অধিকার জন্মিলেই জ্ঞান-নিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হইবে ; নতুবা, তিনি নিয়মাগ্রহ দোষে দূষিত হইয়া উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন না। যথা (শ্রীভাঃ ১১।২০।৯) —

তাবৎ কর্ম্মাণি কূর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যতে যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

যে কাল পর্য্যন্ত বিবেকজাত নির্ব্বেদ না হয়, সে পর্য্যন্ত কর্ম্মসকল করিবে। সেই নির্ব্বেদ ততদিন কার্য্যকর হইবে — যতদিন কৃষ্ণকথায় শ্রদ্ধার উদয় না হয়। শ্রদ্ধাই ভক্তির অধিকার-তত্ত্ব। যথা (শ্রীভাঃ ১১।২০।৩১) —

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানাং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥

আমার ভক্তিযুক্ত যোগীদিগের পক্ষে জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রায় শ্রেয়ো-জনক হয় না। অর্থাৎ যখন জ্ঞান ও বৈরাগ্য-নিষ্ঠা হৃদয় হইতে দূর হয়, তখনই ভক্তিক্রিয়া ভালরূপে হইতে থাকে।

কৃষ্ণপ্রেমের মন্দির শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনের উচ্চ চূড়ায় স্থাপিত। তথায় উঠিতে হইলে চৌদ্দলোকময় প্রাকৃত কর্ম্মকাণ্ডীয় জগদ্রূপ সোপান অতিক্রম করতঃ বিরজা-ব্রহ্মলোকরূপ জ্ঞান-কাণ্ডীয় সোপান ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠের উপরিভাগে উঠিতে হয়। কর্ম্ম-জ্ঞানের সোপানাবলীর নিষ্ঠা ক্রমশঃ ত্যাগ করিতে করিতে ভক্তির অধিকার লাভ হয়। ভক্তিসোপানগুলি অতিক্রম করিয়া প্রেম-মন্দিরের দ্বার দর্শন করিতে হয়। ভক্তিসোপানে সমারূঢ় পুরুষের শ্রদ্ধাই — নিয়ম। সেই শ্রদ্ধা সাধু-গুরু সমাশ্রয়ে ভজনবলে বিগতানর্থ হইলে ভক্তি-নিষ্ঠারূপে প্রকাশ পায়। যত যত অনর্থ বিগত হয়, তত তত উন্নতর সোপানের অতিক্রম হইতে হইতে নিষ্ঠা রুচি-রূপে এবং রুচি আসক্তি-রূপে এবং আসক্তি ভাব-রূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। ভাব রতি-রূপে সামগ্রী-যোগে রস হয়। যথা (শ্রীভাঃ ১১।১৪।২৬) —

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ
মৎপুণ্যগাথা-শ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং
চক্ষুর্যথৈবাঞ্জন-সম্প্রযুক্তম্॥

আমার পুণ্যগাথা শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারা জীবাত্মা ক্রমশঃ যত যত পরিষ্কৃত হ'ন, তিনি তত তত সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে পা'ন। অঞ্জন-সম্পৃক্ত চক্ষু যেরূপ সূক্ষ্ম বস্তু ক্রমশঃ দেখে, তদ্রূপ।

শ্রীল রূপগোস্বামী 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে (১।৪।১০) ক্রমটি স্পষ্ট করিয়াছেন —

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেমণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

সাধনভক্তিতে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি — এই চারটি সোপান। এই চারটি সোপান অতিক্রম করিয়া প্রেমের দ্বারস্বরূপ ভাবের সোপানে অবস্থিত হইতে হয়। প্রত্যকে সোপানে শ্রদ্ধার অবস্থাভেদে কিছু কিছু পৃথক্ নিয়ম আছে। এক একটি সোপানকে পশ্চাৎ রাখিয়া যখন অগ্রবর্ত্তী সোপানে উঠিতে হয়, তখন পশ্চাদ্বর্ত্তী সোপানের নিয়মকে পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রবর্ত্তী সোপানের নিয়মগুলিকে আদর করিতে হয়। যাঁহারা তাহা না করিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী সোপানের নিয়মাগ্রহ না ছাড়েন, তাঁহাদিগকে ঐ-সকল নিয়ম, শৃঙ্খল হইয়া পূর্ব্ব সোপানেই আবদ্ধ রাখে, অগ্রবর্ত্তী সোপানে উঠিতে দেয় না।

ভক্তিমার্গে যে সোপানে যে নিয়ম স্থিরীকৃত আছে, সে সমুদায়ই একটি প্রধান সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত। সাধারণ নিয়ম ; যথা (শ্রীপদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ৪২শ অধ্যায়) —

স্মর্ত্তব্য সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্য ন জাতুচিৎ।

সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়ারেব কিঙ্করাঃ॥
কৃষ্ণস্মরণ নিরন্তর কর্ত্তব্য — এই মূলবিধি হইতে শাস্ত্রীয় সমস্ত বিধির উদয় হইয়াছে। কৃষ্ণ-বিস্মৃতি কখনই কর্ত্তব্য নয় — এই মূল নিষেধ হইতে সমস্ত নিষেধ-নিয়ম হইয়াছে। এই মূল বিধিকে স্মরণ করিয়া সাধক উন্নতি-কালে পূর্ব্ব-বিধির নিষ্ঠা-নিয়ম ত্যাগ করিয়া পরপর বিধি অবলম্বন করিবেন। তাহা না করিলে তিনি নিয়মাগ্রহ দোষে দূষিত হইয়া উর্দ্ধগতি লাভে অশক্ত হইবেন। ভক্তি-সাধকদিগের পক্ষে এ বিষয়টি সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য। 'শ্রীহরিভক্তিবিলাসে' (২০শ বিলাস, উপসংহার শ্লোক) এই বিষয়ে বিশেষ উপদেশ আছে। যথা—

কৃত্যান্যেতানি তু প্রায়ো গৃহিণাং
ধনিতানাং সত্যম্।
লিখিতানি ন তু ত্যক্তপরিগ্রহ-মহাত্মনাম্॥

'শ্রীহরিভক্তিবিলাসে' যত কৃত্য লিখিত হইয়াছে, সে সমস্তই প্রায় গৃহী, ধনী, সাধুদিগের সম্বন্ধে লিখিত। ত্যক্তপরিগ্রহ মহাত্মাদিগের সম্বন্ধে কোন নিয়ম লিখিত হয় নাই।

অবশ্যং তানি সর্ব্বাণি তেষাং তাদৃক্ত্বসিদ্ধয়ে।
প্রাগপেক্ষ্যাণি ভক্তিহি সদাচারৈকসাধনা॥
(শ্রীহঃ ভঃ বিঃ, ২০বি, উপসংহার স্লোক)

যদিও ত্যক্তপরিগ্রহ পুরুষদিগের জন্য নিয়মসকল এই গ্রন্থে অপেক্ষিত হইয়াছে, তথাপি ত্যক্তপরিগ্রহ-অবস্থা-সিদ্ধির জন্য সেই সকল অপেক্ষিত নিয়ম পালন করা সাধকদিগের কর্ত্তব্য। ত্যাক্তপরিগ্রহ সাধুদিগের কৃত আচারই সে সম্বন্ধে সদাচার। তাহাই মাত্র তাঁহাদের পালনীয়।

প্রাপ্তশ্রদ্ধ পুরুষের প্রথম লক্ষণই শ্রীকৃষ্ণ -চরণে শরণাগতি। তাহা গৃহস্থ-গৃহত্যাগী ভেদে দ্বিপ্রকার। সেই অবস্থার নিয়মগুলি যতদূর গৃহীদিগের পালনীয়, তাহা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে সংগৃহীত হইয়াছে। এতন্নিবন্ধন শিবচতুর্দশী প্রভৃতি ব্রতসকল ঐ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। তন্মধ্যে যেগুলি গৃহত্যাগীর উপযোগী, তাহা গৃহত্যাগী শরণাগত পুরুষের পালনীয়। গৃহী ও গৃহত্যাগী উভয়ই সাধনোন্নতি লাভ করিতে করিতে অনন্য-শরণাগত হ'ন। তখন তাঁহাদের নিয়ম কিছু পৃথক হইয়া পড়ে। সে অবস্থায় সাধনোন্নতিক্রমে ঐকান্তিক শ্রীকৃষ্ণশরণাগতি উপস্থিত হয়। যথা (শ্রীভাঃ ১১।১৮।২৮, শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ২০শ বি, শ্রীভাঃ ১১।২০।৩৬) —

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ।
সালিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥
একান্তিকাং গতানান্ত শ্রীকৃষ্ণচরণাব্জয়োঃ।
ভক্তিঃ স্বতঃ প্রবর্ত্তেত তদ্বিঘ্নৈঃ কিং ব্রতাদিভিঃ॥
ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুযাম্॥

আমার ভক্ত জ্ঞান-নিষ্ঠই হউন, বিরক্তই হউন, বা নিরপেক্ষই হউন — তিনি আশ্রম-সকলকে তত্তদাশ্রমের লিঙ্গের সহিত পরিত্যাগ করতঃ অবিধিগোচর হইয়া বিচরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে যাঁহারা একান্তিত্ব লাভ করিয়াছেন, ভক্তি তাঁহাদের হৃদয়ে স্বয়ং প্রবর্ত্তমানা অর্থাৎ ব্রত-নিয়মাদির অপেক্ষা থাকে না। ব্রত-নিয়মাদি তাঁহাদের পক্ষে বিঘ্নজনক হয়। আমার একান্ত ভক্তদিগের সম্বন্ধে গুণদোষোদ্ভব গুণ-সকল স্থান পায় না, কেন না, তাঁহারা সমচিত্ত সাধু এবং বুদ্ধির পার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে॥
বিহিতেষ্বেব নিত্যষু প্রবর্ত্তন্তে স্বয়ং হি তে।
ইত্যাদ্যেকান্তিনাং ভাতি মাহাত্ম্য লিখিতং হি তৎ॥
(শ্রীহঃ ভঃ বিঃ, ২০শ বিঃ উপসংহার শ্লোক)

একান্ত শরণাগত ভক্তদিগের প্রায়ই কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ও কৃষ্ণস্মরণ পরম প্রীতির সহিত সাধিত হয় ; সুতরাং, নিম্নাধিকারীদিগের জন্য আর যে সকল কৃত্য নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাতে তাঁহাদের রুচি হয় না। সময়ে সময়ে তাঁহারাও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিত্য-বিধিসকলে প্রবৃত্ত হ'ন। তাঁহাদের নিয়মবন্ধন বা নিয়মাগ্রহ থাকে না। এই 'শ্রীউপদেশামৃতে'র অষ্টম শ্লোকে ইহা দর্শিত হইয়াছে। ইহাই একান্ত ভক্তদিগের মাহাত্ম্য অর্থাৎ অন্যান্য কৃত্যের অসাধনে তাঁহাদের কোন প্রকার লাঘব হয় না।

তাৎপর্য্য এই যে — উচ্চ সোপানস্থ মহাপুরুষগণ নিম্ন সোপানস্থ যে কিছু নিয়ম পালন করেন, সে কেবল তাঁহাদের স্বেচ্ছা-বিলাস

মাত্র। জ্ঞানাধিকারী কর্ম্মাধিকারের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বেচ্ছাক্রমে পালন করেন, বিধি-বাধ্যতার সহিত পালন করেন না। ভক্ত্যাধিকারীও তদ্রূপ কর্ম্মাধিকার ও জ্ঞানাধিকারের নিয়মসকল কোন কোন কারণ বশতঃ স্বেচ্ছাচারের সহিত পালন করেন। অর্থাৎ তাঁহারা সেই সেই বিধি-নিষেধের বাধ্য না হইলেও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পালন করিয়া থাকেন। সেইরূপ পরমোচ্চ ভক্ত্যাধিকারী একান্ত ভক্তও - কর্ম্ম, জ্ঞান ও সাধারণ সাধনভক্তির নিয়ম সকল পালন করিয়াও নিয়মাগ্রহী হ'ন না। স্বাধীনভাবে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের একান্ত ভজনে প্রবৃত্ত হ'ন। সাধনভক্ত মাত্রই নিয়মাগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে নিয়মাদি পালন করেন, তাহাই তাঁহার মঙ্গলজনক।

উপদেশ এই যে — স্বীয় অধিকারগত নিয়ম পালন করিতে করিতে সেই নিয়ম ফলেই সাধকের উচ্চসোপান লাভ হয়। তখন পূর্ব্ব নিয়মে আগ্রহ থাকে না। সাধক এই উপদেশ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ ও কীর্ত্তন-লক্ষণ ভজনের প্রতি লক্ষ্য করতঃ ক্রম-সোপান অতিক্রম করিতে থাকিবেন।

৫। জনসঙ্গ

'জন'-শব্দে স্ত্রী-পুরুষ সমস্ত মানবকে বুঝায়। কিন্তু, শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে লিখিয়াছেন, ''সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে'' অর্থাৎ সাধকগণ আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিবেন। ভক্তিসাধকগণ স্বাভবতঃ কর্ম্মি-জ্ঞানী অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। শ্রীগীতায় (৭।২৮) বলিয়াছেন —

যেষান্ত্বন্তর্গতং পাপং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥

ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শরাগত হইয়া পাপপূণ্যরূপ দ্বন্দ্ব-সম্বন্ধে যে মোহ তাহা হইতে বিমুক্ত হ'ন। সুতরাং, তাঁহারা স্বভাবতঃ পবিত্রকর্ম্মা। তাঁহাদের পাপবৃত্তি সম্ভব হয় না। কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগের ন্যায় তাঁহারা অল্পজ্ঞ ন'ন, কেন না, তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের চরণ আশ্রয় করিয়াছেন। বহু জন্মের সুকৃতি-ফলে কৃষ্ণ-ভক্তিতে শ্রদ্ধা হয়; অতএব তাঁহারা যে পবিত্র-কর্ম্মা — ইহাতে আর সন্দেহ কি? শ্রদ্ধা হইলে স্বভাবতঃ সাধসঙ্গে স্পৃহা জন্মে। সাধুসঙ্গে সকল লাভই হয়। সাধুদের মাহাত্ম্য (আদিপুরাণে) এইরূপ —

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥

আমার ভক্ত হইলেই ভক্ত হয় না, আমার ভক্তগণের ভক্তসকলই ভক্ততম।

ভক্তসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা-কথনে উল্লিখিত হইয়াছে —

দর্শনস্পর্শনালাপ-সহবাসাদিভিঃ ক্ষণাৎ।
ভক্তাঃ পুনন্তি কৃষ্ণস্য সাক্ষদপি চ পুক্কশম্॥

কৃষ্ণভক্তের ক্ষণমাত্র দর্শন, স্পর্শন, আলাপ ও সহবাস সাক্ষাৎ পুক্কশকেও পবিত্র করে। শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন (৭।৫।৩২) —

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

যে পর্য্যন্ত নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্ত মহাজনের পদধূলি পরমার্থ বলিয়া না বরণ করে, সে পর্য্যন্ত ইহাদের সমস্ত অনর্থ-নাশক কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিবার আশা নাই।

ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গ ব্যতীত জীব-হৃদয়ে ভক্তিদেবীর আবির্ভাব হয় না — ইহা শাস্ত্রে অনেক স্থলে কথিত হইয়াছে। সাধকগণের ভক্তসঙ্গ নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব, 'জনসঙ্গ'-শব্দে এস্থলে ভক্তিহীন ব্যক্তিগণের সঙ্গ বুঝিতে হইবে। এইজন্যই, শ্রীরূপপ্রভু ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে বহির্ম্মুখ-সঙ্গ ত্যাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যথা (শ্রীভঃ রঃ সিঃ ১।২।৪৩) —

সঙ্গত্যাগো বিদুরেণ ভগবদ্বিমুখৈর্জনৈঃ।

কৃষ্ণভক্তি লাভের জন্য যিনি আশা করেন, তিনি বহু-যত্নে বহির্ম্মুখ-সঙ্গ ত্যাগ করিবেন অর্থাৎ চতুর্থ শ্লোকের লক্ষণাক্রান্ত ক্রিয়া সকল তাহাদের সহিত কোনক্রমে করিবেন না। কার্য্য ব্যবহারে যে বাক্যালাপাদি করা যায়, তাহাদের 'সঙ্গ' বলা যায় না। প্রীতির সহিত সেই কার্য্যই যাহার সহিত

করা যায়, তাহার সহিত সঙ্গ করা হইল বলিতে হইবে।

ভগবদ্বহির্ম্মুখ জন কত প্রকার, তাহা প্রত্যেক ভক্তি-সাধকের ভালরূপে জানা কর্ত্তব্য। এতন্নিবন্ধন আমরা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই-সকল লোকের সংখ্যা লিখিতেছি। ভগবদ্বহির্ম্মুখ জন সপ্ত প্রকার। যথা —

(১) মায়াবাদী ও নাস্তিক, (২) বিষয়ী, (৩) বিষয়িসঙ্গ-প্রিয় ব্যক্তি, (৪) যোষিৎ, (৫) যোষিৎসঙ্গী, (৬) ধর্ম্মধ্বজী, (৭) কদাচারী মূঢ়বুদ্ধি অন্ত্যজ।

মায়াবাদীগণ পরমেশ্বরের নিত্য স্বরূপ, নাম, রূপ, গুণ ও লীলা-শক্তিকে স্বীকার করেন না। জীবসত্তাকে মায়াগঠিত বলিয়া মনে করেন, সুতরাং তাঁহাদের মতে জীবের নিত্য-সত্তা নাই। ভক্তিতত্ত্বকে তাঁহারা নিত্যতত্ত্ব মনে করেন না বরং জ্ঞান-সাধনের একটি অনিত্য উপায় বলিয়া মনে করেন। মায়াবাদীর সমস্ত সিদ্ধান্তই শুদ্ধভক্তিতত্ত্বের বিরোধী। অতএব, মায়াবাদীর সঙ্গক্রমে ভক্তি ক্রমশঃ তিরোহিত হ'ন। শ্রীরূপগোস্বামীর উপদেশ (শ্রীচৈঃ অঃ ২।৯৪-৯৫)-

বুদ্ধি ভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে।
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে॥
বৈষ্ণব হঞা যেবা 'শারীরক-ভাষ্য' শুনে।
সেব্য-সেবক ছাড়ি' আপনাকে 'ঈশ্বর' মানে॥

যাহারা বেদোক্ত পরমেশ্বর তত্ত্ব স্বীকার করে না, তাহারা নাস্তিক। কুতর্কের দ্বারা তাহাদের চিত্ত দূষিত হইয়াছে ; অতএব তাহাদের সঙ্গ করিলে ভক্তিহানি হয়।

বিষয়ীর সঙ্গ অতিশয় মন্দ, যে সকল লোক বিষয়-সঙ্গে সর্ব্বদা ব্যস্ত, তাহারা পরনিন্দা ও দ্বেষ-হিংসায় পরিপূর্ণ। বিবাদ-বিসংবাদ ও বিষয়-পিপাসাই তাহাদের জীবন। যত ভোগ করে, ততই তাহাদের বিষয়-পিপাসার বৃদ্ধি হয়। বিষয়িগণ কৃষ্ণকথা শুনিতে বা বলিতে সময় পায় না। পুণ্যকর্ম্মই করুক বা পাপকর্ম্মই করুক, বিষয়িগণ আত্মতত্ত্ব হইতে সর্ব্বদাই দূরে থাকে। অতএব শ্রীল দাসগোস্বামী বলিয়াছেন (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৬।২৭৮) —

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হইলে, নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥

যে সকল লোক বাহ্য বিষয়-কর্ম্ম করেন এবং জীবনযাত্রার নিমিত্ত বিষয় স্বীকার করেন, কিন্তু অন্তঃকরণে সর্ব্বদা আত্মতত্ত্বে ও কৃষ্ণবিষয়ে যত্নবান্, তাঁহারা কর্ম্মফলাসক্ত বিষয়ীর মধ্যে পরিগণিত ন'ন।

বিষয়ী ও বিষয়ীসঙ্গ-প্রিয় ব্যক্তিগণও ভগবদ্বহির্ম্মুখ। বিষয়ীসঙ্গ-প্রিয় ব্যক্তিগণও প্রকৃত বিষয়ী; যেহেতু, তাহাদের হৃদয়ে অনুক্ষণ বিষয়-ধ্যান হয়। কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা স্বয়ং তত বিষয়ী ন'ন, অথচ বিষয়ীদিগের সঙ্গে প্রীতি লাভ করেন। তাঁহাদেরও সঙ্গও সর্ব্বদা পরিহার্য্য। কেন না, তাঁহারা শীঘ্রই বিষয়ী হইয়া দুঃসঙ্গী হইবেন। বিষয়ী দুই প্রকার - অর্থাৎ নিতান্ত বিষয়ী ও ভগবদন্মুখ বিষয়ী। নিতান্ত বিষয়ীর সঙ্গ একেবারে পরিত্যাজ্য। ভগবদুন্মুখ বিষয়ী দুই প্রকার, অর্থাৎ যাঁহারা ভগবান্‌কে স্বীয় বিষয়াঙ্গ করিয়াছেন এবং যাঁহারা ভগবদর্থে সমস্ত বিষয়কার্য্য করেন। প্রথম প্রকার বিষয়ী অপেক্ষা শেষ প্রকার বিষয়ীর সঙ্গ ভাল। যাঁহাদের পুণ্যময় বিষয়সঙ্গ, তাঁহারা পাপযুক্ত বিষয়ী অপেক্ষা ভাল হইলেও যে-পর্য্যন্ত তাঁহারা কৃষ্ণোন্মুখ না হ'ন, সে-পর্য্যন্ত সাধক-ভক্তের সঙ্গযোগ্য ন'ন। বৈরাগ্য-বেশাদি ধারণ করিলেই যে বিষয়হীন ভক্ত হওয়া যায় — এরূপ নয় ; কেন না, অনেক-স্থলে বৈরাগীগণ বিষয় অর্জন ও বিষয় সঞ্চয় করেন। পক্ষান্তরে অনেক বিষয়ীপ্রায় ব্যক্তি হৃদয়ে যুক্ত-বৈরাগ্যের সহিত হরিভজন করেন। এইসমস্ত বিচার করিয়া ভক্তিসাধক ব্যক্তি বিষয়ীসঙ্গ ও বিষয়ীসঙ্গি-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্জনে বা ভাগ্যোদয় হইলে প্রকৃত সাধুসঙ্গে ভজনাদি করিবেন।

যোষিদ্‌গণের সহিত সহিত সঙ্গ করিবেন না। পক্ষান্তরে, স্ত্রীলোক যখন সাধনভক্তিতে প্রবৃত্ত হ'ন তখন তিনিও পুরুষ-সঙ্গ করিবেন না। যোষিৎ-সঙ্গ বা পুরুষ-সঙ্গ, সাধন-প্রবৃত্ত ব্যক্তির পক্ষে বড় অহিতকর। যোষিৎ বা পুরুষ দুই প্রকার। যে পুরুষের সহিত যে স্ত্রীলোকের ধর্ম্মসম্বন্ধ-দ্বারা বিবাহ হইয়াছে, তাঁহাদের

পরস্পর সংস্পর্শ ও সম্ভাষণে পাপ নাই, বরং শাস্ত্রানুমোদিত সংস্পর্শ-সম্ভাষণে পুণ্য আছে। কিন্তু, পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার মোহ কার্য্যের ব্যবস্থা নাই। পরস্পর মোহিত হইয়া কর্ত্তব্যাতিরিক্ত অভিনিবেশ করিলে তাহাকে যোষিৎ-সঙ্গ বা পুরুষ-সঙ্গ বলা যায়। যাঁহারা হরি-ভজনে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের পক্ষে সেরূপ সঙ্গ প্রভূত অনিষ্টের উদয় করে। যদি একপক্ষের সঙ্গদোষ ঘটে, তবে অপর-পক্ষের সাধকের ব্যাঘাত হইয়া উঠে। পত্নী যদি ভক্তিসাধনের সহায় হ'ন, তবে যোষিৎসঙ্গ বলিয়া একটি দোষের জন্ম হয় না। পত্নী যদি ভক্তিসাধনের বিরুদ্ধা হ'ন তবে বহু যত্নের সহিত তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্রামানুজের চরিত্র এস্থলে বিচারণীয়। যেস্থলে বিবাহ-সম্বন্ধ হয় নাই, সেস্থলে কোন দুষ্টবুদ্ধির সহিত স্ত্রীলোকের প্রতি সম্ভাষণাদি সমস্তই যোষিৎসঙ্গ। তাহা পাপময় ও ভক্তি-বিরোধী। এই সমস্ত বিচার-পূর্ব্বক ভক্তিসাধক ব্যক্তি যোষিৎ-সঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গিগণের সঙ্গ বিশেষ যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিবেন। যথা শ্রীমদ্‌ভাগবতে (৩।৩১।৩৫) —

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্‌যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥

পূর্ব্বোক্ত অবস্থাবিশেষে গৃহীসাধকের স্ত্রী-সংস্পর্শ ও স্ত্রী-সম্ভাষণ ভক্তি-বিরোধী হয় না; কিন্তু, গৃহত্যাগী পুরুষের কোন প্রকারেই স্ত্রী-সংস্পর্শ বা স্ত্রী-সম্ভাষণ হইতে পারে না, হইলেই ভক্তিসাধন সম্পূর্ণরূপে ভ্রষ্ট হইবে। সেরূপ ভ্রষ্টাচারীর সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

ধর্ম্ম-ধ্বজিগণের সঙ্গ বিশেষ সাবধানতার সহিত পরিত্যাগ করিবে। যাহারা ধর্ম্মের বাহ্য চিহ্ন সকল ধারণ করে অথচ ধর্ম্ম পালন করে না, তাহারাই ধর্ম্মধ্বজী। ধর্ম্মধ্বজী দুইপ্রকার, অর্থাৎ কপটী ও মূঢ় ; বঞ্চক ও বঞ্চিত। কর্ম্ম ও জ্ঞানাধিকারেও এই ধর্ম্মধ্বজীত্ব অতিশয় নিন্দনীয়। ভক্ত্যধিকারে এই ধর্ম্মধ্বজীত্ব জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। বিষয়ী বরং ভাল, কিন্তু ধর্ম্মধ্বজীর সঙ্গ অপেক্ষা কুসঙ্গ আর জগতে নাই। কপটী ধর্ম্মধ্বজীগণ জগৎকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে ধর্ম্ম-লিঙ্গ ধারণ করে, আবার স্বীয় দুষ্ট্যাভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্য মূঢ়-লোককে বঞ্চনা করতঃ সেই কার্য্যে প্রবৃত্তি দেয়। ইহারা কেহ গুরু হয় এবং অপরকে শিষ্য করিয়া জগতে শাঠ্য দ্বারা প্রতিষ্ঠা, দ্রব্য ও কনক-কামিনী সংগ্রহ করে। এই সকল কপটী কুটিল সঙ্গ পরিত্যাগ করিলে সাধক সরলতার সহিত ভজন করিতে পারেন। সরল ভজনই কৃষ্ণ-প্রসাদ লাভের একমাত্র হেতু। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে (৩।৩৮) —

স বেদ ধাতুঃ পদবীং পরস্য
দুরন্তবীর্য্যস্য রথাঙ্গপাণেঃ।
যোঽমায়য়া সন্ততয়ানুবৃত্ত্যা
ভজতে তৎপাদসরোজগন্ধম্॥

দুরন্তবীর্য্য চক্রপাণি পরমপুরুষ শ্রীভগবানের পদবী তিনিই জানিতে পারেন, যিনি নিষ্কপটে নিরন্তর অনুবৃত্তি দ্বারা তাঁহার পাদপদ্ম ভজন করেন। আবার শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে (৭।৪২) ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন —

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ।
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যলীকম্॥
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং।
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্ব শৃগালভক্ষ্যে॥

যাঁহারা নিষ্কপটে তাঁহার চরণাশ্রয় করেন, সর্ব্বাত্মস্বরূপে আশ্রিতপদ শ্রীভগবান্ অনন্ত তাঁহাদের প্রতি দয়া করেন, এবং তাঁহারা দুস্তরা ভগন্মায়া পার হইয়া যান। যাহাদের কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য দেহে, 'আমি ও আমার' বুদ্ধি, তাহাদের এরূপ লাভ হয় না।

অন্তরে মায়াবাদ অথচ বাহ্যে বৈষ্ণব-স্বভাব প্রদর্শন, এরূপ কার্য্যও কপট-বৈষ্ণবতা। শ্রীচরিতামৃতে (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৩।৯৩, ১০৯-১১০) রামদাস বিশ্বাসের সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, বাহ্যে তিনি 'পরমবৈষ্ণব রঘুনাথ-উপাসক' —

অষ্টপ্রহর রামনাম জপেন রাত্রি-দিনে।
সর্ব্ব-ত্যজি', চলিলা জগন্নাথ-দরশনে॥
রামদাস যদি প্রথম প্রভুরে মিলিলা।
মহাপ্রভু অধিক তাঁরে কৃপা না করিলা॥
অন্তরে মুমুক্ষু তেঁহো, বিদ্যা-গর্ব্ববান্।

সর্ব্বচিত্ত-জ্ঞাতা প্রভু — সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্॥

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর স্বীয় দৈন্যচ্ছলে বলিয়াছেন —

কাম,ক্রোধ ছয় জনে, ল'এঞা ফিরে নানা স্থানে,
বিষয় ভুঞ্জায় নানা মতে॥
হইয়া মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থ-লাভ — এই আশে, কপট বৈষ্ণব বেশে,
ভ্রমিয়া বুলয়ে ঘরে ঘরে॥

এই প্রকার ধর্ম্মধ্বজীদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে শুদ্ধ হরি-ভজন হয় না। জগতে এই সকল লোকই অনেক ; সুতরাং যে পর্য্যন্ত শুদ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্গ না পাওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত নির্জ্জন জীবন যাপন ও ভজন সাধনই শ্রেয়ঃ।

কদাচারী মূঢ়বুদ্ধি অন্ত্যজদিগের সঙ্গে ভজন-প্রবৃত্তি প্রফুল্ল হয় না। তাহারা স্বভাবতঃ জীবমাংস ভোজন ও আসব পানে অনুরক্ত এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-মতে সংস্থাপিত নয়। তাহাদের চরিত্র সর্ব্বদা অনিয়মিত। দুরাচার সঙ্গে চিত্ত মলিন হয়। তবে যদি সেই সেই কুলজাত ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবদর্শনে ভক্তিতে শ্রদ্ধাবান্ হয় এবং ক্রমশঃ অনন্যভাবে কৃষ্ণভজনে রুচি লাভ করে, তাহা হইলে তাহাদের সঙ্গ শুভকর হয়। তাহাদের পূর্ব্ব স্বভাববশতঃ কিছু কিছু দুরাচার থাকিলেও তাহারা সাধু। শ্রীগীতায় (৯।৩০-৩১) বলিয়াছেন —

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হিঃ সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় ! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

তাৎপর্য্য এই যে, অন্ত্যজ-স্বভাব পুরুষগণ যদি কোন সুকৃতি বলে অনন্য-ভক্তি শ্রদ্ধা লাভ করেন, তবে তাঁহারা উপযুক্ত পথ লাভ করিলেন বলিতে হইবে। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহারা শ্রীহরিদাস ঠাকুরের অনুসরণে বিশুদ্ধ-চরিত্র ও শান্ত-স্বভাব ভক্ত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। স্বভাব জনিত দুরাচার অগত্যা কিছুদিন থাকে। তাহাতেও তাঁহাদের সঙ্গকে দুঃসঙ্গ বলা যাইবে না। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে বিংশ অধ্যায়ে (২৭-২৯ শ্লোকে) তাঁহাদের লক্ষণ বলিয়াছেন। যথা —

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিন্নঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজতে মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদার্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥

মূল কথা এই — ভগবদ্বিমুখ পুণ্যবাণ্ ও পাপী উভয়ের সঙ্গই দুঃসঙ্গ। ভগবৎ সাম্মুখ্য প্রাপ্ত পাপী ব্যক্তির সঙ্গও সুসঙ্গ বলিয়া জানিতে হইবে। মহর্ষি কাত্যায়ন বলিয়াছেন —

বরং হুতবহ-জ্বালা-পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজন-সংবাসবৈশসম্॥
(শ্রীভঃ রঃ সিঃ ১।২।৫১ ধৃত কাত্যায়ন-সংহিতাবচন)

অগ্নিজ্বালা-পঞ্জরমধ্যে বন্ধনও ভাল, তবুও যেন কৃষ্ণস্মৃতি-বিমুখ ব্যক্তির সহিত সঙ্গ-জাত ক্লেশ না হয়।

ভক্তি-সাধনকালে এই বিষয়টি বিশেষ যত্ন-সহকারে বুঝিয়া লইয়া নিরপেক্ষ ভাবে কার্য্য করা আবশ্যক।

৬। লৌল্য

'লৌল্য'-শব্দের অর্থ চাঞ্চল্য, লোভ ও বাসনা। চাঞ্চল্য দুই প্রকার অর্থাৎ চিত্ত-চাঞ্চল্য ও বুদ্ধি-চাঞ্চল্য। ইন্দ্রিয়ানুগত মনোবৃত্তিই চিত্ত। ইন্দ্রিয়ানুগত মন যে-বিষয়ে অভিনিবিষ্ট, তাহাতেই চিত্তে রাগ বা দ্বেষ জন্মে। অতএব চিত্তচাঞ্চল্য দুই প্রকার, অর্থাৎ রাগানুগত চিত্ত-চাঞ্চল্য ও দ্বেষানুগত চিত্ত-চাঞ্চল্য। শ্রীগীতায় (২।৬৭) —

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥

প্রতিকূল বায়ু জলের উপর নৌকাকে যেমিন অস্থির করে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়দিগের মধ্যে যে ইন্দ্রিয়ের অনুবর্ত্তী হইয়া অযুক্ত-ব্যক্তির মন বিচরণ করে, সেই এক ইন্দ্রিয়ই তাহার প্রজ্ঞাকে হরণ করে। আবার (শ্রীগীঃ ৩।৩৪) বলিয়াছেন—

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্নবশমাগচ্ছেৎ তৌ হস্য পরোপন্থিনৌ॥

ইন্দ্রিয়ার্থে রাগ-দ্বেষ ব্যবস্থিত হয়। রাগ-দ্বেষের বশীভূত হওয়া উচিত নয়; যেহেতু, রাগ দ্বেষই শত্রুদ্বয়। চিত্ত-চাঞ্চল্যরূপ লৌল্যকে নিয়মিত করিতে হইলে মহাদেবী শ্রীহরিভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ভক্তির আজ্ঞা এই যে — বিষয়ই যখন চিত্তের চাঞ্চল্যের হেতু এবং চিত্ত-চাঞ্চল্যই যখন ভক্তিসাধনের প্রধান বিঘ্ন, ভক্তিসাধন সময়ে সমস্ত বিষয়কে ভগবৎ-সম্বন্ধী করিয়া বিষয়-রাগকে ভগবদ্রাগ-রূপে পরিণত করিতে হয়। তাহা হইলে সেই রাগকে আশ্রয় করিয়া চিত্ত ভগবদ্ভক্ত-তত্ত্বে স্থির হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক — ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্ত, পদ, পায়ু ইত্যাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়। ইহাদের যত বিষয় আছে, সে সমুদায়ে ভগবদ্ভাব মিশ্রিত করিলে চিত্ত ভগবানে নিশ্চল হয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ — ইহারা ইন্দ্রিয়ার্থ বা বিষয়। সেই সকল বিষয়ে ভগবদ্ভাবকে আবির্ভাব করাইয়া তাহাদিগকে ভোগ করিলে ভক্তিরই অনুশীলন হয়। সেই সেই বিষয়ে যে যে অংশে ভগবদ্-ভক্তির প্রতিকূলতা থাকে, তাহাতে দ্বেষকে এবং যাহাতে ভগবদ্ভক্তির অনুকূলতা থাকে, তাহাতে রাগকে নিয়মিত করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু, যতদিন বুদ্ধিচাঞ্চল্য দূর না হয়, ততদিন কি করিয়া চিত্ত-চাঞ্চল্য নিবৃত্তি করা যাইবে? অতএব, বুদ্ধি-চাঞ্চল্য দূর হইলে, বুদ্ধি-বলে চিত্ত তদ্বিষয়গত রাগ-দ্বেষকে নিয়মিত করিতে পারিবে।

মনের সদসদ্বিয়িণী বৃত্তিকে 'বুদ্ধি' বলে। সেই বুদ্ধি দুই প্রকার — অর্থাৎ 'ব্যবসায়াত্মিকা' ও 'বহুশাখা-সমন্বিতা' বুদ্ধি। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি এক প্রকার; বহুশাখা-বুদ্ধি অনন্ত প্রকার। যথা, শ্রীগীতায় (২।৪১) —

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥

অব্যবসায়ীদিগের বহুশাখা-বুদ্ধি হইতে কাম, স্বর্গগমনাভিলাষ ও ভোগৈশ্বর্য্য-গতিদায়ক ক্রিয়া-বিশেষের বাহুল্য ও চিজ্জগতের অনঙ্গীকার — এই সকল উৎপাতের উদয় হয়। সুতরাং শ্রীগীতায় (২।৪৪) —

ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্তানাং তয়াপহৃত-চেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥

ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্ত ব্যক্তিদিগের বহুশাখাময়ী বুদ্ধি দ্বারা তাহাদের চিত্ত অপহৃত হইয়া থাকে। কাজে কাজেই তাহাদের এক আত্মতত্ত্বে সমাধির উৎপত্তি হয় না এবং বুদ্ধি নিয়মিত হ'ন না। সমাধিতে যাঁহাদের বুদ্ধি নিশ্চলা, তাঁহারাই স্থিতপ্রজ্ঞ ও স্থিতধী। তাঁহাদের লক্ষণ (শ্রীগীঃ ২।৫৫-৫৬) এইরূপ —

প্রজাহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

হে পার্থ! মনুষ্য যখন আত্মাতেই আত্মদ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া সমস্ত মনোগত কামকে পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। যখন দুঃখে অনুদ্বিগ্নচিত্ত ও সুখে বিগতস্পৃহ হইয়া রাগ, ভয় ও ক্রোধ হইতে মুক্ত হ'ন, তখন তিনি স্থিতধী মুনি হইতে পারেন। এই 'শ্রীউপদেশামৃতে'র প্রথম শ্লোকে বাচোবেগ, মনোবেগ ও ক্রোধবেগ সহিবার যে ব্যবস্থা আছে, তাহাই শ্রীগীতার এই দুই শ্লোকে স্পষ্টীভূত।

এখন জ্ঞাতব্য এই যে — বুদ্ধি দুই প্রকার, অর্থাৎ মনের অনুগত হইয়া যে বৃত্তি সদসদ্ বিচার করে, তাহা এক প্রকার বুদ্ধি, অর্থাৎ প্রাকৃত-বুদ্ধি এবং আত্মার অনুগত হইয়া যে বুদ্ধি সদসদ্ বিচার করে, সে বুদ্ধি অন্যপ্রকার অর্থাৎ অপ্রাকৃত। এইজন্য শ্রীগীতায় (৩।৪২) —

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যোবুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥

জড়-বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সকল শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ; কেন-না মনের চিত্ত-বৃত্তির বলে ইন্দ্রিয়সকল কর্ম্ম করে। মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি আত্মগতবৃত্তি; অতএব, মনের নিয়ন্তা — প্রভু ; কেবল জড়াহঙ্কারের অধীন হইয়া বুদ্ধিও বিকৃতভাবে প্রাকৃতত্ব স্বীকার করে। জীবের কৃষ্ণদাসত্বরূপ শুদ্ধাহংকারের অধীন থাকিলে বুদ্ধি সর্ব্বদাই স্বভাবতঃ শুদ্ধ।

অতএব ক্ষেত্রজ্ঞ-পুরুষকে 'বোদ্ধা' বলিয়া বেদে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শুদ্ধি যাহার বৃত্তিমাত্র, সেই চিৎকণ জীব বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

জীব যখন আপনাকে শুদ্ধচিৎকণ বলিয়া জানিতে পারে, তখন তাহার স্বভাবতঃ শ্রীকৃষ্ণ-দাস্যাভিমান-রূপ চিন্ময় অহঙ্কার উদিত হয়। সে সময় বুদ্ধি তাহার শুদ্ধবৃত্তি-স্বরূপে অচিৎকে তিরস্কার করিয়া চিদ্বস্তুর প্রতিষ্ঠা করে। সে সময়ে জীবের কৃষ্ণদাস্য-কাম ব্যতীত অন্য কাম থাকে না এবং সে প্রাকৃত-কামকে তুচ্ছ বলিয়া দূর করে। এই অবস্থায় 'স্থিতপ্রজ্ঞ' ও 'স্থিতধী' এই দুইটি নামে জীব পরিচিত হ'ন। চিদ্বলে বলবতী হইয়া বুদ্ধি তখন নিশ্চলা হয়, এবং মনকে ও চিত্তকে নিয়মিত করিয়া স্ববশে গ্রহণ করে। বুদ্ধির আজ্ঞাক্রমে চিত্ত তখন ইন্দ্রিয়-সকলকে নিয়মিত করিয়া স্ববশে আনে; 'ইন্দ্রিয়গণের অর্থে' অর্থাৎ বিষয়সমূহে কৃষ্ণদাস্যানুকূল ভাবকে ব্যাপ্ত করে। ভক্তিপথে ইহাকেই 'ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ' বলে। শুষ্ক জ্ঞান-বৈরাগ্য মার্গে যে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের ব্যবস্থা আছে, তাহাতে সুন্দররূপে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ হয় না। যথা শ্রীগীতায় (২।৫৯) —

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥

কেবল ভোগ-পরিত্যাগী দেহীর বিষয় নিবৃত্ত হইলেও বিষয়-রস বা বিষয়-বাসনা দূর হয় না। কিন্তু, বিষয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদাস্যরসরূপ চিদ্রস বিষয়ে মিশ্রিত করিলে সেই রস বিষয়বাসনারূপ ক্ষুদ্র রসকে সমূলে দূর করে। ইহাই প্রকৃত ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে চিন্ময় করিয়া চিত্তের এবং চিত্তকে চিন্ময় করিয়া বুদ্ধির অধীনে রক্ষা করা। এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে বুদ্ধি-চাঞ্চল্য চিত্ত-চাঞ্চল্যরূপে বিষয়-লৌল্য দূর হয়। বুদ্ধির চাঞ্চল্যক্রমে মতি স্থির হয় না। কখন কর্ম্মমার্গে, কখন যোগমার্গে, কখন শুষ্ক-বৈরাগ্য-মার্গে, কখন বা শুষ্ক-জ্ঞানমার্গে চঞ্চলা বুদ্ধি বিচরণ করে। চঞ্চলতা ত্যাগ করাইয়া বুদ্ধিকে ভক্তিতে স্থির করিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশে (২০।৩২-৩৪) কথিত হইয়াছে —

যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥
ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যাপ ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্॥

কাম্য, নিত্য ও নৈমিত্তিক-রূপ কর্ম্মদ্বারা যাহা পাওয়া যায়, অষ্টাঙ্গযোগে কৃচ্ছ্রব্রত, প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা যাহা লভ্য হয়, ব্রহ্মজ্ঞান ও সংসার-বৈরাগ্য চেষ্টার দ্বারা যাহার উদয় হয়, কর্ম্মজ্ঞানাদি যোগদ্বারা যে ফল নির্দ্দিষ্ট আছে, দান-ধর্ম্ম দ্বারা যাহা কিছু আশা করা যায় — সে সমস্তই আমার ভক্ত আমার বিশুদ্ধ ভক্তিযোগ দ্বারা অতি সহজে লাভ করেন। কর্ম্মদ্বারা যে স্বর্গভোগাদি লাভ এবং জ্ঞান-বৈরাগ্য দ্বারা যে অপবর্গ প্রাপ্তি এবং কর্ম্মমার্গীয় শুষ্কার্চ্চন-ব্রত দ্বারা যে উচ্চ-লোকাদিতে গমন হয় — সে সমুদায় তত্তৎ উপায় দ্বারা অতিশয় কষ্টে ঘটিয়া থাকে ; মদ্ভক্তগণ ইচ্ছা করিলে সেই সকল ফল অতিশয় সুখের সহিত স্বল্পায়াসে প্রাপ্ত হ'ন। কিন্তু যাঁহারা সাধু, ধীর ও আমার একান্ত ভক্ত তাঁহারা মদ্দত্ত কৈবল্য ও অপুনর্ভবও বাঞ্ছা করেন না। আমার সেবাসুখই তাঁহারা স্বভাবতঃ ভালবাসেন।

এই সমস্ত বিচার করতঃ ভক্তিসাধক পুরুষ চাঞ্চল্যরূপ লৌল্য পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিতে নিশ্চলা বুদ্ধি লাভ করেন।

'লৌল্য'-শব্দের অন্য অর্থ — লোভ। লোভ যদি অন্য বিষয়ে করা যায়, তবে তাহা কৃষ্ণবিষয়ে আর কিরূপে কার্য্য করিবে? কৃষ্ণ-দাস্যে লোভকে বহু-যত্নে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। বিষয়ভোগ-লোভকে পূর্ব্বোক্ত উপায় দ্বারা বিদূরিত করিতে হইবে। এইজন্য বলিয়াছেন যে কাম-লোভহত ব্যক্তিগণ যমাদি যোগ প্রক্রিয়ায় তত শুদ্ধ হইতে পারেন না, যেরূপ কৃষ্ণসেবা দ্বারা হইতে পারেন। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমে (৬।৩৬) —

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি —এই অষ্টাঙ্গ দ্বারা সুষ্ঠরূপে

যোগ সমাধি হইলেও সাধকের চিত্ত কাম-লোভ দ্বারা সর্ব্বদা হত হওয়ায় শমতা গুণ লাভ করিতে পারে না; কিন্তু কৃষ্ণ-সেবাপদ্ধতি আদরপূর্ব্বক পালন করিলে আত্মা অনতিবিলম্বে শমধর্ম্মকে অবলম্বন করে; কেন-না 'শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ' (শ্রীভাঃ ১১।১৯।৩৬)। কৃষ্ণসেবা,বৈষ্ণবসেবা ও নামালোচনায় লোভ জন্মিলে আর ইতরলোভ থাকিতে পারে না। ব্রজবাসীদিগের কৃষ্ণসেবা দেখিয়া তাহাতে যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তির লোভ হয়, তিনি সেই লোভের কৃপায় রাগভক্তিতে অধিকার লাভ করেন। যে পরিমাণ রাগাত্মিক সেবার লোভ হয়, সেই পরিমাণে ইতরলোভ খর্ব্ব হয়। ভালরূপ ভোজন, পান, শয়ন, ধূম্র ও আসবাদি সেবার লোভ থাকিলে তাহা দ্বারা জীবের ভক্তি সঙ্কুচিত হয়। আসব ও কনক-কামিনীতে লোভ ভক্তির নিতান্ত বিরোধী। যাঁহাদের শুদ্ধভক্তি লাভের বাসনা থাকে, তাঁহারা অতি যত্নে ঐ সকল লোভ পরিত্যাগ করিবেন। পাপ-বস্তুতেই হউক বা পুণ্যময় বিষয়েই হউক, ইতর-লোভ অত্যন্ত হেয়। কেবল কৃষ্ণ-বিষয়ে লোভই সর্ব্বমঙ্গলের হেতু। কৃষ্ণকথায় মহাজনের যেরূপ লোভ হয়, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে (১।১৯) এইরূপ লিখিত হইয়াছে —

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃন্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে॥

হে সূত ! উত্তম-শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণন শ্রবণে আমরা তৃপ্তিলাভ করি না; কেন না, তাহাতে রস লাভ করতঃ আমাদের লোভ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে, যে তাহা আমরা যত শুনি, ততই পদে পদে আমাদের স্বাদ বৃদ্ধি হইতেছে। এই কৃষ্ণ-বিষয়ে লোভের অন্যতম নাম 'আদর'। এ বিষয়ে পরে আমরা বিশেষরূপে বিচার করিব।

লৌল্যের অন্য অর্থ - 'বাসনা'। বাসনা দুই প্রকার অর্থাৎ ভোগ-বাসনা ও মোক্ষবাসনা। এই দুই প্রকার বাসনা পরিত্যাগ না করিলে ভক্তিসাধন হয় না। শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (১।২।১৫) লিখিয়াছেন—

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্‌ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

ভুক্তি ও মুক্তি-স্পৃহা — ইহারা দুইটি পিশাচী। ইহারা যে পর্যন্ত হৃদয়ে থাকে, সে পর্য্যন্ত ভক্তিপথের উদয় হয় না।

ভোগ বা ভুক্তি দুই প্রকার, ঐহিক ও পারত্রিক। ধন, স্ত্রী, পুত্র, ঐশ্বর্য্য, রাজ্য, জয়, সুখাদ্য-ভোজন, সুখশয্যায় শয়ন, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য কামিনী-সম্ভোগ, বর্ণাদির সম্মান এবং অন্যান্য প্রকার বিলাস — সমস্তই ঐহিক ভোগ। স্বর্গগমন ও তথায় অমৃতাদি সেবন, এবং অজর অবস্থায় ইন্দ্রিয়-তর্পণ ইত্যাদি — সমস্তই পারত্রিক ভোগ। হৃদয়ে ভোগবাঞ্ছা থাকিলে হৃদয় নিঃস্বার্থ ভাবে কৃষ্ণ-ভজন করিতে পারে না। সুতরাং, ভোগবাঞ্ছা সম্পূর্ণরূপে হৃদয় হইতে উৎপাটিত না করিতে পারিলে ভক্তি সাধনে বিশেষ ব্যাঘাত হয়। ইহাতে একটি কথা এই যে — ঐ সমস্ত বিষয়ভোগ যদি ভক্তির অনুকূল হয়, তবে গৃহস্থ ব্যক্তি তাহা নিষ্পাপ ভাবে স্বীকার করিতে পারেন। সে স্থলে ঐ সকল ভোগকে 'ভোগ' বলা যায় না, কিন্তু 'সাধক-জীবনোপায়' বলিয়া তাহাদিগকে বলা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন (১।২।৯-১০) —

ধর্ম্মস্য হ্যপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থোস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥

ভোগ-সাধক ধর্ম্ম হইতে অর্থ, অর্থ হইতে কাম ও কামের ফল — ঐহিক বা পারত্রিক ইন্দ্রিয়-প্রীতি লাভ হয়। কিন্তু আপবর্গ্যরূপ একান্ত ধর্ম্মে যে অর্থ লাভ হয় এবং অর্থে যে কাম-প্রাপ্তি হয়, সে সমস্তই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার অনুকূল হইয়া থাকে ; যেহেতু, কৃষ্ণ-কাম — ধর্ম্ম ও অর্থের তাৎপর্য্য এবং কৃষ্ণকামই - তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা। এই ধর্ম্মের অন্যতম নাম 'যুক্তবৈরাগ্য'।

মোক্ষ-বাসনাও নিতান্ত পরিত্যাজ্য। মোক্ষ পঞ্চপ্রকার — সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য। ভক্তিসাধকের পক্ষে সাযুজ্যমুক্তি বড়ই ঘৃণিত। সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য — ইহারা ভোগবাঞ্ছাশূন্য হইলেও স্পৃহণীয় নয়। জীবাত্মা ভক্তি-বলে জড়মুক্ত হইলেই সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি লাভ করেন।

কিন্তু, সে মুক্তি ভক্তির অবান্তর ফল, অর্থাৎ মুখ্য ফল নয়। মুক্ত-পুরুষ যে বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন, তাহাই সাধনভক্তির মুখ্য ফল। এস্থলে শ্রীসার্ব্বভৌমের উক্তি বড়ই মধুর। যথা শ্রীচরিতামৃতে (মঃ ৬।২৬৭-২৬৯) —

'সালোক্যাদি' চারি যদি হয় সেবা-দ্বার।
তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার॥
'সাযুজ্য' শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা-ভয়।
'নরক' বাঞ্ছয়ে, তবু সাযুজ্য না লয়॥
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুই ত' প্রকার।
ব্রহ্ম-সাযুজ্য হৈতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার॥

তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণেচ্ছায় ভক্তের যে অচিৎ-সম্বন্ধ-ছেদন রূপ মুক্তি হয়, তাহা ভক্ত অনায়াসে লাভ করেন। তজ্জন্য স্পৃহা করিয়া ভক্তি-চেষ্টাকে দূষিত করা উচিত নয়।

বহির্ম্মুখ-লৌল্য বিশেষ যত্নের সহিত ত্যাগ করাই ভক্তিসাধকের একান্ত কর্ত্তব্য।

পরিশিষ্ট (খ) — ভক্তিসাধক ষড়্গুণ

১। উৎসাহ

শ্রীরূপগোস্বামী স্বীয় 'শ্রীউপদেশামৃতে' 'অত্যাহার', 'প্রয়াস', 'প্রজল্প', 'নিয়মাগ্রহ', 'জনসঙ্গ' ও 'লৌল্য' — এই ছয়টি 'ভক্তিবাধক' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। এই ছয়টি বিষয়ের পৃথক্ পৃথক্ বিচার লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি তৃতীয় শ্লোকে তিনি 'ভক্তিসাধক' ছয়টি বিষয় বলিতেছেন —

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাত্তত্তৎকর্ম্ম প্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্‌ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি॥

এই ছয়টি বিষয় এখন পৃথক্ পৃথক করিয়া আলোচনা করা আবশ্যক। অতএব প্রথমেই 'উৎসাহ' সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত আছে, তাহা বলিতেছি।

উৎসাহ না থাকিলা শৈথিল্য জন্মে। জাড্য, ঔদাসীন্য বা নির্ব্বেদ হইতে শৈথিল্য উৎপন্ন হয়। আলস্য ও জড়তাকেই 'জাড্য' বলে। উৎসাহ জন্মিলে আলস্য ও জড়তা থাকে না। কার্য্যে অস্পৃহাই জড়তা। এই জড়তা চিদ্ধর্ম্মের বিপরীত। জড়তাকে দেহে বা হৃদয়ে স্থান দিলে কিরূপে ভজন হইবে? ঔদাসীন্য ধর্ম্ম অযত্ন হইতে হয়। অনির্ব্বিণ্ণ চিত্তের সহিত ভক্তিযোগের অনুশীলন করিতে হয়; ইহা শ্রীগীতায় (৬।২৩) আজ্ঞা করিয়াছেন, যথা —

তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগ-
বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো
যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা॥

এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীল বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন, "আত্মন্যযোগ্যত্বমননং নির্ব্বেদস্ত-দ্রহিতেন চেতসা।" যে কার্য্যে আপনাকে অযোগ্য মনন করা যায়, সেই কার্য্যে নির্ব্বেদ হয়। সেরূপ নির্ব্বেদ-শূন্য চিত্তের সহিত ভক্তিযোগ করিতে হয়। ভক্তিযোগ সম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ভাগবতে একাদশে (২০।৭-৮) এইরূপ কথিত হইয়াছে —

নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনাসিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কা মনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জ্ঞাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য
সিদ্ধিদঃ॥

পরমার্থসার্থক চিত্ত অবস্থাক্রমে তিন প্রকার — অর্থাৎ নির্ব্বিণ্ণ চিত্ত, অনির্ব্বিণ্ণ চিত্ত এবং নির্ব্বেদ ও আসক্তিরহিত চিত্ত। যোগও তিন প্রকার — জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ। নির্ব্বিণ্ণচিত্ত কর্ম্মন্যাসী পুরুষদিগের পক্ষে জ্ঞানযোগ শ্রেয়ঃ। কর্ম্মী অনির্ব্বিণচিত্ত পুরুষদিগের পক্ষে কর্ম্মযোগ। অনির্ব্বিণ্ণচিত্ত অনাসক্ত পুরুষদিগের যখন সৌভাগ্যক্রমে আমার কথায় শ্রদ্ধা জন্মে, তাঁহাদের পক্ষে ভক্তিযোগই শ্রেয়স্কর। তাৎপর্য্য এই — যাঁহারা কেবল জড়ীয় কর্ম্মে নির্ব্বেদ লাভ করিয়াছেন, অথচ জড়াতীত অপ্রাকৃত-ক্রিয়া অনুভব করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের চিত্তে নির্ব্বেদ বই আর কি থাকিতে পারে? তাঁহাদের পক্ষে নির্ব্বেদ-ব্রহ্মজ্ঞানই চরম লাভ। যাঁহাদের জড়ীয় কর্ম্মে নির্ব্বেদ জন্মে নাই, যেহেতু তাঁহাদের চিৎক্রিয়ার অনুভূতি হয় নাই, তাঁহাদের পক্ষে হৃদ্-বিশুদ্ধি কারক কর্ম্মযোগ বই আর গতি নাই। যাঁহারা জড়ীয় কর্ম্মকে তুচ্ছ বলিয়া জানিয়াছেন এবং চিৎক্রিয়ার অনুভূতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সমস্ত জড়কর্ম্মে নির্ব্বেদ লাভ করিয়া চিদুদয়ের সহায়রূপে কিয়ৎপরিমাণ জড়-কর্ম্ম স্বীকার করেন; কিন্তু, সেই সেই কর্ম্মে তাঁহাদের আসক্তি থাকে না। ভক্তিতে যত পরিমাণে চিদালোচনা হইতে থাকে, সেই পরিমাণে তাঁহাদের জড়সম্বন্ধ মুক্তি সঙ্গে সঙ্গে অবান্তর ফল-রূপে উদিত হইতে থাকে। ভক্তি-যোগীদিগের লক্ষণ (শ্রীভাঃ ১১।২০।২৭-২৮) এই-

জ্ঞাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।

বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥

কাম হইতে কর্ম্মের উদয়, নির্বেদ হইতে জ্ঞানের উদয় এবং ভগবদ্‌বিষয়িণী শ্রদ্ধা হইতে ভক্তির উদয় হয়। জাতশ্রদ্ধ পুরুষ স্বভাবতঃ সকল জড়কর্ম্মে নির্ব্বিণ্ণ; কেবল সেই কর্ম্মের যতটুকু ভগবদ্‌বিষয়িণী শ্রদ্ধার অনুকূল হয়, ততটুকু অনাসক্তভাবে স্বীকার করেন। শরীর না থাকিলে ভক্তিসাধন হয় না। যে সকল কর্ম্ম শরীর রক্ষার জন্য প্রয়োজন হয়, সেই সমুদায় দুঃখাত্মক কাম-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে কার্য্য পাওয়া যায় না, অতএব, সাধারণের পক্ষে দুঃখ-ফলজনক সেই কাম ফলকে তুচ্ছ বুদ্ধিতে নিন্দা করিতে করিতে ভোগ করেন এবং তত্তৎকাম-ভোগদ্বারা জীবনের প্রয়োজন নির্ব্বাহ করতঃ দৃঢ়-বিশ্বাসের সহিত ভক্তিযোগে আমাকে ভজন করিতে থাকেন। জড় কর্ম্ম-প্রসূত কামফলকে বহু আদরের সহিত যাহারা ভোগ করে, তাহারা কর্ম্মাসক্ত। তাহাতে অনাদর করিয়া তাহাতে যে ভগবদ্‌ভক্তিসাধিকা বৃত্তি আছে, তাহাকে আদর করতঃ যাঁহারা কর্ম্মাদি স্বীকার করেন তাঁহারা অনাসক্ত। কর্ম্মে অনাসক্ত বটেন, কিন্তু ভক্তিতে পরমোৎসাহের সহিত কার্য্য করেন। ভগবদ্ভক্তি সাধকদিগের উন্নতি-প্রক্রিয়া বলিতেছেন, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশে (২০।২৯-৩০,৩৫) —

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥
নৈরপেক্ষ্যং পরং প্রাহুর্নিঃশ্রেয়সমনল্পকম্।
তস্মান্নিরাশিষো ভক্তির্নিরপেক্ষস্য মে ভবেৎ॥

যে মুনি পূর্ব্বোক্ত ভক্তিযোগের সহিত আমাকে নিরন্তর ভজন করেন, তাঁহার হৃদয়ে আমি অনুক্ষণ থাকিয়া হৃদয়জাত কাম সমস্তই নাশ করি। আমার পবিত্র অনুস্মরণ হইতে হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। তদ্দ্বারা অবিদ্যা-গ্রন্থি দূর হয় এবং সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়। অখিলাত্ম-স্বরূপ আমাকে দর্শন করিলে সমস্ত কর্ম্মক্ষয় হয়। ইহাই জীবের পক্ষে পরম নৈরপেক্ষ্যরূপ অতি বড় শ্রেয়ঃকল্প। তাৎপর্য্য এই যে — হৃদ্‌গত কাম-নাশের জন্য চেষ্টা করা এবং অবিদ্যা নাশের জন্য অন্যপ্রকার যত্ন করা নিরর্থক। কিন্তু, ভগবদনুশীলনরূপ ভক্তিযোগ সাধন করিতে করিতে অবিদ্যা, কাম, কর্ম্ম, জীবের সমস্ত সংশয় ও কর্ম্ম বন্ধ ভগবৎ-কৃপা বলে দূরীভূত হয়। জ্ঞানী ও কর্ম্মীদিগের চেষ্টায় সেরূপ ফল হয় না। সুতরাং, অন্য-বাঞ্ছা, অন্য-আশা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিরপেক্ষ হইলে আমাতে শুদ্ধাভক্তি হয়।

কর্ম্ম নাশ করিতে আমাদের শক্তি নাই বলিয়া নিরুৎসাহ হওয়া অনুচিত। ভক্তির প্রারম্ভেই সাধকের উৎসাহময়ী শ্রদ্ধা হওয়া আবশ্যক। কোন বিশুদ্ধ ভক্ত্যাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, ভজনক্রিয়া দ্বিবিধা অর্থাৎ অনিষ্ঠিতা ও নিষ্ঠিতা। শ্রদ্ধার দ্বারা সাধুকৃপায় ভজন শিক্ষা করতঃ নিষ্ঠা জন্মিলে 'নিষ্ঠিতা' ভজন ক্রিয়া হয়। যতদিন 'নিষ্ঠিতা' ভজন-ক্রিয়া হয় না, ততদিন 'অনিষ্ঠিতা' ভজনক্রিয়া কাজে কাজেই হইয়া থাকে। তাহাতে ভজন-ক্রিয়া উৎসাহময়ী ঘনতরলা, ব্যূঢ়বিকল্পা, বিষয়-সঙ্গরা, নিয়মাক্ষমা ও তরঙ্গরঙ্গিণী — এই প্রকার ছয় লক্ষণে লক্ষিতা।

'শ্রীহরিভক্তিবিলাসে' শ্রীহরিনামাপরাধ মধ্যে প্রমাদকে একটি অপরাধ বলিয়া গণনা করিয়াছেন। 'শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি' গ্রন্থ উক্ত অনবধানকে তিন প্রকার বলিয়াছেন। ঔদাসীন্য, জাড্য ও বিক্ষেপ — এই তিন প্রকার অনবধান। এই তিন প্রকার অনবধান হইতে নিষ্কৃতি না পাইলে কোন ক্রমেই ভজন হয় না। অন্য সমস্ত নামাপরাধ পরিত্যাগ করিলেও অনবধান থাকিতে কখনই নামে মতি হয় না। যদি ভজন-প্রারম্ভে উৎসাহ থাকে এবং ঐ উৎসাহ শীতল না হইয়া পড়ে, তবে আর কখনই নাম-ভজনে উদাসীনতা, আলস্য ও বিক্ষেপ আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে না। সুতরাং উৎসাহই সকল ভজনের সহায়। ভজনক্রিয়া উৎসাহময়ী হইলে অতি অল্প দিনে অনিষ্ঠিতত্ব পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ঠা অবস্থাকে লাভ করা যায়। অতএব, শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন (শ্রীভঃ রঃ সিঃ ১।৪।১০)-

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥

অর্থাৎ শ্রদ্ধার উদয় হইলে ভজনাধিকার জন্মে। ভজনাধিকার উদিত হইলে সাধুসঙ্গ হইয়া থাকে। সাধুসঙ্গ হইলে ভজন-ক্রিয়া হয়। প্রথমে সেই ভজনে নিষ্ঠা থাকে না, কেন না তখন অন্য প্রকার অনর্থ সকল হৃদয়কে পেষণ করিতে থাকে। উৎসাহের সহিত ভজন করিতে করিতে সকল অনর্থ দূর হয়। অনর্থ যত দূর হয়, ততই নিষ্ঠার উদয় হয়।

'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস বটে ; কিন্তু উৎসাহই শ্রদ্ধার জীবন। উৎসাহ-হীন শ্রদ্ধার কোন প্রকার ক্রিয়া হয় না। অনেকেই মনে করেন, তাঁহারা ঈশ্বরে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে তাঁহাদের উৎসাহ না থাকায় শ্রদ্ধার কার্য্য হয় না। সুতরাং তাঁহাদের সাধুসঙ্গাভাবে ভজন হয় না।

২। নিশ্চয়

'শ্রীউপদেশামৃতে' গোস্বামী মহোদয় ভজন-প্রয়াসীর পক্ষে 'নিশ্চয়'-বিশিষ্ট হইবার উপদেশ দিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত নিশ্চয়তা না হয়, সে পর্য্যন্ত লোক সংশয়াত্মা থাকে। সংশয়াত্মা পুরুষদিগের কখনই মঙ্গল হয় না। সংশয়াক্রান্ত চিত্তে অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধাই বা কিরূপে হইবে। শ্রীগীতায় (৪।৪০) বলিয়াছেন —

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি না পারো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥

সম্বন্ধজ্ঞানহীন, শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াত্মা ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। সন্দিগ্ধ-চিত্ত লোকের ইহলোক বা পরলোকে কোন সুবিধা নাই এবং তাহাদের কোন সুখ হয় না। যাঁহার শ্রদ্ধা হইয়াছে, তিনি প্রথমেই নিঃসংশয় হইয়াছেন, সন্দেহ নাই, কেন-না 'শ্রদ্ধা'-শব্দের অর্থই দৃঢ়বিশ্বাস। যতক্ষণ সংশয় আছে, ততক্ষণ চিত্তে দৃঢ়বিশ্বাস কখনই হইতে পারে না। সুতরাং, শ্রদ্ধাবান্ জীব সর্ব্বদাই সংশয়হীন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবকেই 'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজন' — এই তত্ত্বত্রয় প্রথমেই জানিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। এই তত্ত্বত্রয়ে দশটি মূল বিষয় আছে, — তাহার প্রথম মূল এই — বেদশাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। প্রমেয় নির্ণয় করিতে গেলে প্রথমেই প্রমাণকে জানা আবশ্যক। প্রমেয় নয়টি ও সেই প্রমেয়গুলিকে বিচার-বিষয়ীভূত করিতে হইলে অগ্রে প্রমাণের আবশ্যক। নানা-শাস্ত্র নানা প্রকার প্রমাণ নির্ণয় করিয়াছেন। কেহ বলেন — প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান প্রভৃতি প্রমাণ; কেহ অন্য বিষয়কেও প্রমাণ-মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণব শাস্ত্রে অন্য সকল প্রমাণকে 'গৌণ-প্রমাণ' বলিয়াছেন। অতএব আম্নায়-প্রাপ্ত স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণই একমাত্র 'মুখ্য প্রমাণ' এবং তাহাই গ্রাহ্য। জগতে যত ভাব আছে, সে গুলিকে দুইভাগে বিভাগ করা যায়। কতকগুলি ভাব অচিন্ত্য এবং কতকগুলি ভাব - চিন্ত্য। প্রাকৃত ভাবসমূহ - চিন্ত্য অর্থাৎ মানবের চিন্তা-মার্গে স্বয়ং উদিত হয়। অপ্রাকৃত ভাব অচিন্ত্য; তাহা মানবের সামান্য জ্ঞানশক্তির গম্য নহে। আত্মসমাধি ব্যতীত অচিন্ত্য ভাবসকল জানা যায় না। সুতরাং, অচিন্ত্য বিষয়ে তর্কান্তর্গত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের গতি নাই। এইজন্য (শ্রীভঃ রঃ সিঃ ধৃতঃ মঃ ভা উদ্যোগপর্ব্বে) বলিয়াছেন —

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥

প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতীত যাহা, তাহা অচিন্ত্য-ভাবময়। তাহাতে প্রত্যক্ষ্য অনুমানের প্রবেশ নাই। সেই সকল অচিন্ত্য ভাব জানিবার জন্য আত্মসমাধি একমাত্র উপায়। আত্মসমাধিও সাধারণ লোকের অসাধ্য-প্রায়। পরম করুণাময় পরমেশ্বর জীবের পক্ষে এই বিষম প্রমাদ দেখিয়া বেদশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২০।১২২, ১২৪-১২৫)-

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ-স্মৃতি জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
বেদশাস্ত্র কহে-'সম্বন্ধ','অভিধেয়','প্রয়োজন'।
'কৃষ্ণ' প্রাপ্য সম্বন্ধ, 'ভক্তি' প্রাপ্যের সাধন॥
অভিধেয় নাম - 'ভক্তি', 'প্রেম' - প্রয়োজন।
পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম - মহাধন॥

অচিন্ত্য ভাব সকল জানিতে হইলে একমাত্র বেদ-প্রমাণই গ্রাহ্য। ইহাতে আর একটি বিচার আছে। গুরুপরম্পরা প্রাপ্ত বেদকে 'আম্নায়' শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হয়। বেদে বহুবিধ বিষয় আছে, অধিকারিভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের উপদেশ

আছে। সকল অধিকার অপেক্ষা ভক্তি অধিকারই শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্ব মহাজনবর্গ ভজন-বলে আত্মসমাধির উদয় করিয়া বেদের ভক্তি-অধিকারের শিক্ষা-সমূদয় পৃথক্ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। অতএব, পূর্ব্ব মহাজনগণ যে সমস্ত বেদ-বাক্য ভক্তির অধিরকার বিষয়ক বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন তৎসমস্তই 'আম্নায়' এবং তাহা শিক্ষা করা প্রয়োজন। এইস্থলে শ্রীগুরুদেবের কৃপা সম্পূর্ণ-রূপে না পাইলে অচিন্ত্য ভাব-সকলে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ এই (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২০।১২৭-১৩৬) —

ইহাতে দৃষ্টান্ত — যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
'সর্ব্বজ্ঞ' আসি' দুঃখ দেখি' পূজয়ে তাহারে॥
'তুমি কেনে এত দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন।
তোমারে না কহিল, অন্যত্র ছাড়িল জীবন॥'
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশ্যে।
ঐছে বেদ-পুরাণ জীবে 'কৃষ্ণ' উপদেশে॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে, 'শ্রীকৃষ্ণ' - সম্বন্ধ॥
বাপের ধন আছে — জানে, ধন নাহি পায়।
সর্ব্বজ্ঞ কহে তা'রে প্রাপ্তির উপায়॥
'এইস্থানে আছে ধন' বলি দক্ষিণে খুদিবে।
'ভীমরুল-বরুলী' উঠিবে, ধন না পাইবে॥
'পশ্চিমে' খুদিবে, তাহাঁ যক্ষ এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে — ধনে হাত না পড়য়॥
'উত্তরে' খুদিলে আছে 'কৃষ্ণ অজগরে'।
ধন নাহি পা'বে, খুদিতে গিলিবে সবারে॥
পূর্ব্বদিকে তা'তে মাটী অল্প খুদিতে।
ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥
ঐছে শাস্ত্র কহে — কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি'।
'ভক্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁ'রে ভজি'॥

পরমার্থ-লিপ্সু পুরুষ ব্যাকুল হইয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট যখন আত্মার সিদ্ধান্তসকল শ্রবণ করেন, তখন তাঁহার চিত্ত নির্ম্মল হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে গমন করিতে থাকে। আম্নায়ই পরমার্থ বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ। এই প্রমাণ অবলম্বন পূর্ব্বক নয়টি প্রমেয় বিচার করিতে হয় এবং এই বিচার আম্নায়-বলে শুদ্ধচিত্তে উদিত হয়। ইহারই নাম 'আত্মসমাধি' — ইহাই পরমার্থের মূল।

এই আম্নায় দ্বারা প্রথম প্রমেয়ের বিচারে জানা যায় যে 'পরব্রহ্ম শ্রীহরি' একমাত্র উপাস্য। তৎসম্বন্ধে নির্ব্বিশেষ চিন্তা তাঁহার প্রভাকে ব্রহ্মরূপে স্থাপন করে। সেই শ্রীহরি একাংশে পরমাত্মা বা ঈশ্বর হইয়া জগদ্বিধাতা, জগৎপালয়িতা ও জগৎসংহর্ত্তৃ রূপে উদিত হ'ন। শ্রীহরিই স্বয়ং 'কৃষ্ণ', পরমাত্মাই 'বিষ্ণু', তাঁহার প্রভাই 'ব্রহ্ম'। এইস্থলে সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীহরির তত্ত্ব বিচার করিয়া পরব্রহ্ম সম্বন্ধে সংশয় দূর হয়। যে পর্য্যন্ত এই সংশয় থাকে, সে পর্য্যন্ত প্রাকৃত-জ্ঞানের বিপরীত ভাব লইয়া 'ব্রহ্ম'-আলোচনা রূপ জ্ঞানই অবলম্বন হয়; আবার অংশরূপ 'পরমাত্ম'-পুরুষের অনুসন্ধানে অষ্টাঙ্গাদি যোগের কল্পনা হয়। নিঃসংশয় হইলে একমাত্র 'শ্রীকৃষ্ণে' অচলা ভক্তি উদিতা হ'ন।

আম্নায়-জ্ঞানে দ্বিতীয় প্রমেয়ের বিচার এই — সেই পরব্রহ্ম শ্রীহরি স্বাভাবিক অচিন্ত্য শক্তি-বিশিষ্ট। একটি শক্তির চালনায়, তিনি অস্ফুট-জ্ঞানে ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হ'ন। ইহারই নাম তাঁহার 'নির্ব্বিশেষ শক্তি'। আবার, অনন্ত-শক্তির চালনায় তিনি ব্রহ্ম ও পরমাত্মাকে ক্রোড়ীভূত করিয়া নিজ ভগবৎ-সত্তা প্রকাশ করেন, ইহার নাম 'সবিশেষ শক্তি'। নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ শক্তিদ্বয় তাঁহাতে নিত্য বর্তমান থাকিলেও সবিশেষ-শক্তির বলাধিক্য দেখা যায়। যথা (শ্বঃ উঃ ৬।৮) —

পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে,
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া চ।

সেই পরশক্তির সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী — বিক্রমত্রয় অপ্রাকৃত ভক্তের সুলভ হ'ন।

তৃতীয় প্রমেয় সম্বন্ধে আম্নায় বলেন — সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ পরম অপ্রাকৃত-রস। যে রসের বিক্রমে চিদচিৎ উভয় জগৎ উন্মত্ত হইয়া পড়ে, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। অতএব, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন — 'আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা।' সেই পরম রসের বলে চিৎ ও জড়-জগতে অনন্ত বৈচিত্র্য। চিজ্জগতে যে রস তাহাই শুদ্ধ; জড়-

জগতের রস তাহার ছায়া। চিজ্জগতের অনন্ত রস আবার অচিন্ত্য-শক্তিক্রমে শ্রীব্রজলীলায় প্রপঞ্চে উদিত হইয়াছেন। শুদ্ধজীব চিদ্‌রসের অধিকারী। জীবের ঐ পরম রস প্রাপ্য ধর্ম্ম। ভজন-বলে জীব তাহাই লাভ করেন। ব্রহ্ম-প্রাপ্তি অত্যন্ত নীরস, তাহা কখনও ভজনীয় নহে। পরমাত্ম-প্রাপ্তিতে রসের উদয় নাই। কেবল কৃষ্ণ-ভজনই রয়ময়।

চতুর্থ প্রমেয় বিচারে আম্নায় বলেন — জীব-সকল শ্রীকৃষ্ণ-রূপ চিৎসূর্য্যের অণুনিচয়, তাহারা সংখ্যায় অনন্ত। কৃষ্ণের চিচ্ছক্তিতে যদ্রূপ চিজ্জগৎ, অপরা মায়া-শক্তিতে যদ্রূপে জড়জগৎ, তদ্রূপ পরা খণ্ড-চিচ্ছক্তিতে জৈব-জগৎ। কৃষ্ণের চিদ্ধর্ম্মে যে সকল পরিপূর্ণ গুণ আছে, তাহা বিন্দু-বিন্দু মাত্র অনুরূপ জীবে স্বভাবতঃ বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণের যে স্বতন্ত্রতা ধর্ম্ম আছে, তাহার এক কণা জীবে লক্ষিত হয়। সেই ধর্ম্মের দ্বারা জীবের স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধ আছে। তদ্বশতঃ জীব-সকল প্রবৃত্তি-ভেদ লাভ করিয়াছে। একটি প্রবৃত্তিক্রমে জীব স্বীয় সুখ অন্বেষণ করে, অন্য প্রবৃত্তিক্রমে কৃষ্ণ-সুখ অন্বেষণ করে। স্বীয়-সুখান্বেষী ও শ্রীকৃষ্ণ-সুখান্বেষী হইয়া জীব সমূহের বর্গদ্বয় সিদ্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ-সুখান্বেষীগণ নিত্যমুক্ত, স্ব-সুখান্বেষীগণ নিত্যবদ্ধ। এ-সম্বন্ধে অচিন্ত্য ভাবসকল চিৎকালের অনুগত। চিচ্ছক্তিগত-কালে নিত্য-বর্ত্তমানতা ধর্ম্ম আছে। অপরা, জড়া বা মায়া শক্তিগত কালে ভূত-ভবিষ্যদ্-বর্ত্তমান রূপ ত্রিবিধ ধর্ম্ম। সুতরাং, এ সম্বন্ধে যে সকল বিচার উদিত হয়, তাহা চিৎকালগত করিলে সংশয় থাকে না, জড়কালগত করিলে অনেক সংশয়ের উদয় হয়। জীব শুদ্ধ-চিৎকণ হইয়া কেন নিজ-সুখান্বেষী হইল? এইরূপ বিতর্ক তুলিলে জড়কালগত সংশয় উপস্থিত হয়। সেই সংশয় পরিত্যাগ করিতে পারিলে ভজন হইতে পারে, নতুবা কেবল বিতর্ক-পরম্পরা উপস্থিত হইতে থাকে। অচিন্ত্য-ভাবে তর্ক সংযোগ করিলেই অনর্থ উপস্থিত হইয়া পড়ে।

পঞ্চম প্রমেয় সম্বন্ধে আম্নায়ের শিক্ষা এই — নিজ সুখান্বেষী জীবসমূহ নিকটস্থিত মায়াকে বরণ করিয়া মায়া-কালগত সুখদুঃখ ভোগ করিতেছে। কর্ম্ম আর কিছুই নহে, তাহা মায়াকৃত একটি অন্ধ-চক্র। যাঁহারা মায়াতে প্রবেশ করেন নাই, তাঁহাদের কর্ম্মের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। মায়াচক্র হইতেই নিজ-সুখান্বেষী জীবগণের ভোগায়তন-রূপে স্থূল ও লিঙ্গ দেহদ্বয়। এই অন্ধচক্র অনন্ত-রূপে পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু, জীবের পক্ষে প্রবেশ-কালে যেমন সহজ হইয়াছিল, মুক্তিকালেও তাহা তেমন সহজে দূরীকৃত হয়।

মায়ার অন্ধচক্রগত জীবসকলকে 'নিত্যবদ্ধ' বলা যায়। এস্থলে 'নিত্য'-শব্দ মায়াকাল সম্বন্ধে প্রযুক্ত। চিদ্বস্তুর স্পর্শে চিৎকালের উদয় হইলে তাহাদের বদ্ধভাবের অনিত্যতা দেখা যায়। সাধু-মহাজনের কৃপা ও কৃষ্ণকৃপার বলে জন্ম-জন্মান্তরের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি-লাভের দ্বারা বদ্ধজীবের মঙ্গলোদয় হয়। যথা —

> কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
> সাধুসঙ্গে তরে কৃষ্ণে রতি উপজয়॥
>
> ~ (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।৪৫)

> ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা
> ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
> সৎসঙ্গমো যর্হি তদেব সদ্‌গতৌ
> পরাবরেশ ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥
>
> ~ (শ্রীভাঃ ১০।৫১।৫৩)

সাধুসঙ্গে সংসার-দুঃখের ক্ষয় হয়; শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় সুদৃঢ় বিশ্বাস হয়। তখন ভজন-বলে জীব শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় মায়াবন্ধন ছেদন করতঃ কৃষ্ণ সেবা লাভ করে। যাঁহারা আদৌ কৃষ্ণ-সুখান্বেষী হইয়া মায়াতে প্রবেশ করেন নাই, তাঁহাদের সহিত বদ্ধমুক্ত জীবসকল অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় সালোক্য লাভ করেন।

ষষ্ঠ প্রমেয় বিচারে আম্নায় সিদ্ধান্ত এই যে — শ্রীকৃষ্ণ ও তদিতর সকল বস্তুই অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধে আবদ্ধ। এ জন্য বেদে বহুতর স্থানে অভেদ এবং বহুতর স্থানে ভেদ-সূচক বাক্য-সকল দৃষ্ট হয়। অতাত্ত্বিক-সিদ্ধান্তে বেদের একদেশ মাত্র অবলম্বিত হয়। তাত্ত্বিক-সিদ্ধান্তে বেদের সর্ব্বদেশের তাৎপর্য্য গ্রহণ করা হয়। ভজন-পিপাসুদিগের আম্নায় শিক্ষায় এইমাত্র

জ্ঞান হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বময় এক অদ্বয়-তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণই এক বস্তু। সেই বস্তু সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। শক্তিদ্বারা জৈব ও জড় জগৎ বর্ত্তমান থাকিলেও বস্তু বাস্তবিক এক বই দুই নয়। বস্তু জ্ঞানে অভেদতত্ত্ব এবং শক্তি জ্ঞানে শক্তিপরিণাম ফলে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর যাহা দেখা যাইতেছে, সকলই তাঁহা হইতে নিত্যভিন্ন। এই নিত্য ভেদাভেদ স্বভাবতঃ অচিন্ত্য; কেন না জীবের মায়িক বুদ্ধিতে তাহা অস্পৃষ্ট। জীবের যখন অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয় হয়, তখন অচিন্ত্য ভেদাভেদময় শুদ্ধ-জ্ঞানের উদয় হইতে পারে। আম্নায়-বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া ভক্তজন কৃষ্ণ-কৃপায় অল্পকালের মধ্যেই এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব স্পষ্ট দেখিতে পা'ন। ইহাতে মায়িক বিচার চালাইতে গেলে 'মতবাদ' হইয়া পড়ে। এই সাতটি মূলের আত্মসমাধি-লব্ধ জ্ঞান যখন আম্নায় বলে উদিত হয়, তখনই সম্বন্ধ জ্ঞান হইল, বলিতে পারা যায়। শ্রীসনাতন গোস্বামীর প্রশ্নমতে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সম্বন্ধজ্ঞান তত্ত্ব বিশদরূপে বলিয়াছেন, যথা শ্রীচরিতামৃতে (মধ্য ২০।১০২) —

কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি — কেমনে 'হিত' হয়॥

যে সকল পুরুষের ভক্তিলাভ রূপ পরম হিত পাইবার আবশ্যকতা লাছে, তাঁহারা সকলেই শ্রীগুরুচরণে এই প্রশ্নটি করিবেন। শ্রীগুরু-মুখে এই প্রশ্নের সদুত্তর পাইলে সংশয় দূর হইয়া দৃঢ় বিশ্বাসের উদয় হইবে। এই বিচার বৃথা বলিয়া পরিত্যাগ করা উচিত নহে; যথা শ্রীচরিতামৃতে (আঃ ২।১৭) —

'সিদ্ধান্ত' বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণ লাগে সুদৃঢ় মানস॥

এখন দেখুন — দশটি মূলের মধ্যে প্রথম অষ্ট-মূলে প্রমাণ ও সম্বন্ধ-জ্ঞান সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামীকে যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাতেই এই সকল পাইবেন।

প্রমাণ-মূলটির সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য। যথা (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২০।১২৪) —

'বেদশাস্ত্রে কহে — সম্বন্ধ,অভিধেয়,প্রয়োজন।'

দ্বিতীয়-মূলটির সম্বন্ধে প্রভুবাক্য (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২০।১৫২, ১৫৫, ১৫৭) —

কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়-জ্ঞান তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, 'গোবিন্দ', 'পর' নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পূর্ণ, যাঁর গোলোক - নিত্যধাম॥
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি — তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ — ত্রিবিধ প্রকাশে॥

কৃষ্ণ-শক্তি সম্বন্ধে প্রভুবাক্য (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২০।১১১) —

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি॥

কৃষ্ণ — রসময়; যথা প্রভুবাক্য (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২০।১৫৩) —

সর্ব্ব-আদি, সর্ব্ব-অংশী, কিশোর-শেখর।
চিদানন্দ-দেহ, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর॥

জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৮-১০৯) —

জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্য-দাস'।
'সূর্য্যাংশ-কিরণ', যেন অগ্নিজ্বালাচয়॥

বদ্ধজীব সম্বন্ধে প্রভুবাক্য (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।১০, ২০।১১৭) —

সেই বিভিন্নাংশ জীব — দুই ত' প্রকার।
এক - 'নিত্যমুক্ত', এক - 'নিত্যসংসার'॥
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব — অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসার-দুঃখ॥

মুক্ত জীবের বিষয়ে প্রভুবাক্য (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।১১) —

'নিত্যমুক্ত' — নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
'কৃষ্ণ-পারিষদ' নাম ভুঞ্জে সেবাসুখ॥

ভেদাভেদ প্রকাশ; যথা (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৮)—

কৃষ্ণের 'তটস্থা শক্তি', ভেদাভেদ প্রকার॥

আম্নায় প্রসঙ্গে এইরূপ সম্বন্ধ জ্ঞান উদিত হইলে জীবের 'অভিধেয়' পরিজ্ঞাত হয়। শ্রীকৃষ্ণভক্তিই সেই 'অভিধেয়'। তাৎপর্য্য এই — জীবের চরম কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে, তাহার নাম 'অভিধেয়' এতৎ-সম্বন্ধে প্রভুবাক্য, শ্রীচরিতামৃতে (মধ্য ২২।১৭-১৮) —

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।
ভক্তি-মুখ নিরীক্ষক কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল॥

সাধন-ভক্তিকেই 'অভিধেয়' বলিয়াছেন। তাহা বৈধী ও রাগানুগা ভেদে দ্বিবিধ। সাধন-ভক্তি বৈধী অঙ্গে বহুবিধ। তাহা চতুঃষষ্ঠি অঙ্গে এবং কোন স্থলে নববিধ অঙ্গে সমষ্টি করা হইয়াছে। নবধা ভক্তির প্রচার যথা (শ্রীভাঃ ৭।৫।২৩) —

শ্রবনং কীর্ত্তনং বিষ্ণো স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

বদ্ধজীব কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণচরণে যে মনোনিবেশ করেন, তাহারই নাম 'ভক্তি'। কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে ভক্তির পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম। অনেক স্থলে ভক্তির অঙ্গ ও কর্ম্মের অঙ্গ একই প্রকার। সেই সকল অঙ্গ যখন অন্যাভিলাষ-যুক্ত হয়, তখনই কর্ম্মাঙ্গ হয়; যখন শুষ্ক-ব্রহ্মচিন্তা যুক্ত, তখনই জ্ঞানাঙ্গ বলা যায়। কতকগুলি অঙ্গে জ্ঞান বা কর্ম্ম কিছুই নাই। যে কর্ম্মের ফল কেবল কৃষ্ণানুগত্য, তাহা ভক্তির অঙ্গ। যে কর্ম্মের ফল স্বীয় সুখ ভোগ, তাহাই কর্ম্ম। আর যে কর্ম্ম সাযুজ্য-মুক্তির উদ্দেশক, তাহাই ব্রহ্ম-জ্ঞান। অতএব শ্রীরূপগোস্বামী ভক্তির লক্ষণ এইরূপ বলিয়াছেন (শ্রীভঃ রঃ সিঃ ১।১।৯) —

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

বিধিবাধ্য হইয়া ভক্তির যে সকল অঙ্গ অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই বৈধ-সাধন-ভক্তি। কৃষ্ণা-নুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া যে সেবাকার্য্য করা যায়, তাহাই রাগ-ভক্তি। ব্রজবাসীগণের যে ভক্তি, তাহাই 'রাগাত্মিকা', সে ভক্তিকার্য্যে তাঁহাদিগের যে অনুসরণ, তাহাই 'রাগানুগা' ভক্তি। বৈধী ভক্তি শ্রদ্ধা হইতে আরম্ভ করিয়া রতি পর্য্যন্ত যাইতে পারিলে তথায় রাগানুগা ভক্তির সহিত এক হইয়া পড়ে। রাগানুগা ভক্তি সর্ব্বদা বলবতী। ইহাই নবম মূল।

দশম মূল — আম্নায় বাক্য মতে প্রেমই 'প্রয়োজন'-তত্ত্ব। সাধন-ভক্তি হইতে প্রেম-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত এইরূপ ক্রম দৃষ্ট হয়। যথা, শ্রীমন্মহাপ্রভুবাক্য, শ্রীচরিতামৃতে (মঃ ২৩।৯-১৩)-

কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধনভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন'॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥
রুচি ভক্তি হৈতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই 'রতি' গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম' নাম।
সেই প্রেমা — 'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দ ধাম॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই দশমূল শিক্ষায় যাহাদের সংশয় থাকে, তাহারা ভজনোপযোগী নয়। সংশয় উদিত হইয়া ভজন বিকৃত করে; আশাকে দূষিত করিয়া দুষ্ট ফল প্রদান করতঃ সর্ব্বনাশ করে। অতএব, যাঁহাদের বিশুদ্ধ ভজন-স্পৃহা আছে, তাঁহারা সুদৃঢ়-নিশ্চয় হইয়া ভজন করুন।

৩। ধৈর্য্য

ভজনশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে ধৈর্য্যের নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা। ধৈর্য্য-গুণ যাঁহাদের আছে, তাঁহারা ধীর। ধৈর্য্য-গুণের অভাবে মানব চঞ্চল হইয়া উঠে। যাঁহারা ধৈর্য্য-হীন, তাঁহারা কোন কার্য্যই করিতে পারেন না। ধৈর্য্য-গুণের দ্বারা সাধক আপনাকে আপনি বশ করিয়া অবশেষে জগৎকে বশ করেন। 'শ্রীউপদেশামৃতে'র প্রথম শ্লোকে এই ধৈর্য্য-গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যথা —

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবী স শিষ্যাৎ॥

বেগ ছয় প্রকার অর্থাৎ বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ, উপস্থের বেগ।

অনেক কথা কহিবার ইচ্ছায় মানব বাচাল হইয়া পড়ে। বাক্য-সমুদায় নিয়মিত করিতে না

পারিলে পরচর্চ্চা দ্বারা অনেকের সহিত শত্রুতা উদয় হয়। অনাবশ্যক বাক্য বলা নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য; কিন্তু সংসারী মানব সর্ব্বদাই বাক্য ব্যয় করিবার অভিপ্রায়ে অনাবশ্যক বাক্য প্রয়োগ করিয়া কাল নষ্ট করে এবং বহুতর দুঃখ পাইয়া থাকে। ধার্ম্মিক লোকেরা এই উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া থাকেন। ঋষিগণ ভাল ভাল ব্রতের সঙ্গে সঙ্গে মৌন-ব্রতের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ভজন-পিপাসু ব্যক্তিগণ অনাবশ্যক কথা বলিবেন না। যদি অনাবশ্যক কথা বলিতে হয়, তবে অবশ্য অবশ্য মৌনব্রত অবলম্বন করিবেন। শ্রীহরিকথা ব্যতীত সকল কথাই অনাবশ্যক। তবে, শ্রীহরিভক্তি বিষয়ের অনুকূল-রূপে যে বিষয়-কথা হয়, তাহাও অনাবশ্যক নয়। অতএব, ভক্তগণ শ্রীহরিকথা ও শ্রীহরিকথার অনুকূল যাহা কিছু কথা থাকে, কেবল তাহাই বলিবেন। অন্য সকল কথাই বাক্যের বেগের মধ্যে পরিগণিত হইবে। এই বাক্যের বেগ যিনি সহিতে পারনে, তিনিই ধীর পুরুষ।

মনের বেগ সহ্য করাও ধীর ব্যক্তির ধর্ম্ম। যতক্ষণ মনের বেগধারণ করিতে অভ্যাস না হয়, তৎক্ষণ মনঃসংযোগ-পূর্ব্বক কিরূপে ভজন হইবে? নিদ্রাকাল ব্যতীত সংসারী ব্যক্তি নানা মনোরথে আরূঢ় হইয়া নানা চিন্তাবেগ হইতে কখনই নিষ্কৃতি লাভ করেন না। নিদ্রাকালেও আবার দুঃস্বপ্ন-সুস্বপ্নরূপে চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়। ঋযিগণ মনের বেগকে নিয়মিত করিবার জনই অষ্টাঙ্গ-যোগ ও রাজ-যোগের কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু, পরমেশ্বরের নিয়ম এই যে, মনকে একটু উচ্চ রস দিয়া ভুলাইয়া ক্ষুদ্র প্রাকৃত রস হইতে উহাকে নিয়মিত করিতে হয়। ভক্তিপথে যাঁহাদের মতি আছে, মনকে অতি সহজে তাঁহারা নিয়মিত করিতে পারেন। মন বেগ ব্যতীত থাকিতে চাহে না। উহাকে অপ্রাকৃত বিষয়ে বেগশালী করিলে তাহাতেই উহার কার্য্য হইতে থাকিবে, উহা আর তুচ্ছ বিষয়ে বেগশালী হইবে না। অনেকে মনে করেন যে, অষ্টাঙ্গ-যোগ ব্যতীত মনকে নিয়মিত করিবার আর উপায় নাই। কিন্তু, পতঞ্জলি মুনি স্বীকার করিয়াছেন যে, অষ্টাঙ্গ-যোগ যেরূপ মনকে নিয়মিত করে, তদ্রূপ ঈশ্বর-প্রণিধান বা ভক্তিযোগ মনকে নিয়মিত করিতে পারে। পতঞ্জলির 'ঈশ্বর-প্রণিধান্' শুদ্ধা ভক্তি নয়, উহা কাম্য ভক্তি মাত্র। যে ভক্তির প্রধান উদ্দেশ্য মনকে নিয়মিত করা, তাহা কখনই অন্যাভিলাষতা-শূন্যা ভক্তি হইতে পারে না। আনুকূল্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণানুশীলনই শুদ্ধা-ভক্তির একমাত্র তাৎপর্য্য। অতএব যখন শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান করা যায়, তখন চিত্তের প্রসন্নতা অবান্তর ফলের মধ্যে স্বয়ং উদিত হয়। "তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।" (শ্রীভাঃ ৭।১।৩২) — এই উপদেশ পালন করিলে কৃষ্ণপাদপদ্মে মন নিযুক্ত হয়, সহজে আর অন্যান্য বিষয়ে মন ধাবিত হয় না। শুদ্ধ-কৃষ্ণানুশীলন দ্বারা সাধকের মনের বেগ নিয়মিত হইয়া পড়ে। এই বিষয়টি ভাল করিয়া প্রণিধান করিলে যোগ ও ভক্তির স্বাভাবিক ভেদ জানা যাইবে।

ভক্তি-পিপাসুদিগের ক্রোধ বেগ ধারণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। মানবের কাম ভঙ্গ হইলেই ক্রোধের উদয় হয়। ক্রোধ হইলে ক্রমশঃ বিনাশ পর্য্যন্ত ফলোদয় হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মঃ ১৯।১৪৯) বলিয়াছেন — "কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।" যিনি শুদ্ধা-ভক্তিকে আস্বাদন করেন, তাঁহার চিত্তে কোন প্রকার তুচ্ছ কাম থাকে না। অতএব তাঁহার মনে ক্রোধের উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহাদের কাম্য-ভক্তি আছে, তাঁহারা ক্রোধকে জয় করিতে পারেন না। কেবল বিবেক দ্বারা ক্রোধকে জয় করা যায় না। বিষয়-রাগ অতি অল্প কালেই বিবেককে নিস্তব্ধ করিয়া স্বীয় রাজ্যে ক্রোধকে স্থান দিয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে (২৩।৩৩-৩৫, ৩৭, ৪০) ভিক্ষুর গীতে দেখা যায় যে, তিনি অতি অল্পকালের মধ্যে ক্রোধ সহন সমর্থ হইয়াছিলেন। যথা —

তং বৈ প্রবয়সং ভিক্ষুমবধূতমসজ্জনাঃ।
দৃষ্ট্বা পর্য্যভবন্ ভদ্র বহ্বীভিঃ পারভূতিভিঃ॥
কোচিৎ ত্রিবেণুং জগৃহুরেকে পাত্রং কমণ্ডলুম্॥
পীঠঞ্চৈকেঽক্ষসূত্রঞ্চ কন্থাং চীরাণী কেচন।
প্রদায় চ পুনস্তানি দর্শিতান্যাদদুর্মুনেঃ॥

অন্নঞ্চ ভৈক্ষ্যসম্পন্নং ভুঞ্জানস্য সরিত্তটে।
মূত্রয়ন্তি চ পাপিষ্ঠাঃ ষ্ঠীবন্ত্যস্য চ মূর্দ্ধনি॥
ক্ষিপন্ত্যেকেঽবজানন্ত এষ ধর্ম্মধ্বজঃ শঠঃ।
ক্ষীণবিত্ত ইমাং বৃত্তিমগ্রহীৎ স্বজনোজ্ঝিতঃ॥
এবং স ভৌতিকং দুঃখং দৈবিকং দৈহিকঞ্চ যৎ।
ভোক্তব্যমাত্মনো দিষ্টং প্রাপ্তং প্রাপ্তমবুধ্যত॥

শ্লোকগুলির অর্থ এই — অবন্তীবাসী বিপ্র হৃদয়-গ্রন্থি মোচন দ্বারা শান্ত ভিক্ষু-পদ প্রাপ্ত হইলেন। সেই বৃদ্ধ মলিন ব্রাহ্মণকে অসদ্ ব্যক্তিগণ এই বলিয়া অপমান করিতে লাগিলেন — "ওহে ভদ্র! এ কি রকম?" কেহ তাঁহার ত্রিদণ্ড, আবার কেহ বা কমণ্ডলু প্রভৃতি লইয়া, আবার "ওহে ! লও" বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল। নদীতীরে তিনি অন্ন পাক করিলে কেহ তাহাতে প্রস্রাব করিল, কেহ বা তাঁহার মস্তকে থুৎকার নিক্ষেপ করিল। কেহ বা "এই লোকটা ধর্ম্মধ্বজী ও শঠ" বলিয়া তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিল। এই প্রকারে অপমানিত হইয়াও তিনি এই স্থির করিলেন যে, কর্ম্মফলরূপ আমার ভৌতিক দুঃখ অর্থাৎ দুর্জন-কৃত দুঃখ, দৈহিক দুঃখ অর্থাৎ জ্বরাদি জনিত দুঃখ এবং দৈবিক দুঃখ অর্থাৎ শীতোষ্ণাদি জনিত দুঃখ — দৈবপ্রাপ্ত। এই সকল অবশ্য ভোক্তব্য। সেই ভিক্ষু তখন এইরূপ কথা বলিলেন —

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং
পূর্ব্বতমৈর্ম্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো
মুকুন্দাঙ্ঘ্রি-নিষেবয়ৈব॥
(শ্রীভাঃ ১২।২৩।৫৭)

আমি - আত্মা, ক্ষুদ্র জীব। শ্রীকৃষ্ণ — পরমাত্মা। বহির্ম্মুখ জীব সংসারনিষ্ঠ হইয়া ভৌতিক, দৈহিক ও দৈবিক কষ্ট পাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ-সেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। এ জগতে আমি সংসার নিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া পরাত্মনিষ্ঠারূপ শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিব। বাক্য, মন ও ক্রোধাদিকে বশীভূত করিয়া ভক্তি অনুকূল জীবনের সহিত পরাত্মনিষ্ঠ অবলম্বন করিব। পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ এই পরাত্মনিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া সংসার-সমুদ্র পার হইয়াছেন। পরাত্মনিষ্ঠা কোন স্থলে গৃহস্থধর্ম্মে জনকাদির আচরণের ন্যায় পরিলক্ষিত হয়, কোন স্থলে ভিক্ষুধর্ম্মে সনক-সনাতনাদির আচরণের ন্যায় পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ, দুই অবস্থাতেই পরাত্মনিষ্ঠা একই বস্তু। পরাত্মনিষ্ঠা ব্যতীত এই দুরন্তপার তমোময় সংসার-সাগরকে পার হওয়া যায় না। মুকুন্দ সেবাই আমার একমাত্র আশ্রয়। তদবলম্বনে আমি উদ্ধার পাইব। এই 'ভিক্ষুগীতে' আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি যে, যোগাদি চেষ্টার দ্বারা সংসার পার হওয়া দুর্ঘট। শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি-নিষ্ঠাতেই সকল লাভ হয়। যিনি ভক্তি অবলম্বনে বাক্য, মন ও ক্রোধ বেগকে দমন করিতে পারেন তিনিই ধীর।

জিহ্বার বেগকে দমন করাও নিতান্ত কর্ত্তব্য। চর্ব্ব, চুষ্য আদি ষড়্‌বিধ রসের প্রয়াসে সংসারী লোক সর্ব্বদা ব্যস্ত। 'আজ পলান্ন ভোজন করিব, আজ খেচরান্ন পাইবার জন্য বহু আয়াস করিব, আজ উত্তম পেয়-দ্রব্য পান করিব' — এইরূপ লালসায় বিষয়ী লোক ভ্রমণ করিতেছেন। জিহ্বা যতই ভোজন করে, উহার লালসা ততই বৃদ্ধি পায়। জিহ্বার লালসায় যাঁহারা ভ্রমণ করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে কৃষ্ণপ্রাপ্তি বড়ই দুর্ঘট। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন —

বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য - সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥
~ (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৬।২২৫-২২৭)

যাহা অনায়াসে পাওয়া যায়, তাহাতেই উদর-ভরণ করা উচিত। সাত্ত্বিক দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া তাঁহার প্রসাদ সেবন করিলে জিহ্বার পরিতোষের সহিত শ্রীকৃষ্ণালোচনা হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদে সুখাদ্য যদি অনায়াসে পাওয়া যায়, তাহলে জিহ্বার লালসা হওয়া দূরে থাকুক, বরং ক্রমে জিহ্বার বেগ দমিত হয়।

উদরবেগ একটি উৎপাত। যাহা আহার করিলে ক্ষুধা-নিবৃত্তি এবং জীবন-রক্ষা হয়, তাহাই উদরের প্রয়োজন। ভক্তি-পিপাসু ব্যক্তি যুক্তাহার দ্বারা শরীর রক্ষা করিবেন। তাহা না করিয়া যাঁহারা অধিক ভোজনের প্রয়াস করেন,

তাঁহারা নিতান্ত উদর-পরায়ণ। 'মিতভুক্' বলিয়া ভক্তগণের একটি লক্ষণ করা হয়। লঘ্বাহারী হইলে শরীর ভাল থাকে এবং ভজনে ব্যাঘাত হয় না। উদরের বেগ সহ্য করিতে যাহাদের শক্তি নাই, তাহারা সর্ব্বদাই আহার-লোলুপ। ভগবৎ-প্রসাদ না হইলে কোন দ্রব্যই আহার করা যাইবে না, এরূপ যাঁহাদের দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা, তাঁহারা উদরের বেগ সহনে বিশেষ সমর্থ হ'ন। ব্রতাদিতে যে উপবাসাদি করা যায়, তাহাও উদরের বেগ দমনের শিক্ষা স্থল।

উপস্থ-বেগ শ্রীহরিবিমুখগণের পক্ষে বড়ই ভয়ানক। ''লোকে ব্যবায়ামিষ-মদ্যসেবা, নিত্যাস্তু জন্তোর্নহি তত্র চোদনা।'' (শ্রীভাঃ ১১।৫। ১১) — এই শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্যের তাৎপর্য্য অতি গূঢ়। রক্তমাংস গঠিত শরীরে যাঁহারা অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের স্ত্রি-সঙ্গ একপ্রকার নিসর্গ জনিত ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। এই নিসর্গকে সঙ্কুচিত করিবার জন্য বিবাহ-বিধি। বিবাহ-বিধি হইতে যাঁহারা মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রায়ই পশুবৎ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত। তবে যাঁহারা সৎসঙ্গ জনিত ভজন-বলে নৈসর্গিক বিধি অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত বিষয়ে রতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রী-পুরুষ সঙ্গ নিতান্ত তুচ্ছ। যাঁহারা বিষয়রাগে পূর্ণ, তাঁহারা কখনই উপস্থ বেগ সহিতে পারেন না। অনেকে অবৈধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'ন। ভজন-পিপাসুগণ এই প্রবৃত্তি-সম্বন্ধে দুই প্রকার। সাধুসঙ্গ বলে যাঁহাদের রতি শুদ্ধতা লাভ করিয়াছে, তাঁহারা একেবারে স্ত্রী-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ভজন করিতে থাকেন। ইহারা গৃহত্যাগী বৈষ্ণব। যাঁহাদের স্ত্রী-সঙ্গ প্রবৃত্তি দূরীভূত হয় নাই, তাঁহারা বিবাহবিধি ক্রমে গৃহস্থ থাকিয়া ভগডজন করেন। বৈধ স্ত্রীসঙ্গমকেই উপস্থ বেগ ধারণ বলে।

পূর্ব্বোক্ত ছয় প্রকার বেগ যথাবিধি সহ্য করিতে পারিলে ভজনের আনুকূল্য হয়। ঐ সকল বেগ প্রবল থাকিলে ভজনের প্রতিকূলতা হইয়া পড়ে। উক্ত ছয় প্রকার বেগ দমন করার নাম - 'ধৈর্য্য'। শরীর থাকিতে ঐ সকল প্রবৃত্তি একবারে নির্ম্মূল হয় না, কিন্তু যথাযোগ্য বিষয়ে উহাদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিলে উহারা আর দোষজনক হয় না। অতএব, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর 'শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'য় এইরূপ লিখিয়াছেন —

কাম,ক্রোধ,লোভ,মোহ, মদ,মাৎসর্য্য,দম্ভ-সহ,
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি' হৃদয়, রিপু করি' পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব॥
'কাম'-কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে, 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষী জনে,
'লোভ' সাধু সঙ্গে হরি কথা।
'মোহ' ইষ্টলাভ বিনে, 'মদ' কৃষ্ণ গুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥

এই পদ্যটির নিগুঢ় তাৎপর্য্য — বেগ-সকলকে তত্তদ্‌বিষয় হইতে ফিরাইয়া ভক্তির অনুকূল করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাহা কেবল ধৈর্য্য দ্বারাই হইতে পারে।

'ধৈর্য্য' শব্দটি প্রয়োগের আর একটি তাৎপর্য্য আছে। যাঁহারা সাধন কার্য্যে নিযুক্ত হ'ন, তাঁহারা ফল লাভের বাসনা করিয়া থাকেন। কর্ম্মিগণ কর্ম্মকাণ্ডে স্বর্গসুখ ফল আশা করেন, জ্ঞানীগণ জ্ঞানকাণ্ডে মোক্ষলাভের আশা করেন এবং ভক্তগণ ভক্তি সাধনে কৃষ্ণ-প্রসন্নতা লাভ করিবার আশা করে। সাধন সময়ে যে কাল-বিলম্ব হয়, তাহাতে অধৈর্য্য হইয়া কোন ব্যক্তি পরমার্থ হইতে বিচ্যুত না হ'ন। অতএব, ফল আশা করিয়াও যে ভজন প্রয়াসী ব্যক্তি ধৈর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহারই ফল প্রাপ্তি হয়। **'কৃষ্ণ আমাকে অদ্য বা একশত বৎসরে বা কোন জন্মে অবশ্য কৃপা করিবেন, আমি তাঁহার চরণাশ্রয় দৃঢ়ভাবে করিব, কখনই ছাড়িব না'** — এই প্রকার ধৈর্য্য ভক্তি সাধকদিগের পক্ষে নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

৪। তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্তন

শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু ভজনপ্রয়াসী জনগণের পক্ষে তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন; যে যে কর্ম্মে শুদ্ধাভক্তির অনুশীলন হয়, সেই সেই কর্ম্মকেই 'তত্তৎকর্ম্ম' বলিয়া 'শ্রীউপদেশামৃতে' লিখিয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতে (১১।১৯।২০-২৪) শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন —

শ্রদ্ধামৃতকথায়াং যে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্।

পরনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম॥
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্॥
মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং মদ্ব্রতং তপঃ॥
এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্।
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ
কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে॥

হে উদ্ধব! আমার প্রতি প্রেম-ভক্তি উদয়ের পরম কারণ বলিতেছি, শুন। আদৌ সাধনভক্তি। তাহার অনুষ্ঠানে প্রেমভক্তি হয়। সাধনভক্তি শুন — আমার অমৃতময়ী লীলাকথায় শ্রদ্ধা, সর্ব্বদা আমার অনুকীর্ত্তন, আমার পূজায় পরিনিষ্ঠা, আমাকে স্তুতি করা, আমার পরিচর্য্যায় আদর, সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা আমায় অভিবন্দন, আমার ভক্তের পূজা, সর্ব্বভূতে আমার সম্বন্ধ-বুদ্ধি, আমার নিমিত্ত সমস্ত লৌকিকী চেষ্টা, বাক্যের দ্বারা আমার গুণ-কীর্ত্তন, আমাতে মনকে অর্পণ করা, সর্ব্বকাম ত্যাগ, আমার ভজনের জন্য সমস্ত অর্থভোগ ও সুখ পরিত্যাগ, ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, হোম, জপ, ব্রত ও তপ — এ সকলই আমার ভক্তির কারণরূপ ব্যবহার। এইরূপ ধর্ম্মাঙ্গ সাধন দ্বারা আত্মনিবেদক পুরুষদের আমাতে প্রেমাভক্তি হয়। এইপ্রকার, সাধকের আর অন্যার্থ অর্থাৎ অন্য তাৎপর্য্য কি বাকি থাকে?

শ্রীভগবানের এই উপদেশ অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু স্বীয়কৃত 'শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু'-গ্রন্থে ঐ সকল কর্ম্মকে চতুঃষষ্টি প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী-প্রভু ঐ সকল কর্ম্ম শ্রীচরিতামৃতে (মঃ ২২।১১২-১২৬) এইরূপে লিখিয়াছেন —

গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন।
সদ্ধর্ম্মশিক্ষা-পৃচ্ছা, সাধুমার্গানুগমন॥
কৃষ্ণপ্রীত্যে ভোগত্যাগ, কৃষ্ণতীর্থে বাস।
যাবৎ-নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ, একাদশ্যুপবাস॥
ধাত্র্যশ্বত্থ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণব-পূজন।
সেবা-নামাপরাধাদি দূরে বিসর্জন॥
অবৈষ্ণব সঙ্গ-ত্যাগ, বহুশিষ্য না করিব।
বহুগ্রন্থ-কলাভ্যাস-ব্যাখান বর্জ্জিব॥
হানি-লাভে সম, শোকাদির বশ না হইব।
অন্যদেব, অন্যশাস্ত্র নিন্দা না করিব॥
বিষ্ণুবৈষ্ণব নিন্দা, গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিব।
প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন।
পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন॥
অগ্রে নৃত্য গীত, বিজ্ঞপ্তি, দণ্ডবৎ-নতি।
অভ্যুত্থান অনুব্রজ্যা, তীর্থগৃহে গতি॥
পরিক্রমা, স্তবপাঠ, জপ, সঙ্কীর্ত্তন।
ধূপ-মাল্য-গন্ধ মহাপ্রসাদ ভোজন॥
আরাত্রিক-মহোৎসব শ্রীমূর্ত্তিদর্শন।
নিজপ্রিয়-দান, ধ্যান, তদীয়-সেবন॥
তদীয়— তুলসী বৈষ্ণব মথুরা ভাগবত।
এই চারির সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত॥
কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন।
জন্ম-দিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ॥
সর্ব্বথা শরণাপত্তি, কার্ত্তিকাদি ব্রত।
'চতুঃষষ্টি অঙ্গ' এই পরম মহত্ত্ব॥
সাধুসঙ্গ, নাম কীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকলসাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প-সঙ্গ॥

ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তিকে আদৌ গুরুপাদাশ্রয় করিতে হয়। গুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত মঙ্গল হয় না। মনুষ্য দুই প্রকার, অর্থাৎ অপ্রাপ্তবিবেক ও প্রাপ্তবিবেক। যাহারা অপ্রাপ্তবিবেক, তাহারা সংসার-সুখে মত্ত। কোন ঘটনাক্রমে, কোন মহাজনের সঙ্গ হইলে চিত্তে বিবেকের উদয় হয়। তখন মনে হয় — 'আমি কি হতভাগ্য, আমি সর্ব্বক্ষণ ইন্দ্রিয়-সুখে মগ্ন, বিষয়-পিপাসায় আমার দিনযাপন হইতেছে!' এই প্রথম মহৎ-সঙ্গকে কেহ কেহ শ্রবণ-গুরুর সঙ্গ বলেন। এই সময়ে ভাগ্যক্রমে শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধা-হইলে ভজন-প্রয়াস হয়। তখন গুরুপদাশ্রয়ের নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব অপ্রাপ্তবিবেক ব্যক্তিগণ ভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত বিবেক হইয়া শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় করেন।

কি প্রকার গুরুকে আশ্রয় করিবে — শাস্ত্রে তাহা বিচারিত হইয়াছে। কামাদি ছয় রিপুকে যিনি জয় করিয়াছেন, যিনি নির্ম্মলাঙ্গ, রাগমার্গে যিনি শ্রীকৃষ্ণভজন করেন, যিনি বিপ্রবর্ণ, যিনি বেদশাস্ত্রাগমের বিমল পথ অবগত আছেন, সাধুগণ যাঁহাকে 'গুরু' বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে পারেন, ইন্দ্রিয়-দমনে যিনি পারক, যিনি সর্ব্বভূতে দয়াবান্, যিনি অনুদ্ধতমতি, যিনি নিষ্কপট ও সত্যবাদী — এরূপ গৃহস্থ-ব্যক্তি গুরু হইবার যোগ্য। এই সকল গুণগণ দুই প্রকারে বিবেচ্য। ইতররাগ-তিরস্কারী শ্রীকৃষ্ণানুরাগই শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ-গুণ। অন্য সকল গুণ তটস্থ। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু কহিয়াছেন (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৮।১২৭) —

> কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
> যেই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা সেই গুরু হয়॥

যাঁহার এই স্বরূপ লক্ষণ আছে, তাঁহার দুই একটা তটস্থ লক্ষণ না থাকিলেও তিনি 'গুরু' হইবার যোগ্য। ব্রাহ্মণত্ব ও গৃহস্থত্ব এই দুইটিই তটস্থ লক্ষণ মধ্যে গণ্য; স্বরূপ যোগ্যতা বিশিষ্ট ব্যক্তিতে এই দুইটি তটস্থ লক্ষণও থাকিলে ভাল হয়। কিন্তু স্বরূপ-লক্ষণে যাঁহাদের দোষ থাকে, তাঁহাদের ঐ দুই লক্ষণের দ্বারা গুরুযোগত্ব হয় না, যথা শ্রীপাদ্মে —

> মহাভাগবৎ-শ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাম্।
> সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ॥
> মহাকূল প্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
> সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥

উপযুক্ত গুরু প্রাপ্ত হইলেই শ্রদ্ধাবান্ শিষ্য নিষ্কপটে পরম বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা করিবেন। শ্রীগুরুদেবকে প্রসন্ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা দীক্ষার প্রতিপক্ষ হইয়া কেবল কপট কীর্ত্তনাদি রঙ্গ দেখাইয়া আপনাদিগের 'বৈষ্ণব' বলিয়া থাকেন, তাঁহারা নিতান্ত আত্মবঞ্চক। জড়ভরতাদি কতিপয় মহতের দীক্ষা-প্রসঙ্গ নাই বলিয়া দীক্ষা ত্যাগ করা বিষয়ী লোকের পক্ষে কর্ত্তব্য নয়। দীক্ষা জীবের পক্ষে প্রত্যেক জন্মেই নিত্য বিধি। কোন সিদ্ধ ব্যক্তির জীবনে যদি দীক্ষা দেখিতে না পাওয়া যায়, তাহাকে উদাহরণ স্থল করা উচিত নয়। কোন বিশেষ অবস্থায় যাঁহার পক্ষে যাহা ঘটনীয় হয়, তাহার দ্বারা সাধারণ বিধির হানি হয় না। শ্রীধ্রুব মহাশয় এই পার্থিব শরীরেই ধ্রুবলোক গমন করেন; তাহা দেখিয়া সকলেই কি সেই পন্থার আশায় কালক্ষেপ করিবেন? জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া চিদ্দেহে জীব বৈকুণ্ঠে গমন করেন — ইহাই সাধারণ বিধি। সাধারণ বিধিই সাধারণের অবলম্বনীয়। অচিন্ত্য শক্তি বিশিষ্ট শ্রীভগবান্ যখন যাহা ইচ্ছা করেন, তখন তাহাই হয়। তাই বলিয়া আমাদের সাধারণ বিধি লঙ্ঘন করা কখন উচিত হয় না। শ্রীগুরুদেবের অকপট সেবার সহিত তাঁহাকে প্রসন্ন করতঃ শ্রীভগবন্নাম-মন্ত্রাদি দীক্ষা ও তত্ত্বশিক্ষা করিবে।

দীক্ষা ও শিক্ষা লাভ করত সৌভাগ্যবান্ শিষ্য পূর্ব্ব সাধুদিগের পন্থার অনুগমন করিবেন। দাম্ভিক লোকেরাই পূর্ব্ব মহাজনদিগকে অমান্য করিয়া নূতন পন্থা সৃষ্টি করে। ফলে এই হয় যে, তাহারা অচিরকালের মধ্যেই কুপথে গমন করতঃ আপন আপন সর্ব্বনাশ সাধন করে। শ্রীস্কন্ধপুরাণে বলিয়াছেন —

> স মৃগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পন্থাঃ সন্তাপবর্জ্জিতঃ।
> অনবাপ্তশ্রমং পূর্ব্বে যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে॥

সাধুসকল পূর্ব্বকালে বিনা শ্রমে যে পথে গমন করিয়াছেন, তাহাই সন্তাপ বর্জ্জিত পন্থা এবং সকলের মঙ্গলের হেতু। যিনি মঙ্গল প্রার্থনা করেন, তিনি সেই পথের অনুসন্ধান করুন। পূর্ব্ব সাধুদিগের পথ আলোচনা করিতে করিতে দৃঢ়তা, সাহস ও সন্তোষের উদয় হয়। আমরা যখন শ্রীরূপ, সনাতন, শ্রীদাস গোস্বামী ও হরিদাস ঠাকুরের ভজন আলোচনা করি, তখন আমাদের মনে যে কত আনন্দ হয়, তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। শ্রীহরিদাসকে যখন দুষ্ট যবনগণ পীড়ন করে, তখন শ্রীহরিদাস বলিলেন (শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ১৬।৯৪, ১১৩) —

> খণ্ড খণ্ড হই' দেহ যায় যদি প্রাণ।
> তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥
> এ সব জীবেরে কৃষ্ণ! করহ প্রসাদ।
> মোর দ্রোহে নহু এ-সবার অপরাধ॥

এইরূপ দৃঢ়তার সহিত সর্ব্বভূতে দয়া করতঃ নিরন্তর শ্রীহরিনাম আশ্রয় করাই পূর্ব্ব মহাজনদিগের ভজন পন্থা। পন্থা নূতন হয় না। যে পন্থা আছে, তাহাই সাধুগণ অবলম্বন করেন। যাঁহারা দাম্ভিক এবং যশোলিপ্সু, তাঁহারা নূতন পন্থা আবিষ্কার করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। যাঁহাদের পূর্ব্ব ভাগ্য থাকে, তাঁহারা দাম্ভিকতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্ব পন্থার আদর করেন। যাঁহাদের ভাগ্য মন্দ, তাঁহারা নবীন পন্থায় আপনাদিগকে নাচাইয়া জগৎকে বঞ্চনা করিতে থাকেন। ইহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন —

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি পঞ্চরাত্র বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥
ভক্তিরৈকান্তিকীবেয়মবিচারং প্রতীয়তে।
বস্তুতস্তু তথা নৈব যদশাস্ত্রীয়তেক্ষ্যতে॥

~ (শ্রীভঃ রঃ সিঃ ১।২।৪৬-৪৭ ধৃত ব্রহ্মযামল বাক্য)

তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তিপথ বৈধী ও রাগানুগা ভেদে দ্বিবিধ হইলেও পূর্ব্ব মহাজনগণ সুষ্ঠুরূপে অধিকার-ভেদে তাহার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদি গ্রন্থে তাহা বিরচিত ও প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই সেই প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধ, দত্তাত্রেয়াদি যে-সকল নবীন পথ আবিষ্কার করিয়াছেন, সে সমস্ত অবশেষে উৎপাত-জনক হইয়া পড়িয়াছে। অবিচারক্রমে তাঁহারা ঐ-সকল নবীন পন্থাকে ঐকান্তিকী শ্রীহরিভক্তি বলিলেও বস্তুতঃ তাহারা তাহা নহে। যাহা সত্য-পথ, তাহা বেদাদি শাস্ত্রে প্রদর্শিত আছে। আজকাল এইরূপ অনেক নবীন পন্থা আবিষ্কৃত হয় এবং অবশেষে তাহাদের আচার্য্যের সহিত লোপ প্রাপ্ত হয়।

সাধু শিষ্যের সদ্ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা একটি ভক্তি জনক কর্ম্ম। অতএব, (শ্রীভঃ রঃ সিঃ ১।২।৪৭ ধৃত) শ্রীনারদপুরাণ বাক্য —

অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিধ্যতেষামভীপ্সিতঃ।
সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বান্ধিনী মতিঃ॥

সৌভাগ্যবন্ত পুরুষগণ যেরূপ সাধুদিগের ভজনচরিত্রের অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক হ'ন, সেইরূপ তাঁহাদের ধর্ম্ম জানিতেও বাসনা করেন। দুর্ভাগা দাম্ভিকগণ ইহার বিপরীত আচরণে প্রবৃত্ত। সাধুদিগের পথ হইতে পৃথক্ পথ যেরূপ তাহারা অন্বেষণ করে, সাধুদিগের মিমাংসিত সিদ্ধান্তকেও সেইরূপ অনাদর করিয়া নিজ নিজ সিদ্ধান্তকে আদর করিয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগজ্জনকে কি শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া প্রচার করিতে তাহারা যত্ন করে না, বরং তদ্বিরুদ্ধ মতকে তাঁহার মত বলিয়া সকল লোককে শিক্ষা দেয়। ইহাতে যে কত অমঙ্গল হইতেছে, তাহা তাহারা মনে করে না। যাঁহারা সরল, তাঁহারা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে প্রভুর শিক্ষা যাহাতে ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন, তজ্জন্য যত্ন করেন। প্রভুর শিক্ষাই আমাদের জীবন। কেবল তাহাতেই সদ্ধর্ম্ম আছে। সচ্ছিষ্য সদ্ধর্ম্ম জানিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, স্বয়ং যদি বুঝিতে না পারেন, শিক্ষাগুরুর চরণে নিবেদন পূর্ব্বক তাহা বুঝিয়া ল'ন। এইরূপ যাঁহাদের সদ্ধর্ম্ম জানিবার জন্য দৃঢ় মন, তাঁহাদের অভীপ্সিত সর্ব্বার্থ অতিশীঘ্র সিদ্ধ হয়।

''অন্যাভিলাষিতশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনঃ ভক্তিরুত্তমা॥''

— (শ্রীভঃ রঃ সিঃ ১।১।৯)

এই শুদ্ধভক্তি-লক্ষণরূপ সদ্ধর্ম্ম যতদিন জিজ্ঞাসুর হৃদয়ে স্পষ্ট উদিত না হয়, ততদিন জিজ্ঞাসুর হৃদয় অন্ধকারাবৃত থাকে। তিনি শুদ্ধভক্তি কাহাকে বলে, তাহা জানিতে পারেন না। নিজের বিচারের উপর নির্ভর করিলে অমিশ্রা শুদ্ধভক্তি তাহার হৃদয়ে কখনও উদিত হইবে না। অনেক পণ্ডিতাভিমানী লোকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ-কার হয়। তাঁহারা মনে করেন যে, বুদ্ধিবলে ও বিদ্যাবলে তাঁহারা ভক্তির স্বরূপ অবগত হইয়াছেন। বস্তুতঃ কেহ বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে, কেহ বা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিকে 'ভক্তি' বলিয়া মনে স্থির রাখিয়াছেন। তাঁহাদের দম্ভ এতদূরে যে, যদি শ্রীচরিতামৃতের অর্থ শুনেন, তবে বলেন যে — সকলেই আপন আপন মতে ভাল অর্থ করিতে পারেন, শ্রীচরিতামৃতের অর্থ লইবার প্রয়োজন কি? এই সকল লোকের সদ্ধর্ম্ম জানিবার ইচ্ছা না থাকায় সদ্ধর্ম্মের সহিত

তাঁহাদের সম্বন্ধ হয় না। ফল এই যে, তাঁহারা স্ব-স্ব-কৃত নবীন প্রণালী মতে ভজন করিতে গিয়া কখনই শুদ্ধভক্তির আস্বাদন করিতে পারেন না।

শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভোগ ত্যাগ করা সাধকের কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়-তর্পণের নাম ভোগ। স্বীয় ইন্দ্রিয়-তর্পণকে কৃষ্ণসেবার কামনায় পর্য্যবসিত করাই ভোগ-ত্যাগ। নিজের ভোগময় সংসারকে কৃষ্ণ-ভক্তির অনুকূল করিয়া সেই বিষয়ে নিজের ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণ-প্রসাদ গ্রহণ করিলে ভোগ-ত্যাগ হয়।

শ্রীকৃষ্ণতীর্থে বাস করাও একটি সাধনাঙ্গ, শ্রীদ্বারকা, শ্রীমথুরা, শ্রীগঙ্গাতীর ও প্রভুর লীলাস্থানে বাস করিলে সর্ব্বদা কৃষ্ণকে মনে পড়ে। ইহা অপেক্ষা আর অধিক লাভ কি আছে?

জীবনের সমস্ত ব্যবহারে ভক্তি-সাধনের প্রয়োজন মত অর্থ স্বীকার করিবে। অধিক আশা করিলে ভক্তি-লোপ হইবে। আবশ্যক মত স্বীকার না করিলে ভক্তি সাধনে নূন্যতা হইবে।

শ্রীহরিবাসরের সম্মান বিশেষ যত্নসহকারে করিবে। শ্রীহরিবাসরের সম্মানে সমস্ত ভক্তিপোষক অভ্যাস সাধিত হয়। সমস্ত ভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক পক্ষের মধ্যে এক দিন ভজন অভ্যাস করিতে করিতে নিরন্তর ভজন অভ্যাস হইয়া পড়ে।

ধাত্রী, অশ্বত্থ, তুলসী, গো, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব — ইঁহারা পূজিত ও ধ্যাত হইলে মনুষ্যের সমস্ত পাপ নাশ করেন। জগদুন্নতি-সাধক বলিয়া ঐসকল কার্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সংগ্রহ করা যায়।

এই দশটি ভক্ত্যাঙ্গ শ্রীহরিভজনের প্রারম্ভরূপ কার্য্য। যাঁহারা এই দশটি অঙ্গকে অবহেলা করেন, তাঁহাদের ভজন ও শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি হওয়া কঠিন।

অতএব, ভজন-প্রয়াসী আদৌ শ্রীগুরু-পাদাশ্রয় করিয়া দীক্ষা, শিক্ষা ও গুরুসেবা করিবেন। সাধুদিগের চরিত্রের অনুসরণ ও সাধুদিগের সিদ্ধান্ত শিক্ষা করিবেন। নিজ-জীবনকে কৃষ্ণময় করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণতীর্থস্থলে বাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিজের সুখভোগ ত্যাগ করিবেন। ব্যবহারিক কার্য্য দ্বারা ভক্ত্যনুকূল ভগবৎ-সংসার যাহাতে নির্ব্বাহিত হয়, সেইরূপ অর্থ স্বীকার করিবেন। ভক্তি অভ্যাসের জন্য শ্রীহরিবাসর ও শ্রীজয়ন্তী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণব্রত অনুষ্ঠান করিবেন। শ্রীভগবদ্বিভূতিময় সংসারগৌরবের স্থিতির জন্য অশ্বত্থাদির সম্মান করিবেন। এই দশটি অন্বয়-বিধি অবশ্য পালনীয়। ইহার সহিত দশটি নিম্নলিখিত দশটি ব্যতিরেক বিধি পালন না করিলে কখনই ভক্তিসাধন স্থির থাকিবে না।

ভগবদ্বির্হ্মুখ ব্যক্তিগণের সহিত সঙ্গ করিবেন না। ব্যবহারিক কার্য্যে তাহাদের সহিত সম্মিলন অবশ্য হইবে। সেই সেই কার্য্য পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত ব্যবহার করিবেন। কার্য্য সমাপ্ত হইলে আর তাহাদের সহিত ব্যবহার রাখিবেন না। শ্রীকৃষ্ণভক্তির স্বরূপ যাঁহাদের চিত্তে উদিত হয় নাই, তাঁহারা জ্ঞান কর্ম্মের আশ্রয়ে সর্ব্বদা দম্ভবিশিষ্ট থাকেন। অতএব, তাঁহারাই ভগবদ্বহির্ম্মুখ। বহু-দেব সেবী ধর্ম্মী, নির্ব্বেদ জ্ঞানপিপাসু মায়াবাদী ও বেদশাস্ত্র বিরোধী নাস্তিক প্রভৃতি ভগবদ্বহির্ম্মুখ।

শুদ্ধভক্তিতে যাহাদের শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই, সেইরূপ লোককে শিষ্য করিবেন না; করিলে ভক্তি-সম্প্রদায় কাজেই কাজেই দূষিত হইয়া পড়ে। মহারম্ভাদি ক্রিয়ার উদ্যমে ভগবদ্ভক্তি হ্রাস হয় বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করিবেন।

ভক্তিবহির্ম্মুখ গ্রন্থ সমূহের কোন অংশ অভ্যাস ও ব্যাখ্যা-বাদ করিবেন না। শুদ্ধভক্তি যে সকল গ্রন্থে উপদিষ্ট ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই সকল বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র ও মহাজনগণের মিমাংসা গ্রন্থে কেবল বৃথা তর্ক শিক্ষা হয়।

গৃহস্থ জীবনে বা গৃহত্যাগের পর চিরদিন ভক্ষ্য-আচ্ছাদনের চেষ্টাদি থাকিবেই থাকিবে। অতএব, সেই সকল ব্যবহারে অকার্পণ্যের প্রয়োজন। তৎসম্বন্ধে শ্রীপদ্মপুরাণে লিখিয়াছেন —

অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদন সাধনে।
অবিক্লবমতির্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ॥

তাৎপর্য্য এই যে, গৃহে থাকুন বা বনেই থাকুন, সাধককে আহার ও আচ্ছাদনের জন্য কোন না কোন প্রকার যত্ন করিতে হইবে। গৃহস্থকে কৃষিকার্য্য বা কোন কারবার, প্রজা-রক্ষণ বা অপরের দাস্য করিয়া গ্রাসাচ্ছদনের অনুসন্ধান করিতে হইবে। গৃহত্যাগীকে ভিক্ষাদির দ্বারা তৎকার্য্য সাধন করিতে হইবে। সেই সেই কার্য্যে যদি ভক্ষ্য আচ্ছাদন না পাওয়া যায় বা প্রাপ্ত হইয়া হাত-ছাড়া হয়, তাহাতে ভক্তের কোন বিকার হওয়া উচিত নয়। শান্তমতি হইয়া শ্রীকৃষ্ণ স্মরণে নিযুক্ত হইবেন।

গৃহীদিগের স্ত্রী-পুত্রাদি বিনষ্ট হইলে বড় শোক হয়। কিন্তু, ভক্তি সাধকের সেই সেই অবস্থায়, ঘটনাক্রমে উপস্থিত শোক অধিকক্ষণ থাকা উচিত নয়। তাঁহাদের অল্প-কালের মধ্যে শোক পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণানুশীলনে নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। গৃহত্যাগীর কন্থা, কমণ্ডলু বা ভিক্ষাদ্রব্য না থাকিলে বা কোন পশু বা মনুষ্য কর্ত্তৃক হৃত হইলে, তাহাতে শোক করা উচিত নয়। শোক, ক্রোধ প্রভৃতি সমস্ত বেগকেই বৈষ্ণব সাধক পরিত্যাগ করিবেন; নতুবা নিরন্তর কৃষ্ণ স্মৃতির বিশেষ ব্যাঘাত হইবে। শ্রীপদ্মপুরাণে বলিয়াছেন —

শোকামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসম্।
কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফুর্ত্তি সম্ভাবনা ভবেৎ॥

ভজন প্রয়াসী ব্যক্তি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করিবেন। অন্য দেবাদির ভজন করিবেন না। কিন্তু, অন্য কোন দেবতা বা শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা করিবেন না। অন্য দেবতাগণ শ্রীকৃষ্ণের অনুগত দাস, ইহা জানিয়া সম্মুখে পাইলে তাঁহাদের সম্মান করিবেন। শ্রীপদ্মপুরাণ বলেন —

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥

তাৎপর্য্য এই যে — পরমেশ্বর এক বস্তু। অন্য সকলেই পরমেশ্বরের গুণাবতার বিশেষ। মানবের অধিকারভেদে সেই সেই দেবতা উপাস্য হইয়া পূজিত হ'ন। কিন্তু সাত্ত্বিক মানবদিগের পক্ষে শ্রীবিষ্ণুই একমাত্র উপাস্য। মানবগণ বহু জন্মে অন্যান্য দেবতা ভজন করিয়া স্বীয় স্বীয় গুণোন্নতি ক্রমে যে জন্মে শ্রীবিষ্ণুকে একেশ্বর বলিয়া ভজন করেন, সেই জন্মে তাঁহাদের নিত্য মঙ্গলের উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণই শ্রীবিষ্ণুতত্ত্বের চরম প্রকাশ। সত্ত্বগুণের উপাসনায় জীব নির্গুণ হইলে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের সেবাপ্রাপ্ত হ'ন।

সর্ব্বভূতে অনুকম্পা পূর্ব্বক তাহাদিগকে উদ্বেগ দান করিবেন না। হৃদয় সর্ব্বদা অন্যের প্রতি করুণাপূর্ণ থাকিবে। সর্ব্বভূতে দয়া কৃষ্ণ ভক্তির অঙ্গবিশেষ। এই স্বভাব ভজন-প্রয়াসী যত্নপূর্ব্বক অভ্যাস করিবেন।

সেবাপরাধ ও দশটি নামাপরাধ বর্জ্জন করিতে যত্ন করা ভজন-প্রয়াসীর নিতান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীমূর্ত্তির সেবা সম্বন্ধে সাধারণ ভক্তের পক্ষে কিছু কিছু অপরাধের বিচার আছে। সমস্ত সেবাপরাধ বর্জ্জন তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। শ্রীভগবন্মন্দিরে গমন করিতে হইলে কতকগুলি সেবাপরাধ অবশ্য বর্জ্জন করিতে হইবে। নামাপরাধ দশটি অনেক স্থানে বিচারিত হইয়াছে। সেই অপরাধগুলি বিশেষ যত্ন সহকারে সকল সাধকের বর্জ্জনীয়। এ বিষয়ে যাঁহাদের শৈথিল্য, তাঁহাদের ভজনচেষ্টা বৃথা হইয়া পড়ে। শ্রীপদ্মপুরাণে লিখিয়াছেন —

সর্ব্বাপরাধকদপি মুচ্যতে হরি সংশ্রয়ঃ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদ পাংসনঃ॥
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাত্তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নো হি সর্ব্ব-সুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥

তাৎপর্য্য এই — শ্রীহরিকে আশ্রয় করিলে সর্ব্ব-অপরাধ ক্ষয় হয়। শ্রীহরির প্রতি যে সকল অপরাধ করা যায় অর্থাৎ যে সকল সেবাপরাধ লিখিত আছে, সে সমস্ত নামাশ্রয়ে বিগত হয়। শ্রীনামই বৈষ্ণবমাত্রকে উদ্ধার করেন। কিন্তু, দশটি নামাপরাধ উল্লিখিত আছে, নামাশ্রিত ভক্তকে সেই অপরাধগুলি অবশ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। নতুবা, নামাশ্রয় করিলেও তাঁহার পতন অনিবার্য্য।

সাধক কৃষ্ণ-নিন্দা ও বৈষ্ণব-নিন্দা কর্ণে শুনিবেন না। যেখানে সেরূপ নিন্দা হয়, সেখান হইতে চলিয়া যাওয়া উচিত। যাঁহাদের হৃদয় দুর্ব্বল, তাঁহারা লোকাপেক্ষায় শ্রীকৃষ্ণ-বৈষ্ণব নিন্দা শুনিয়া ক্রমে ভক্তি হইতে চ্যুত হ'ন।

উপর্য্যুক্ত বিংশতি অঙ্গের বিশেষ আদর করিতে করিতে ভাবোদয় হয়। কৃষ্ণকৃপাই ভাবোদয়ের মূল। সাধুসঙ্গ ব্যতীত কৃষ্ণকৃপা হয় না। ইহাদের মধ্যে শ্রীগুরু-পাদাশ্রয়, দীক্ষা ও শ্রীগুরুসেবাই সকলের মূল।

ইহাদের পর যে সকল ভজনাঙ্গ লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বৈষ্ণব-চিহ্ন ধারণ হইতে ধ্যান পর্য্যন্ত অর্চ্চনাঙ্গ। শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে লভ্য এই সকল ভক্ত্যাঙ্গ যথাসাধ্য সাধন করিবেন। দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন — এইগুলি ভাবোদ্বধক ক্রিয়াবিশেষ। প্রকৃত প্রস্তাবে হইলেই তাঁহারই ভাব হয়। কেবল সাধন অবস্থায় তাহারা সাধন-ভক্তি-কার্য্য মধ্যে গণনীয়।

সংসারে যাহা যাহা ইষ্টতম বলিয়া বোধ হয় এবং যাহা নিজের প্রিয়, সে সমস্ত শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিবেন — ইহার অনেক অর্থ হয়। তাৎপর্য্য এই — নিজের প্রীতিজনক বলিয়া ভোগ না করিয়া কৃষ্ণোদ্দেশ্যে দান করতঃ তাঁহার প্রসাদ বলিয়া ভোগ করিবেন।

ব্যবহারিক ও পারমার্থিক যতপ্রকার চেষ্টা আছে, সে সকল শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে করাই মঙ্গল জনক। শ্রীপঞ্চরাত্রে বলিয়াছেন —

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥

~ (শ্রীভঃ রঃ সিঃ ৯।২।৯৩ ধৃত শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র বচন)

তাৎপর্য্য এই যে — মানবগণ সংসারে বর্তমান হইয়া যে সকল বৈদিকী বা লৌকিকী ক্রিয়া করিয়া থাকে, সে সমস্ত কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ ভাবে যেন না করে। সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণসেবার অনুকূল রূপে ব্যবস্থাপিত করিয়া সে সকলের অনুষ্ঠান করা উচিত। বিবাহাদি স্মার্ত্ত-সংস্কার ক্রিয়া — বৈদিকী এবং লোকরক্ষার্থ যে সকল সাংসারিক ও শারীরিক ক্রিয়া করা হয়, সে সমস্ত লৌকিকী। কৃষ্ণ-সংসার পত্তনের জন্য বিবাহ; কৃষ্ণ-সেবক বৃদ্ধি করিবার জন্য সন্তান চেষ্টা, কৃষ্ণদাসদিগের তৃপ্তির জন্য পিতৃশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া; কৃষ্ণের জীব সকলের তর্পণের জন্য ভোজন-মহোৎসব — এই প্রকার সমস্ত কর্ম্মকেই কৃষ্ণসেবার অনুকূল করিবে। তাহা হইলে আর বহির্ম্মুখ কর্ম্মকাণ্ডে পড়িতে হইবে না। দেহ, গেহ সকলই কৃষ্ণের — এই বোধে দেহ-রক্ষা, গেহ-রক্ষা ও সমাজ-রক্ষা করিবে। ইহার নামই কৃষ্ণ-সংসার।

সাধকের সমস্ত জীবনই শরণাপত্তিতে মণ্ডিত থাকিবে। ভক্তিশাস্ত্রে অনেক স্থানে যড়্‌বিধ শরণাগতির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শরণাগতি ব্যতীত জীবের জীবন বৃথা। সর্ব্বদা শরণাগত হইয়া জীব শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিবে।

শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে বস্তুকে 'তদীয় বস্তু' বলা যায়। তুলসী সেবা তদীয় সেবার মধ্যে প্রধান। শ্রীস্কন্ধপুরাণে বলিয়াছেন —

দৃষ্টা স্পৃষ্টা তথা ধ্যাতা কীর্ত্তিতা নমিতা শ্রুতা।
রোপিতা সেবিতা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা॥
নবধা তুলসীং দেবীং যে ভজন্তি দিনে দিনে।
যুগকোটি-সহস্রাণি তে বসন্তি হরের্গৃহে॥

তাৎপর্য্য এই যে, সাধক প্রত্যহ শ্রীতুলসীকে এই নয় প্রকারে ভজন করিলে শ্রীহরিগৃহে বাস লাভ করেন। শ্রীতুলসীর দর্শন, শ্রীতুলসীর স্পর্শন, শ্রীতুলসীর ধ্যান, শ্রীতুলসীর কীর্ত্তন, শ্রীতুলসীর নমস্কার, শ্রীতুলসীর মাহাত্ম্য শ্রবণ, শ্রীতুলসীর রোপণ, শ্রীতুলসীতে জল-সেবা ও শ্রীতুলসীর পূজা — এই নয় প্রকারে শ্রীতুলসীর ভজন।

শ্রীকৃষ্ণভক্তি-প্রতিপাদক শাস্ত্রও তদীয় বস্তু মধ্যে পরিগণিত। শ্রীমদ্‌ভাগবৎ শাস্ত্র তন্মধ্যে প্রধান। আবার, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেরও সেই প্রকার সম্মান। যাঁহারা এই সকল ভক্তিশাস্ত্র নিত্য পঠন ও শ্রবন করেন, তাঁহারা ধন্য।

শ্রীমথুরাদি শ্রীকৃষ্ণ-তীর্থ সাধকের বাসযোগ্য স্থান। তন্মধ্যে মথুরাবাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীধাম-নবদ্বীপে বাসও তদ্রূপ। শ্রীব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে লিখিয়াছেন —

শ্রুত্বা স্মৃতা কীর্ত্তিতা চ বাঞ্ছিতা প্রেক্ষিতা গতা।
স্পৃষ্টাশ্রিতা সেবিতা চ মথুরাভিষ্টদায়িনী॥

(শ্রীকৃষ্ণভক্তজন তদীয় মধ্যে গণনীয়।) শ্রীআদিপুরাণে লিখিয়াছেন —

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ! ন মে ভক্তাশ্চ জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা মম ভক্তাস্তু তে নরাঃ॥

ভক্তসেবা সম্বন্ধে শ্রীরূপগোস্বামী তদ্রচিত শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে আদিপুরাণ বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন —

যাবন্তি ভগবদ্ভক্তেরঙ্গানি কথিতানি হি।
প্রায়স্তাবন্তি তদ্ভক্তভক্তেরপি বুধা বিদুঃ॥

তাৎপর্য্য এই যে — শ্রীকৃষ্ণভক্তির যে সকল অঙ্গ বলা হইল, প্রায় সেই সকল অঙ্গ আবার শ্রীকৃষ্ণভক্ত-ভক্তির অঙ্গ বলিয়া পণ্ডিতেরা জানিয়া থাকেন। 'প্রায়'-শব্দের দ্বারা এই ভেদ হইল যে, শ্রীকৃষ্ণভক্তকে কেবল শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ দিয়া পূজা করিতে হয়। প্রণতি-প্রভৃতি অন্যান্য অঙ্গ একই প্রকার।

সাধকের যথাবৈভব মহোৎসব করা উচিত। সাধুসঙ্গে মহোৎসব একটি প্রধান কার্য্য। এই কার্য্যে সতর্কতার প্রয়োজন এই যে, মহোৎসবের ছলে অসাধু সঙ্গ না হয়।

শ্রীভগবজ্জন্মদিনাদিতে উৎসবের প্রয়োজন। শ্রীমূর্ত্তি সেবার প্রীতি করা উচিত। মূঢ় লোকেরা অবিবেচনা পূর্ব্বক নিরাকার নিষ্ঠ হইয়া শ্রীমূর্ত্তির অনাদর করে। তাহারা যদি সৎসঙ্গে সদ্বিচারে প্রবৃত্ত হয়। তবে শ্রীমূর্ত্তি-সেবার নিত্য প্রয়োজনীয়তা দেখিতে পায়।

শ্রীমদ্ভাগবত-প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রের আস্বাদ রসিক-জনের সহিত করা আবশ্যক। হেতুবাদী, তার্কিক ও শুষ্কবাদ-পরায়ণ লোকের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের আস্বাদ করিতে গেলে হৃদয় শুষ্ক হইয়া পড়ে, রসোদয় হয় না।

ভক্তসঙ্গ করা প্রয়োজন। জ্ঞানী, কর্ম্মী প্রভৃতি দুষ্ট-আশয়যুক্ত ব্যক্তিগণ ভক্ত-মধ্যে পরিগণিত নন। স্বজাতীয় ভক্তি-বাসনা যাঁহাদের আছে, সেই স্নিগ্ধ পুরুষদিগের মধ্যে যাঁহারা নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের সঙ্গই ভক্তি-সাধকের পক্ষে কর্ত্তব্য। নতুবা, তাঁহার চিত্ত শুদ্ধ-ভক্তিকে আশ্রয় করিবে না। শ্রীহরিভক্তি সুধোদয়ে (৮।৫১) লিখিয়াছেন —

যস্য সৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্গুণঃ।
স্বকূলর্দ্ধ্যৈ ততো ধীমান্ স্বযূথান্যেব সংশ্রয়েৎ॥

তাৎপর্য্য এই যে — যিনি যেরূপ সঙ্গ করিবেন, স্ফটিক মণির ন্যায় তাঁহার সেরূপ সঙ্গ-ফল হইবে। স্বজাতীয় ভাবের সমৃদ্ধির জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজ যূথকেই আশ্রয় করিবেন। এ বিষয়ে সকল সাধকের বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। সহজিয়া, বাউল প্রভৃতির সঙ্গ করিলে অতিশয় মন্দ ফল হয়। আবার, যাঁহারা শ্রীরূপানুগ শুদ্ধবৈষ্ণব, তাঁহাদের সঙ্গ করিলে শুদ্ধ কৃষ্ণ-ভক্তির উদয় হয়। সকল ভক্ত্যাঙ্গের মধ্যে 'ভক্ত-সঙ্গ' একটি প্রধান অঙ্গ।

যে সকল ভক্তির অঙ্গ লেখা গেল, তাহাদের সকলের মধ্যে প্রধান পাঁচটি অঙ্গ, অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তিসেবা, রসিকজনের সহিত শ্রীমদ্ভাগভতের অর্থ আস্বাদন, স্বজাতীয় বাসনা দ্বারা স্নিগ্ধ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠভক্তের সঙ্গ, শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন ও মথুরাবাস — এই পাঁচটি অঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাতেও সংক্ষেপ করিতে গেলে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন ও বৈষ্ণবসেবাই শ্রেষ্ঠ হইয়া পড়ে। শ্রীপদ্মপুরাণে লিখিয়াছেন —

যেন জন্মসহস্রাণি বাসুদেবো নিষেবিতঃ।
তন্মুখে হি হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥

তাৎপর্য্য এই — যাঁহারা বহু জন্ম শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে তৎফল স্বরূপ শ্রীহরিনাম সর্বদা অবস্থিতি করেন।

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম-নামিনোঃ॥
অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥
- (শ্রীভঃ রঃ সিঃ ১।২।১০৮-১০৯ ধৃত পাদ্ম বচনঃ)

শ্রীনাম ও শ্রীকৃষ্ণ এক বস্তু। শ্রীনাম চিন্তামণি স্বরূপ, চৈতন্য-রসবিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ অর্থাৎ জড়াতীত, অপ্রাকৃত ও চিন্ময়। জড় জিহ্বাদিতে শ্রীনাম গ্রাহ্য নহেন। তবে, শুদ্ধ-চিদ্দেহে যখন জীব কৃষ্ণ-সেবোন্মুখ হ'ন, তখন চিন্ময় শ্রীনাম স্বয়ং তাঁহার জিহ্বাদিতে অবতীর্ণ হ'ন। চিন্ময় বস্তুর এইরূপ স্বতন্ত্র-কৃপা।

শ্রীমথুরামণ্ডল, শ্রীভগবন্নাম, শ্রীভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র, শুদ্ধভক্ত ও শ্রীমূর্ত্তি — এই পাঁচটি অলৌকিক পদার্থ। ইহাদের সঙ্গ হইলে ভাব ও শ্রীকৃষ্ণ সহসা উদিত হ'ন।

সাধন-ভক্তিতে এই প্রকার বৈধী ভক্তি বিবৃতা আছেন। আবার, রাগানুগা সাধন-ভক্তি, সাধন-কার্য্যে অত্যন্ত প্রবল। ব্রজ-জনের শ্রীকৃষ্ণসেবা দেখিয়া তদানুসরণ-প্রবৃত্তি হইতে যে সাধন-পর্ব্বের উদয় হয়, তাহাকেই 'রাগানুগা ভক্তি' বলে। ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তিগণ কায়-

মনোবাক্যে এই সকল কর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিবেন। বৈধী সাধন-ভক্তিতে যে সকল কর্ম্ম কথিত হইয়াছে এবং রাগানুগা সাধন-ভক্তিতে যে সকল কর্ম্মের প্রবৃত্তি আছে, সাধক অধিকার-ভেদে সেই সেই কর্ম্ম-প্রবর্ত্তনে বিশেষ যত্ন করিবেন।

কেহ বা এক অঙ্গ-সাধনে ও কেহ বা বহু অঙ্গ-সাধনে ভাবরূপ পরম-ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা শ্রীনাম ও শ্রীবৈষ্ণব-সেবামাত্র আশ্রয় করেন, তাঁহাদের ঐকান্তিকী ভক্তি অন্যান্য অঙ্গের অনুষ্ঠানে রুচি প্রাপ্তা হ'ন না। অতএব সাধকগণ একান্ত শরণাগত হইয়া ভক্তিকার্য্যে উৎসাহ, দৃঢ়-নিশ্চয়তা ও ধৈর্য্যের সহিত কার্য্য করিবেন।

৫। সঙ্গত্যাগ

'শ্রীউপদেশামৃতে' শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন যে, উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, তত্তৎকর্ম্ম প্রবর্ত্তন, সঙ্গত্যাগ ও সদ্‌বৃত্তি (সাধুজীবন ও সাধুপ্রবৃত্তি) হইতে ভক্তির উন্নতি হয়। তন্মধ্যে 'উৎসাহ', 'নিশ্চয়', 'ধৈর্য্য' ও 'তত্তৎকর্ম্ম প্রবর্ত্তন' বিষয়ে ইতঃপূর্ব্বে পৃথক্ পৃথক্ প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি 'সঙ্গত্যাগ' শব্দের তাৎপর্য্য আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সঙ্গ দুই প্রকার, অর্থাৎ সংসর্গ ও আসক্তি। সংসর্গ দুই প্রকার অর্থাৎ অভক্ত-সংসর্গ ও যোষিত সংসর্গ। অসক্তিও দুই প্রকার অর্থাৎ সংস্কারাসক্তি ও দ্রব্যাসক্তি। যে সকল মহাত্মা ভক্তিসিদ্ধি লাভ করিবার আশা করেন, তাঁহারা বিশেষ যত্নসহকারে সংসর্গ ও আসক্তিরূপ সঙ্গকে বর্জ্জন করিবেন। সেই সঙ্গ থাকিলে ক্রমশঃ সর্ব্বনাশ অবশ্য অবশ্য ঘটিয়া থাকে। যথা শ্রীগীতায় (২।৬২-৬৩) —

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ
ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

এই শ্রীভগবদাজ্ঞা সর্ব্বদাই সাধককে স্মরণ রাখিতে হইবে। সাধক যদি নিষিদ্ধ সঙ্গ করেন, অতি অল্পে অল্পে তাঁহার আসক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। যতই আসক্তি বৃদ্ধি হইবে, ততই পরমার্থ-নিষ্ঠা খর্ব্ব হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, — জীব চিন্ময়; মায়াবদ্ধ হইয়া অবিদ্যা দোষে জড়াভিমানে জীবের স্বরূপ-ভ্রম হইয়াছে। শুদ্ধাবস্থায় জীবের মায়া সংসর্গ হয় না, সে অবস্থায় তাঁহার কেবল চিৎপ্রসঙ্গই থাকে। চিজ্জগতে সমস্ত সংসর্গই চিন্ময়, অতএব, তদবস্থায় জীবের যে নিত্য সঙ্গ, তাহা বাঞ্ছনীয়। মায়াবদ্ধ অবস্থায় জীবের যে সঙ্গ হয়, তাহা দূষিত। সেই দূষিত অবিদ্যা-সঙ্গ অর্থাৎ অভক্ত-সংসর্গ, যোষিৎ-সংসর্গ, সংস্কারাসক্তি ও দ্রব্যাসক্তি — সমস্তই জীবের মঙ্গলের প্রতিকূল। চিৎসঙ্গমাত্রেই জীবের স্বজাতীয় সঙ্গ এবং অচিৎসঙ্গই জীবের বিজাতীয় সঙ্গ। বিজাতীয় সঙ্গ হইতে মুক্ত হওয়াই জীবের মুক্তি। এখন, আমরা বিজাতীয় সঙ্গ বিষয়ে বিচার করিতেছি।

প্রথমেই অভক্ত-সংসর্গের বিচার। অভক্ত কে? যাঁহারা ভগবানের অনুগত হ'ন না, তাঁহারাই অভক্ত। জ্ঞানবাদী পুরুষ কখনই ভগবানের অনুগত ন'ন। তিনি মনে করেন যে — 'আমিও জ্ঞান-বলে ভগবানের সমান হইব। জ্ঞানই সর্ব্বোত্তম বস্তু; জ্ঞানকে যে লাভ করে, তাহাকে ভগবান্ অধীন করিয়া রাখিতে পারেন না; জ্ঞান বলেই ভগবানের ব্রহ্মতা এবং জ্ঞান বলে আমিও ব্রহ্ম হইব।' অতএব, জ্ঞানবাদীর সমস্ত চেষ্টাই ভগবান্ হইতে স্বাধীন হওয়া। জ্ঞানে যে সাযুজ্য-মুক্তি হয়, তাহাতে আর জীবের উপর ভগবানের বিক্রম থাকে না। এই ত' ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের চেষ্টা। আত্মজ্ঞানী ও প্রাকৃত-জ্ঞানীগণও শ্রীভগবানের কৃপার অপেক্ষা করেন না। তাঁহারা জ্ঞান ও মুক্তি-বলে সমুদায় লাভ করিতে চেষ্টা করেন, ঈশ-প্রসাদের জন্য বিশেষ যত্ন করেন না। সুতরাং, জ্ঞানীমাত্রই অভক্ত। যদিও কোন জ্ঞানী সাধক-কালে ভক্তির স্বীকার করেন; কিন্তু তিনি সিদ্ধকালে ভক্তিকে বিসর্জন দেন। তাঁহার সমস্ত কার্য্যেই নিত্যভক্তি বা ঈশ-আনুগত্যের কোনপ্রকার লক্ষণ দেখা যায় না। যাঁহারা 'জ্ঞানী' বলিয়া একটা সম্প্রদায় করেন, তাঁহাদের সকলেরই এই লক্ষণ। তাঁহারা প্রকৃত-জ্ঞানের আভাষ-মাত্র লাভ করেন। সেই প্রকৃত

জ্ঞান শুদ্ধভক্তির অবস্থাভেদ মাত্র। তাহা ভগবৎপ্রসাদে কেবল শুদ্ধভক্তগণ লাভ করিয়া থাকেন, যথা শ্রীচরিতামৃতে শ্রীল সনাতনের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।২৯)—

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত-দশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি 'শুদ্ধ' নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

অতএব যাঁহারা জ্ঞানবাদে আসক্ত, তাহাদিগকে অভক্ত মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। মুক্তি বলিয়া যে একটি সাধন-ফল আছে, তাহাই তাঁহাদের সাধনের চরম উদ্দেশ্য। ভগবৎসেবার দ্বারা ভগবৎপ্রসাদ-লাভ, তাঁহাদের জীবনের তাৎপর্য্য হয় না। কর্ম্মবাদী পুরুষগণও ভক্ত নহেন। অতএব, তাঁহারাও অভক্ত। কৃষ্ণপ্রসাদ লাভের জন্য যদি কেহ কর্ম্ম করেন, তবে সে কর্ম্মের নাম 'ভক্তি'। যে কর্ম্ম প্রাকৃত ফল বা বহির্ম্মুখ জ্ঞান দান করে, সে কর্ম্ম ভগবদ্বিমুখ। কর্ম্মিগণ কেবল শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ অনুসন্ধান করেন না। যদিও শ্রীকৃষ্ণকে সম্মান করেন, তথাপি তাঁহাদের মূল তাৎপর্য্য — কোন প্রকার প্রাকৃত সুখ লাভ করা। কেবল স্বার্থপর কর্ম্মকেই কর্ম্ম বলে। অতএব, কর্ম্মী ব্যক্তিকেও অভক্ত বলা যায়। যোগীগণ কোন স্থলে জ্ঞানের ফল কৈবল্য-মোক্ষ এবং কোন স্থলে কর্ম্মের ফল বিভূতি (ঐশ্বর্য্য) অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান। তাহাতে তাঁহাদিগকে অভক্তই বলা যায়। বহুদেব-পূজকগণের অনন্য শরণাপত্তি না থাকায় তাহাদিগকেও অভক্ত বলা যায়। যাঁহারা কেবল শুষ্ক ন্যায়াদি বিচারে আসক্ত, তাঁহারাও ভগবদ্বহির্ম্মুখ। যাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, 'ভগবান্ একটি কাল্পনিক তত্ত্বমাত্র' তাহাদের ত' কথাই নাই। যাঁহারা বিষয়ে আসক্ত হইয়া শ্রীভগবানকে স্মরণ করিতে অবকাশ পান না, তাঁহারাও অভক্ত মধ্যে গণ্য। এই সকল অভক্তদিগের সংসর্গ করিলে অতি অল্পকালের মধ্যে বুদ্ধি নাশ হয় এবং তাঁহাদিগের সমান প্রবৃত্তি আসিয়া হৃদয়ে আসন গ্রহণ করে। যদি কাহারাও শুদ্ধভক্তি পাইতে বাসনা থাকে, তিনি বিশেষ সতর্কতার সহিত অভক্ত-সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ যোষিৎসংসর্গ। যোষিৎসংসর্গও বড় অনিষ্টকর। শ্রীল সনাতনের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ এই (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৪) —

অসৎসঙ্গ ত্যাগ — এই বৈষ্ণব আচার।
'স্ত্রী-সঙ্গী' — এক অসাধু, 'কৃষ্ণভক্ত' আর॥

গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী ভেদে বৈষ্ণব দুই প্রকার। যাঁহারা গৃহত্যাগী, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রীমাত্রই অসম্ভাষণীয়। সুতরাং 'যোষিৎসঙ্গ-ত্যাগ' বলিলে তাঁহাদের স্ত্রীলোকের সহিত কথোপকথন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা শ্রীমন্মহাপ্রভুবাক্য —

সব ক্ষুদ্রজীব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে 'প্রকৃতি' সম্ভাষিয়া॥
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ২।১২০)

বৈষ্ণবী স্ত্রী সম্বন্ধে (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১২।৪২) —

পূর্ব্ববৎ প্রভু কৈলা সবার মিলন।
স্ত্রী-সব দূর হইতে কৈলা প্রভুর দরশন॥

গৃহস্থ বৈষব সম্বন্ধে এইরূপ বিধি। গৃহস্থ ব্যক্তি পরস্ত্রী বা বেশ্যার সংসর্গ করিবেন না। নিজ বিবাহিত স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মশাস্ত্র অনুমোদিত সংসর্গ ব্যতীত অন্য-প্রকার সংসর্গ করিবেন না। স্ত্রৈন-ভাব একবারে পরিত্যাগ করিবেন। স্মার্ত্ত ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে এইরূপ শাস্ত্রোপদেশ —

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥

গৃহস্থ ব্যক্তির গৃহিণী আবশ্যক, সেই গৃহিণীর সহিত একযোগে একমনে সমস্ত পুরুষার্থ সাধন করিবেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে পুরুষার্থ চারিপ্রকার অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। বর্ণাশ্রম সম্বন্ধীয় শাস্ত্রে যাহাকে 'বিধি' বলা হইয়াছে, তাহাই ধর্ম্ম। শাস্ত্রে যাহা নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত আছে, তাহা করার নাম অধর্ম্ম; সেই সমস্ত বিধি পালন ও নিষেধ পরিত্যাগের কার্য্য সমূহ গৃহস্থ ব্যক্তি স্বীয় গৃহিণীর সহিত বা সাহায্যে সাধন করিবেন। ধর্ম্মাচারের দ্বারা যে লাভ হয়, তাহার নাম অর্থ। গৃহের দ্রব্য, পুত্র-কণ্যা, গো-পশু ইত্যাদি সমস্তই অর্থ। সেই সমস্ত অর্থ ভোগের জন্য কাম। ধর্ম্ম, অর্থ, ও কাম - এই তিনটিকেই 'ত্রিবর্গ' বলে। কর্ম্মচক্রে ভ্রাম্যমাণ মায়াবদ্ধ জীবের এই ত্রিবর্গ-সাধনই জীবন।

গৃহিণীর সহিত একমনে ঐ ত্রিবর্গ সাধন করাই স্মার্ত্ত গৃহস্থের কর্ত্তব্য। গৃহস্থ রাত্রিদিন স্ত্রীর সহিত একমনে ত্রিবর্গ সাধন করিবেন। তীর্থাযাত্রাদি কার্য্যে গৃহিণী সঙ্গিনী থাকিতে পারেন। জীবের যে পর্য্যন্ত পরমার্থ চেষ্টা না হয়, সে পর্য্যন্ত ত্রিবর্গ-চেষ্টা ব্যতীত ধর্ম্ম-জীবনের অন্য উপায় কি? মোক্ষই জীবের চতুর্থ পুরুষার্থ। মোক্ষ দুইপ্রকার অর্থাৎ অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি ও চিৎসুখপ্রাপ্তি। শুষ্ক জ্ঞান বা মায়াবাদ যাঁহাদের ধর্ম্মজীবনকে নিয়মিত করে, তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তিই চরম উদ্দেশ্য। বিশুদ্ধ জ্ঞান যাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায়, তাঁহারা চরমে চিৎসুখকে অন্বেষণ করেন, অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তিতে আবদ্ধ থাকেন না। বৈষ্ণব গৃহীই হউন, গৃহত্যাগীই হউন, তিনি চিৎসুখের অভিলাষী। গৃহস্থ বৈষ্ণব সর্ব্বদাই চিৎসুখকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় গৃহিণীর সহিত একযোগে সকল কার্য্য করেন। সকল কার্য্য করিয়াও তিনি স্ত্রৈণ হ'ন না। এইরূপ জীবনে তাঁহার যোষিৎ-সংসর্গ হইতে পারে না। অবৈধ স্ত্রী-সম্ভাষণ এবং বৈধ স্ত্রী সঙ্গে অপরমার্থিক স্ত্রৈন-ভাব তিনি একেবারে পরিত্যাগ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে শ্রীসূত গোস্বামী (২।৯-১০, ১৩-১৪) সংক্ষেপে বৈষ্ণব গৃহস্থের নিয়মটিকে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা —

> ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
> নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥
> কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
> জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥
> অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
> স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্॥
> তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্ত্বতাং পতিঃ।
> শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা॥

তাৎপর্য্য এই যে, বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রাধান্যরূপে ত্রিবর্গ-ধর্ম্মের উপদেশ আছে। করুণাময় ঋষিগণ কর্ম্মাধিকারীর যাহাতে ভাল হয়, তজ্জন্য বিংশতি 'ধর্ম্মশাস্ত্র' রচনা করিয়াছেন; কর্ম্মিগণের তাহাতে অধিকার। "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥" (শ্রীভাঃ ১১।২০।৯) — এই ভগবদ্‌বাক্যের উদ্দিষ্ট কর্ম্মাধিকারীর পক্ষে ত্রিবর্গই ধর্ম্ম। নির্ব্বেদ লাভ করিয়া যাঁহাদের জ্ঞানাধিকার হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে আর ত্রৈবর্গিক কর্ম্মাধিকার থাকে না। তাঁহারা তাহা ত্যাগ করিয়া শুষ্কজ্ঞানগত সন্ন্যাসের অধিকারী হ'ন। বহু জন্মার্জিত সুকৃতি বলে শ্রীভগবৎকৃপা লাভ করতঃ যাঁহাদের ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে শ্রদ্ধা হয়, তাঁহাদেরও কর্ম্মাধিকার থাকে না। ইঁহারাই বৈষ্ণব। তন্মধ্যে যাঁহারা গৃহস্থ, তাঁহারা আপবর্গ ধর্ম্মাশ্রয়ে যে অর্থ লাভ করেন এবং সেই অর্থভোগ বিষয়ে যে কাম প্রাপ্ত হ'ন, সে সমস্তই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্দেশে হয় না, কিন্তু চিৎস্বরূপ জীবের ভক্তির অনুকূল পবিত্র জীবন যাত্রার সহিত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার সহকারী হয়। এই স্থলে কর্ম্ম ও পরমার্থের ভেদ লক্ষিত হইবে। অতএব, গৃহস্থ বৈষ্ণব জীবন যাত্রার জন্য বর্ণাশ্রম বিভাগের দ্বারা স্বীয় গৃহিণীর সহযোগে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ভগবৎপ্রসাদ লাভের উদ্দেশ্যে গৃহস্থ জীবনে সাধন করিবেন। যখন তাঁহার গৃহ তৎসাধনে প্রতিকূল হইবে, তখন তাহাতে বিরাগ জন্মিলে গৃহত্যাগ করিবেন। সুতরাং, গৃহস্থ বৈষ্ণবের পক্ষে উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত ত্রিবর্গ ধর্ম্ম লক্ষণ ক্রিয়া তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র গঠন করে। সেই চরিত্রের সহিত তিনি অনন্যশরণ হইয়া ভগবানের নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলার শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি করিবেন। এইরূপ অহরহঃ গৃহিণীর সহযোগে পরমার্থ সাধন করিবেন। গৃহিণীও তদনুগতা অন্যন্য স্ত্রীলোকের অর্থাৎ ভগ্নী, কন্যা প্রভৃতির সাহায্যে সর্ব্বদা পরমার্থ চেষ্টা করিবেন। ইহাতে কোন প্রকার অবৈধ আচরণ থাকে না। অতএব, তাহাতে যোষিৎসঙ্গ হইবে না। অতএব কি গৃহস্থ, কি গৃহত্যাগী - সকল প্রকার সাধনের পক্ষে যোষিৎসঙ্গ একেবারে পরিত্যাগ করা উচিত। ভক্তগণ বিশেষ যত্ন সহকারে পূর্ব্বোক্ত 'সংসর্গ'-রূপ সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন।

এখন আসক্তিরূপ সঙ্গের বিচার করা যাউক। সংস্কারাসক্তি ও জড়দ্রব্যাসক্তি ভেদে আসক্তি দুই প্রকার। প্রথমে সংস্কারাসক্তির বিষয় আলোচনা

করি। প্রাক্তন ও আধুনিক ভেদে সংস্কার দুই প্রকার। জীব মায়াবদ্ধ হইয়া অনাদিকাল হইতে যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন এবং যে সকল জ্ঞানচেষ্টা করিয়াছেন, সেই সমুদায় কর্ম্ম ও জ্ঞানের ফলে জীবের লিঙ্গশরীরগত যে সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহাই প্রাক্তন সংস্কার। সেই সংস্কারকে স্বভাব বলা যায়। যথা —

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফল-সংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥
— শ্রীগীতা (৫।১৪)

"অনাদিপ্রবৃত্তা প্রধানবাসনাত্র স্বভাবশব্দেনোক্ত-প্রাধানিকদেহাদিমান্ জীবঃ কারয়িতা কর্ত্তা চেতি বিবিক্তস্য তত্ত্বম্" ইতি ভাষুকারঃ। পুনশ্চ —

স্বভাবজেন কৌন্তেয়! নিবদ্ধঃ যেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥
— (শ্রীগীঃ ১৮।৬০)

জ্ঞানসংস্কার বন্ধন সম্বন্ধে বলিয়াছেন : যথা —

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥
— শ্রীগীতা (১৪।৬)

তত্র ভাষ্যকারঃ — 'জ্ঞান্যহং, সুখ্যহম্' ইত্যভিমানস্তেন পুরুষং নিবধ্নাতি।

এই প্রকার স্বভাবজনিত কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে উৎপন্ন যে সংস্কার, তৎপ্রসূতা আসক্তি হইতে মানবদিগের কর্ম্ম-সঙ্গ ও জ্ঞান-সঙ্গ উদিত হয়। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে মায়াবাদীদিগের পক্ষে যে জ্ঞান-বন্ধন, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। কর্ম্মসঙ্গীদিগের কথা এইরূপ উক্ত হইয়াছে (শ্রীগীঃ ৩।২৬) —

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥

প্রাক্তন সংস্কার হইতে কর্ম্ম-সঙ্গ ও জ্ঞান-সঙ্গ হয়। এই সংস্কার-সঙ্গ অতি অপরিহার্য্য। বহু চেষ্টা, এমন কি, আত্মঘাত পর্য্যন্ত করিয়াও সংস্কার ত্যাগ করিতে পারা যায় না।

এই জন্য সঙ্গক্রমে যে সংস্কার বা গুণাসক্তি লাভ করা যায়, তাহাকে আধুনিক সংস্কার বলে। এই দুই প্রকার সংস্কারে জগজ্জীব বশীভূত। জীব মায়াতে যখন বদ্ধ থাকে না, তখন তাহার যে স্বভাব, তাহা নির্ম্মল কৃষ্ণদাস্য। জীব মায়াতে বদ্ধ হইয়া প্রাক্তন ও আধুনিক কুসংস্কারকে ত্যাগ করিতে পারে না। তখন প্রাক্তন কুসংস্কার তাহার দ্বিতীয় স্বভাব বা নিসর্গ হইয়া উঠে। সাধুসঙ্গই এই সংস্কারাসক্তিকে শোধন করিতে পারে। সাধুসঙ্গই এই রোগের একমাত্র ঔষধ। সংস্কার-সঙ্গ শোধন করিতে না পারিলে, কোনক্রমেই ভক্তিসিদ্ধি হইতে পারে না। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে (২৩।৫৫) —

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥

অসদ্ব্যক্তির সহিত যে সঙ্গ করা হয়, তাহাতেই জীবের সংসৃতি ঘটে। অজ্ঞানে অসতের সঙ্গ করিলেও সেই ফল অবশ্য হইবে। সেই সঙ্গ যদি প্রকৃত সাধুতে অজ্ঞানেও করা যায়, তদ্দ্বারা নিঃসঙ্গত্বের উদয় হয়। পুনশ্চ শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে (১২।১-২)—

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংশি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বাসঙ্গাপহো হি মাম্॥

সংস্কার-সঙ্গ অতিশয় দুষ্ট। অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যবিদ্যা, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, সন্ন্যাস, ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, দক্ষিণা, ব্রতসমূহ, যজ্ঞ, তীর্থাটন, যম, নিয়ম — এই সকল সৎকর্ম্ম বহুকাল অনুষ্ঠান করিয়াও জীব সঙ্গদোষশূন্য হয় না, অতএব আমাকে প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু কেবল সৎসঙ্গক্রমে ঐ দোষ দূর হইলে আমি ভক্ত-হৃদয়ে শীঘ্র আবদ্ধ হই। শুদ্ধ-ভগবদ্ভক্তদিগকে আদর করিয়া তাঁহাদের সঙ্গ করিলে কর্ম্ম-সঙ্গ ও জ্ঞান-সঙ্গরূপ সংস্কার-সঙ্গদোষ দূর হয়। এই সংস্কার সঙ্গদোষেই রাজসী ও তামসী প্রবৃত্তি জীবে প্রবলা হয়। শয়ন, ভোজন, ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াসম্বন্ধে, মনুষ্যদিগের যে সাত্ত্বিকী, রাজসিকী ও তামসিকী প্রবৃত্তি দেখা যায়, সে সমস্তই সংস্কার-সঙ্গ। এই সংস্কারাসক্তি হইতেই কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগের বৈষ্ণবাবজ্ঞা উদিত হয়। যতদিন এই সংস্কারাসক্তি দূর না হয়, ততদিন দশটি নামাপরাধ নির্ম্মূল হয় না। কর্ম্মাভিমান ও জ্ঞানাভিমান হইতেই ভক্ত-সাধুদিগের চরণে

অপরাধ হয়। সুতরাং, সাধুনিন্দারূপ নামাপরাধ আসিয়া অভক্তের হৃদয়ে বাসা করে। শ্রীকৃষ্ণে একেশ্বর বুদ্ধির বিরোধিনী হইয়া সংস্কারাসক্তি দুর্ভাগা জীবকে অনন্যশরণ হইতে দেয় না। গুর্ব্ববজ্ঞা, শ্রুতিনিন্দা, নামে অর্থবাদ, শ্রীভগবন্নামের সহিত অন্য শুভ-কর্ম্মের সাম্যবুদ্ধি, নামচ্ছলে পাপাচরণ, 'অহংতা মমতা'- জনিত বৈমুখ্য, অপাত্রে নাম বিক্রয় — এই সকল নামাপরাধ হইয়া থাকে। সে স্থলে জীবের আর মঙ্গল কিরূপে হইতে পারে? অতএব বলিয়াছেন —

অসদ্ভিঃ সহ সঙ্গস্তু ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন।
যস্মাৎ সর্ব্বার্থহানিঃ স্যাদধঃপাতশ্চ জায়তে॥

কিছুদিন বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্গ করিতে করিতে সংস্কারাসক্তি দূর হয়, তাহা অনেক ভাগ্যবান্ ব্যক্তিতে দেখা গিয়াছে। শ্রীনারদের সঙ্গবলে ব্যাধের ও রত্নাকরের মঙ্গল হইয়াছিল, ইহা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। শ্রীরামানুজাচার্য্যের চরম উপদেশ এই — "যদি তুমি আপনাকে কোনও চেষ্টায় শুদ্ধ করিতে না পার, তবে বৈষ্ণবদিগের নিকট গিয়া বসিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার সকল মঙ্গল হইবে।" বৈষ্ণবদিগের সংস্কৃত ভক্ত-চরিত্র দেখিতে দেখিতে অল্পদিনের মধ্যেই মন ফিরিয়া যায়, বিষয়াসক্তি খর্ব্ব হয়, হৃদয়ে ভক্তির অঙ্কুর উদ্গত হয়। এমন কি, আহার-ব্যবহার সম্বন্ধেও ক্রমে বৈষ্ণব রুচি হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব-সঙ্গে থাকিতে থাকিতে অনেক লোকের স্ত্রী-সঙ্গ রুচি, অর্থ পিপাসা, ভুক্তি-মুক্তি বাঞ্ছা, কর্ম্ম জ্ঞানের প্রতি আদর, মৎস-মাংস ভোজন, মদ্য, তামাক, ধূম্রপান, তাম্বুল-সেবন স্পৃহা ইত্যাদি অনর্থ দূর হইয়াছে, ইহা আমরা দেখিয়াছি। বৈষ্ণবের অব্যর্থ-কালত্ব-ধর্ম্ম দেখিয়া অনেকে আলস্য, নিদ্রাধিক্য, বৃথা জল্পনা, বাক্যাদির বেগ প্রভৃতি অনর্থ-সকল অনায়াসে দূর করিয়াছেন। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, বৈষ্ণব সংসর্গে কিছুদিন থাকিতে থাকিতে কাহারও কাহারও শাঠ্য ও প্রতিষ্ঠাশাও দূর হইয়াছে। একটু আদরের সহিত বৈষ্ণব-সঙ্গ করিলে সংস্কারাসক্তি প্রভৃতি সকল সঙ্গই দূর হয়, ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। যুদ্ধে জয় পিপাসায় আসক্ত, রাজ্যলাভের জন্য বিশেষ কুশল, প্রচুর ধন-সঞ্চয়ের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল ব্যক্তিগণের চিত্ত শুদ্ধ হইয়া বৈষ্ণব-সঙ্গে কৃষ্ণ ভক্তি হইয়াছে, এমত কি, 'বিতর্কে জগৎকে পরাজিত করিব' — এইরূপ দুরভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তিদিগেরও চিত্ত স্থির হইয়াছে। বৈষ্ণবসঙ্গ ব্যতীত সংস্কারাসক্তি শোধনের উপায়ান্তর দেখি না।

দ্রব্যাসক্তিগুলি পরিত্যাগ করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করা উচিত। গৃহীলোকের গৃহ-দ্বার, ব্যবহার্য্য দ্রব্য, বস্ত্র-অলঙ্কার-অর্থ, স্ত্রী-পুত্রাদির শরীর, নিজ শরীর, ভোজ্য বস্তু, বৃক্ষ, পশু প্রভৃতিতে নিসর্গসিদ্ধ আসক্তি আছে। কোন কোন লোকের ধূম্র পান, তাম্বুল ভোজন, মৎস-মাংসাদি ও মাদক বস্তুতে এতদূর আসক্তি হয় যে, পরমার্থ সাধনে তাহা প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে। অনেক লোকে মৎসাদির লোভে ভগবৎ-প্রসাদাদিতে আদর করেন না। মুহুর্মুহু ধূম্র-পানের স্পৃহাদ্বারা অনেকের ভক্তি-গ্রন্থ পাঠ, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির আস্বাদ ও দেবমন্দিরে বহুক্ষণ অবস্থিতি নিবারিত হয়। ঐ সকল দ্রব্যাসক্তি নিরন্তর কৃষানুশীলনের বড়ই বিরোধী। বহু-যত্নপূর্ব্বক সে সকল আসক্তি ত্যাগ না করিলে ভজনসুখ পাওয়া যায় না। সাধুসঙ্গে ঐ সকল দ্রব্যাসক্তি অনায়াসে দূর হয়। তথাপি, ভক্তিপূর্ণ চেষ্টা দ্বারা ঐ সকল ক্ষুদ্রাসক্তিকে দূর করিতে চেষ্টা করা আবশ্যক। শ্রীভগবদ্ভক্তি-সম্মত ব্রতাচরণ দ্বারা ঐ সকল আসক্তি দূরীভূত হইয়া থাকে।

শ্রীহরিবাসর ব্রত ও শ্রীজয়ন্তী-ব্রত সুন্দর রূপে পালন করিলে ঐ সকল আসক্তি দূর হয়। ব্রত-নিয়ম পালনেই আসক্তি ক্ষয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ সকল ব্রতদিবসে সর্ব্বভোগ বিবর্জিত হইয়া ভজন করিবার বিধি আছে। ভোগ্যদ্রব্য দুই প্রকার, অর্থাৎ প্রাণ-রক্ষক ও ইন্দ্রিয়তোষক। অন্ন পানাদি দ্রব্য প্রাণ তোষক। মৎস্য, মাংস, তাম্বুল, মাদক দ্রব্য, তাম্রকূটাদির ধূম্র-পান — এই সমস্ত ইন্দ্রিয় তোষক। ব্রতদিনে ইন্দ্রিয়-তোষক দ্রব্য একেবারে পরিত্যাগ না

করিলে ব্রত হয় না। যতদূর সাধ্য প্রাণ-রক্ষক দ্রব্যসমূহও পরিত্যাগ করা উচিত। শরীরের অবস্থা অনুসারে যে অনুকল্পের বিধান, তাহাতে প্রাণ-রক্ষক দ্রব্য-সকলের ব্যবহারে যতদূর সঙ্কোচ হইতে পারে, তাহা করা আবশ্যক। ইন্দ্রিয়-তোষক দ্রব্যের অনুকল্পাদি নাই, পরিত্যাগই বিধি। ভক্তজীবের ভোগপ্রবৃত্তির সঙ্কোচাভ্যাসই ব্রতের একাঙ্গ। যদি এরূপ মনে হয় যে, 'কষ্টে-সৃষ্টে অদ্য ত্যাগ করি, আবার কল্য সেই দ্রব্য যথেষ্ট ভোজন করিব', তবে ব্রতের তাৎপর্য্য সিদ্ধি হইবে না। কেন না, ক্রম-অভ্যাসের দ্বারা ঐ সকল দ্রব্যসঙ্গ পরিত্যাগ করাইবার জন্য ব্রত সকল নির্ণীত হইয়াছে। ব্রতগুলি প্রায় দিবসত্রয় ব্যাপি। এইরূপে দিবসত্রয় সঙ্গ রোধ করিতে করিতে এক মাস ব্যাপি ও চতুর্ম্মাস ব্যাপি (চাতুর্ম্মাস্য) ব্রতের দ্বারা ক্রমশঃ সঙ্গকে নির্ম্মূল করিয়া সেই সেই দ্রব্য বা ব্যবহার হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইতে হইবে। যাহাদের ব্রত পালন সম্বন্ধে ''ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা'' - এই শ্রীগীতাবচনের (৯।৩১) তাৎপর্য্য মনে থাকে না, তাহাদের বৈরাগ্য কেবল কুঞ্জরস্নানবৎ ক্ষনস্থায়ী।

যাঁহারা শুদ্ধভক্তি পাইবার আশা করেন, তাঁহাদের পক্ষে অভক্ত-সঙ্গ ও যোষিতসঙ্গরূপ সংসর্গদ্বয় বর্জ্জনীয়। তাঁহাদের পক্ষে সংস্কারাসক্তি পরিত্যাগ করিবার জন্য সাধুসঙ্গের নিতান্ত প্রয়োজন। দ্রব্যাসক্তি দূরীকরণের জন্য তাঁহাদের পক্ষে বৈষ্ণব ব্রত সমুদায় পালন করা আবশ্যক। এই সকল কার্য্য হেলা-ফেলা করিয়া করা কর্ত্তব্য নয়। বিশেষ যত্নাগ্রহের সহিত আদরপূর্ব্বক করা আবশ্যক। আদরপূর্ব্বক না করিলে কুটিনাটিরূপ কপট আসিয়া কার্য্যসমুদায় নিষ্ফল করিয়া দেয়। এই বিষয়ে যাঁহাদের আদর নাই, তাঁহাদের পক্ষে অনেক-জন্ম শ্রবণ করিয়াও শ্রীহরিভক্তি সুদুর্ল্লভা হইয়া পড়েন।

সঙ্গত্যাগ ও সঙ্গ করিলে কি হয়? এ বিষয়ে অনেক সংশয় হয়। সংশয় হইতেও পারে, কেননা, কেবল অসদ্ব্যক্তির বা বস্তুর নিকটস্থ হইলেই যদি সঙ্গ হয়, তবে সঙ্গ ত্যাগের উপায় থাকে না। যে পর্য্যন্ত জড় শরীর আছে, ততদিন অসন্নৈকট্য কিরূপে ত্যক্ত হইতে পারে? পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণকে গৃহস্থ-বৈষ্ণব কিরূপে ত্যাগ করিবেন? গৃহত্যাগী হইলেও কপটি বেশধারী ব্যক্তিকে ত্যাগ করা যায় না। গৃহে থাকুন বা বনে থাকুন, জীবন-নির্ব্বাহের জন্য অবশ্য অসদ্ব্যক্তির নিকট আসিতেই হইবে। অতএব, অসদ্ব্যক্তির সঙ্গত্যাগ সীমা সম্বন্ধে 'শ্রীউপদেশামৃতে' এইরূপ বিধি প্রদত্ত হইয়াছে -

> দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
> ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব যড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্‌॥

হে সাধকগণ! দেহযাত্রা নির্ব্বাহে সৎ ও অসৎ উভয় ব্যক্তির নৈকট্য অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। ইহাতে গৃহী ও গৃহত্যাগী উভয়ের সমানতা। নৈকট্য অবশ্যই ঘটিবে, তথাপি অসতের সঙ্গ করা হইবে না। দান, প্রতিগ্রহ, পরস্পর গূঢ়-জল্পন ও পরস্পর ভোজনাদি স্বীকার কার্য্যে যদি প্রীতি করা হয়, তবে সঙ্গ হয়। ক্ষুধাতুর ব্যক্তিকে যাহা কিছু দেওয়া যায় এবং ধার্ম্মিক দাতার নিকট যাহা কিছু লওয়া যায় তাহা কর্ত্তব্যবোধে কৃত হয় মাত্র, প্রীতির সহিত করা যায় না। তাহারা অসৎ হইলেও তৎকার্য্যে তাহাদের সঙ্গ হয় না। তাহারা শুদ্ধ বৈষ্ণব হইলে সেই কার্য্যে প্রীতি হয়। প্রীতি করিলে সঙ্গ হয়। সুতরাং শুদ্ধ-বৈষ্ণবদিগকে দান ও তাঁহদের নিকট হইতে দ্রব্য বা অর্থ গ্রহণে সৎসঙ্গ হয়। অসৎকে দান ও অসতের নিকট হইতে গ্রহণ যদি প্রীতি সহকারে হয়, তবে অসৎসঙ্গ হইয়া পড়ে। অসদ্ব্যক্তি নিকটে আসিয়াছে, তাহার সহিত যে কর্ত্তব্য-কর্ম্ম আবশ্যক হয়, তাহা কেবল কর্ত্তব্যবোধে করিবে। পরস্পরের গূঢ়-কথার জল্পনা করিবে না। গূঢ় জল্পনায় প্রায়ই প্রীতি থাকে, তাহাতে সঙ্গ হয়। সংসারী বান্ধবাদির মিলনে নিতান্ত আবশ্যক বার্ত্তামাত্র বলিবে। হৃদয়ের প্রীতি তখন না করাই ভাল। কিন্তু, যদি সেই বান্ধব সাধু-বৈষ্ণব হ'ন, তবে সেই বার্ত্তা প্রীতি-সহকারে করিয়া তাঁহার সঙ্গ স্বীকার করিবে। কুটুম্ব ও বান্ধবের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিলে কোন বিরোধ হইবে না। ব্যবহারিক বার্ত্তায় সঙ্গ হয় না। বাজারে দ্রব্য ক্রয়

সময়ে যেরূপ নূতন ব্যক্তির সহিত কেবল বাহ্য ব্যবহার করিতে হয়, সেইরূপ ব্যবহার সাধারণের সঙ্গে করিবে। শুদ্ধ ভক্তের সহিত সেই সেই ব্যবহারও প্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক সঙ্গ করিবে। ক্ষুধিত, আতুর, বিদ্যা-ব্যবসায়ীদিগকে আবশ্যক ভোজন করাইতে হইলে অতিথি ব্যবহারে তাহা সম্পন্ন করিবে, প্রীতি-বিশেষ করিবার প্রয়োজন নাই। যত্ন কর, কিন্তু প্রীতি করিও না। শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণকে প্রীতি সহকারে ভোজন করাইবে এবং আবশ্যক হইলে প্রীতি সহকারে তাঁহাদের প্রদত্ত প্রসাদ গ্রহণ ও ভোজন করিবে। স্ত্রী, পুত্র, দাস, দাসী, আগন্তুক ব্যক্তি এবং যাঁহার নিকট যাইতে হয়, সকলের সহিত দান, গ্রহণ, জল্পন ও ভোজনাদিতে এইরূপ ব্যবহার বিচার করিতে পারিলে অসৎসঙ্গ হইবে না এবং সৎসঙ্গও হইবে। এইরূপে অসৎসঙ্গ ত্যাগ না করিলে কৃষ্ণভক্তি লাভের কোন আশা নাই। গৃহত্যাগী বৈষ্ণব, সদ-্গৃহস্থের গৃহে মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া যাহা পা'ন, উক্ত বিচারের সহিত তাহাই গ্রহণ করিবেন। মাধুকরী ও স্থূল-ভিক্ষায় যে ভেদ আছে, তাহা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন। গৃহস্থ বৈষ্ণব, সচ্চরিত্র গৃহস্থের বাটীতে প্রসাদ অন্ন-পান গ্রহণ করিবেন। অভক্ত ও অসচ্চরিত্র ব্যক্তির বাটীতে সর্ব্বদা সাবধানে প্রসাদ পাইবেন। এ বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহাদের সুকৃতি অনুসারে ভক্তিতে শ্রদ্ধা হইয়াছে, কৃষ্ণকৃপায় তাঁহাদের কিয়ৎ পরিমাণে বুদ্ধিযোগের উদয় হয়। সেই বুদ্ধিক্রমে আচার্য্যদিগের উপদেশের মর্ম্ম অনায়াসে তাঁহারা বুঝিতে পারেন। সুতরাং স্বল্পাক্ষরে তাঁহাদের প্রতি উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। যাঁহাদের সুকৃতি নাই, তাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই। অধিক করিয়া বলিলেও তাঁহারা কোন প্রকারে বুঝিবেন না। অতএব, 'শ্রীউপদেশামৃতে' শ্রীরূপগোস্বামী স্বল্পাক্ষরে ভজনের উপদেশ দিয়াছেন।

৬। সাধু-বৃত্তি

'উৎসাহ', 'নিশ্চয়', 'ধৈর্য্য', 'তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তন' ও 'সঙ্গত্যাগ' বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ প্রবন্ধ পূর্ব্বে লিখিয়াছি। সম্প্রতি 'সাধু-বৃত্তি' বিষয়ে এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে। গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী বৈষ্ণব-ভেদে সাধু দুই প্রকার। সেই সাধুদিগের যে বৃত্তি অবলম্বিত হইবে, তাহা গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী বৈষ্ণবভেদে পৃথক্ পৃথক্ লিখিত হইবে। গৃহস্থ ও গৃহত্যাগীর উপযোগী বৃত্তি পৃথক্ হইলেও কতকগুলি বৃত্তি উভয়েরই উপযোগী, তাহাও পৃথগ্রূপে বিবেচিত হইবে। 'বৃত্তি' শব্দের দুই অর্থ, অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও জীবন। স্বভাবকে প্রবৃত্তি বলা যায়। সেই স্বভাবজনিত প্রবৃত্তিই জীবের ধর্ম্ম। শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ে ৩১শ শ্লোকে বলিয়াছেন —

প্রায়ঃ স্বভাব-বিহিতো নৃণাং ধর্ম্মো যুগে যুগে।
বেদদৃগ্ভিঃ স্মৃতো রাজন্ প্রেত্য চেহ চ শর্ম্মকৃৎ॥

সেই স্বভাবজাত বৃত্তিতে বর্ত্তমান থাকিয়া মনুষ্য জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে নির্গুণ-কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করিতে পারেন। অন্যথা, অধর্ম্মে পতিত হইয়া ক্রমোন্নতি লাভ করিতে পারিবেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমে (১১।৩২) বলেন —

বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মকৃৎ।
হিত্বা স্বভাবজং কর্ম্মং শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ॥

'নির্গুণতা'-শব্দে ভক্তিকে বুঝায়। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশে (২৫।৩৩) —

তস্মাদ্দেহমিমং লব্ধ্বা জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবম্।
গুণসঙ্গং বিনির্ধূয় মাং ভজন্তু বিচক্ষণাঃ॥

'নির্গুণং মদুপাশ্রয়ং' — এই শ্রীভগবদ্বাক্য হইতে স্থির হইয়াছে যে, ভক্তি হইতে যাহা কৃত হয়, তাহাই নির্গুণ। (শ্রীভাঃ ১১।১২।৩৪-৩৫) —

'রজস্তমশ্চাভিজায়েৎ সত্ত্ব সংসেবয়া মুনিঃ॥'
সত্ত্বঞ্চাভিজয়েৎ যুক্তো নৈবপেক্ষ্যেণ শান্তধীঃ।

অতএব, সাত্ত্বিক দ্রব্য, ক্রিয়া, কাল, দেশ-সমুদায়ে ভগবদ্ভক্তি সংযুক্ত করিয়া জীবনযাত্রা করিতে পারিলে মনুষ্য নির্গুণ হইতে পারেন। সাত্ত্বিক প্রবৃত্তিতে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার এবং

সেই অধিকারে স্থিত হইয়া ক্রমশঃ নির্গুণ হইয়া থাকেন। মনুষ্যদিগের সাধারণ সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে (১১।৮-১২) কথিত হইয়াছে — সত্য, দয়া, তপঃ, শৌচ, তিতিক্ষা (সহিষ্ণুতা গুণ), ইক্ষা (যুক্তাযুক্ত বিবেক), শম (মনের সংযম), দম (ইন্দ্রিয় দমন), অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ, স্বাধ্যায় (জপ), সরলতা, সন্তোষ, সমদর্শিজনের সেবা, গ্রাম্য চেষ্টা হইতে নিবৃত্তি, বিপর্য্যয়েহেক্ষা (নিষ্ফলচেষ্টা দর্শনে), বৃথালাপ নিবৃত্তি, আত্ম বিমর্শন (আত্ম ও অনাত্ম বিচার), অন্নাদির বিভাগ, সকল লোকে ভগবৎসম্বন্ধ বুদ্ধি তথা শ্রীভগবানের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবা, ইজ্যা, নতি, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন। এই ত্রিশটী প্রবৃত্তির তারতম্য অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র — এই চারিপ্রকার বর্ণ এবং গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী — এই চারিপ্রকার আশ্রম হইয়াছে। যথা, একাদশে (শ্রীভাঃ ১১।১৮।৪২) —

ভিক্ষোর্ধর্ম্মঃ শমোঽহিংসা তপ ইক্ষা বনৌকসঃ।
গৃহিণো ভূতরক্ষেজ্যা দ্বিজস্যাচার্য্যসেবনম্॥

শম ও অহিংসা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। তপ ও ঈক্ষা বানপ্রস্থের ধর্ম্ম। ভূতরক্ষা ও পূজা গৃহীর ধর্ম্ম। গুরুসেবা ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম। বর্ণ চতুষ্টয়ের জীবনবৃত্তি এইরূপে সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে — অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন,দান ও প্রতিগ্রহ — এই ছয়টি ব্রাহ্মণের কর্ম্ম; তন্মধ্যে অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হওয়া উচিত। ক্ষত্রিয়বৃত্তি — প্রজাপালনে দণ্ড, শুল্কাদি দ্বারাজীবিকা নির্ব্বাহ। কৃষি, গো-রক্ষা, বাণিজ্য — বৈশ্যের বৃত্তি; কেবল দ্বিজ-শুশ্রূষাই শূদ্রের জীবিকা। সঙ্করজাতির কুল-প্রচলিত বৃত্তি — জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়।

এই সমস্ত শ্রীভাগবতীয় সিদ্ধান্ত হইতে বুঝিতে হইবে যে, মানবগণের এই জগতে অবস্থিতি-কাল পর্য্যন্ত শ্রীহরি-ভজনই একমাত্র উদ্দেশ্য, আর কোন উদ্দেশ্য নাই। স্থূলদেহ ও লিঙ্গদেহকে ঐরূপ ভজনের অনুকূল করিতে না পারিলে ভজন হইতে পারে না! সেই দেহ-দ্বয়ের আনুকূল্য-সিদ্ধির অভিপ্রায়ে কতকগুলি ব্যবস্থার প্রয়োজন। প্রথমে স্থূলদেহের সংরক্ষণার্থে গৃহ দ্বার, বহু দ্রব্য ও অন্ন পানাদি সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয়। লিঙ্গদেহের উন্নতির জন্য সদ্বিদ্যা ও সদ্বৃত্তির প্রয়োজন। দেহদ্বয়কে সম্পূর্ণ রূপে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে তাহাদের নির্গুণ-স্থিতির প্রয়োজনীয়তা। অনাদি-কর্ম্মফলে জীবের যে স্বভাব ও বাসনা জন্মে, তাহাতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ — এই তিন গুণের মিশ্রভাব অবশ্য থাকে। প্রথমে সত্ত্বগুণের সমৃদ্ধি দ্বারা রজোস্তম গুণদ্বয়কে খর্ব্ব ও পরাজিত করিয়া সত্ত্বের প্রাধান্য স্থাপন করা উচিত। সেই সত্ত্বকে ভজনের সম্পূর্ণ অধীন করিতে পারিলে তাহাই নির্গুণ। এই ক্রম-অবলম্বন দ্বারা ভজন যোগে দেহ, মন ও অবস্থা সাধিত হয়।

আদৌ মানবের স্বভাব জনিত দোষ গুণের মধ্যে অবস্থিতি কাল বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মূল তাৎপর্য্য এই যে — মানব ক্রমে ক্রমে তদলম্বনে ভজন করিবার যোগ্য হইবে। তদুদ্দেশ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিম্নলিখিত শ্রীমদভাগবত শ্লোক (১১।৫।২-৩) শ্রীল সনাতনকে বলিয়াছিলেন —

মুখবাহূরুপাদেভ্য পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বরো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভাবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥

যখন শ্রীল রামানন্দ বলিলেন, যে সাধ্য-সাধন-বিধি এই —

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নন্যত্তত্তোষকারণম্॥

(শ্রীবিঃ পুঃ ৩।৮।৯)

তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু এই বিধিকে ‘বাহ্য’ বলিয়া তদপেক্ষা উচ্চ সিদ্ধান্ত বলিতে বলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তির তাৎপর্য্য এই যে — হে রামানন্দ! স্থূল লিঙ্গ দেহকে করিবার জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। যদি কেহ কেবল তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীহরি ভজন না করে, তবে তাহার কি লাভ হইল? সুতরাং, বর্ণাশ্রম বিধি বদ্ধজীবের

একমাত্র শুদ্ধ-জীবনোপায় হইলেও তাহা বাহ্য। যথা (শ্রীভাঃ ১।২।৮)

ধর্ম্ম স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

ইহার দ্বারা এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে না যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে দূরে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। যদি তাহাই হইত, তবে তঁহার জীবনলীলায় গৃহস্থ অবস্থায় গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসীর লীলায় সন্ন্যাস-ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়া তিনি সর্ব্বজীবকে শিক্ষা দিতেন না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যাবদ্দেহ অবশ্য আশ্রয়ণীয়; কিন্তু তাহা সর্ব্বদা ভক্তির সম্পূর্ণ অধিকারে ও অধীনে থাকিবে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পরধর্ম্মের ভিত্তি স্বরূপ। পরধর্ম্মের পরিপক্কতা হইলে উপেয় প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উপায়ের ক্রমশঃ অনাদর হয়। আবার, দেহত্যাগের সহিতও তাহা পরিত্যাক্ত হয়।

শ্রীল রামানন্দ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত শ্লোকের শেষার্ধে আছে যে, ''বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষ কারণম্॥'' তাহাতে জানিতে হইবে যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অবলম্বন ব্যতীত সংসারী জীবের শ্রীহরি ভজনের অনুকূল জীবনযাপনের আর কোন পন্থা নাই। ইহাকে ভক্তজীবন লাভের একমাত্র পন্থা বলা যায়।

মানব স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সঙ্কর ও অন্ত্যজ — এই কয় ভাগে বিভক্ত। কোন দেশে বর্ণাশ্রম স্পষ্টরূপে না থাকিলেও অঙ্কুর রূপে আছে। যাহার যে স্বভাব, তাহার সেই বৃত্তি ও তদনুসারে তাহার জীবিকোপায় হইয়া থাকে। অন্যের বৃত্তি ও অন্যের জীবিকা অবলম্বন করিলে অমঙ্গল হয়, এমত কি শ্রীহরিভজনের বিশেষ ব্যাঘাত হয়। জন্মই ইহার একমাত্র কারণ নয়, স্বভাবই একমাত্র কারণ। শ্রীমদ্‌ভগবতে সপ্তম স্কন্ধে (১১।৩৫) লিখিয়াছেন —

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যতে তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

শ্রীধরস্বামী টীকায় বলিয়াছেন — ''শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহার মুখ্যঃ, ন জাতিমাত্রাদিত্যাহ - যস্যেতি। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যতে তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণ নিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ।'' এবম্ভুত সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সর্ব্বদা অবলম্বনীয়। ইহা প্রায়ই ভক্তির উপযোগী। চতুর্ব্বর্ণ ও সঙ্কর জাতি — সকলেই সাত্ত্বিক স্বভাবকে উন্নত করিতে যত্নাগ্রহ করিবেন। অন্ত্যজ ব্যক্তির যদি সুকৃতি ক্রমে ভাগ্যোদয় হয়, তবে শূদ্রাচারে থাকিয়া সত্ত্বগুণের উন্নতি সাধন করিবে। সকলেই ভক্তিকে প্রাধান্য দিয়া সাধুসঙ্গ-কৃপায় উন্নত সত্ত্বকে নির্গুণ অবস্থায় আনিবেন। ইহাই সনাতন ধর্ম্মের ক্রম। ভক্তি থাকিলে সকল বর্ণই দ্বিজোত্তম, ভক্তি না থাকিলে সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণেরও জীবন বৃথা।

একটি কথা এ স্থলে উদাহৃত হউক। কোন মহাত্মা বলিয়াছেন (শ্রীপ্রেঃ ভঃ চঃ), ''মহাজনের যেই পথ, তা'তে হ'ব অনুরত, পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।'' শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনের পূর্ব্বে যে সকল ঋষি-মহাত্মাগণ আচরণ শিক্ষা দিয়াছেন, সে সকলকে পূর্ব্ব-মহাজনের মধ্যে গণ্য বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদয় হইতে যে সব মহাজনের আচার দেখা যায়, তাহা পরবর্তী মহাজনের আচার। পরবর্তী আচারই শ্রেষ্ঠ ও অবলম্বনীয়। জীব-শিক্ষার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার অনুগত জনের যে আচার, তাহাই সর্ব্বতোভাবে অনুসরণীয়।

সদ্‌বৃত্তি কি — ইহা জানিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের অনুগত জনের আচার দ্রষ্টব্য। যতদূর পারি, তাহা সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিব। আদৌ গৃহস্থের ব্যবহার ও বৃত্তি যা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও প্রভুভক্তের চরিত্রে পাওয়া যায়, তাহা লিখিতেছি —

ভজনের সহায় স্বরূপে গৃহস্থ ব্যক্তির গৃহিণী সংগ্রহ। প্রভু বলিলেন (শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১৫।২৫-২৬)-

'গৃহস্থ হইলাম, এবে চাহি গৃহধর্ম্ম॥'
গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম্ম না হয় শোভন।

গৃহিণীর সহিত ধর্ম্ম-সংসার করিতে গেলেই শ্রীকৃষ্ণের দাস-দাসী রূপ পুত্র-কন্যার উদয় হয়, তাহাদিগের প্রতিপালন করার নাম কুটুম্ব-ভরণ। এই সব কার্য্যে ধর্ম্মের সহিত অর্থ-সঞ্চয়ের

প্রয়োজন।তৎসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন (শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৪১, শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।৯৫) —

প্রভু বলে — ''পরিবার অনেক তোমার।
নির্ব্বাহ কেমতে তবে হইবে সবার?''
'গৃহস্থ' হয়েন ইঁহো চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব-ভরণ নাহি হয়॥

উপযুক্ত বয়সে বিদ্যা শিক্ষা করা আবশ্যক। কিন্তু, বহির্ম্মুখ শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করা উচিত নয়। প্রভু বলিলেন (শ্রী চৈঃ ভাঃ আঃ ১২।৪৯, মঃ ৯।২৪১-২৪২) —

পড়ে কেনে লোকে? — কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে?
বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে, ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥
ভাগবত পড়িয়াও কা'রো বুদ্ধিনাশ।

'অতিথি সেবা' গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম — ইহা প্রভুর আজ্ঞা (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।২১, ২৬) —

গৃহস্থের মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম।
অতিথির সেবা — গৃহস্থের মূল কর্ম্ম॥
অকৈতবে চিত্তসুখে যার' যেন শক্তি।
তাহা করিলেই বলি অতিথিতে ভক্তি॥

সকলের সহিত গৃহস্থ সরল ব্যবহার করিবেন। কুটীনাটী, কপট কোন-প্রকারে হৃদয়ে রাখিবেন না। প্রভু কহিলেন (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১৪২) —

অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটীনাটী পরিহরি' একান্ত হইয়া॥

গুরুজনের সেবা গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম। প্রভু কহিলেন (শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১৫।২০) —

গৃহস্থ হইয়া করি পিতৃ মাতৃ সেবন।
ইহাতে সন্তুষ্ট হ'বেন লক্ষ্মী-নারায়ণ॥

গৃহস্থ বৈরাগ্য-ধর্ম্ম হৃদয়ে শিক্ষা করিবেন; কিন্তু বেশাদির দ্বারা বৈরাগী সাজিবেন না। প্রভু বলিলেন (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৬।২৩৭-২৩৯) —

স্থির হঞা ধরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কূল॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥

পর-উপকার ধর্ম্ম গৃহস্থের নিতান্ত কর্ত্তব্য। প্রভু বলেন (শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৯।৪১, ৭।৯২) —

ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥
নাচ গাও ভক্ত সঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি' তার' সর্ব্বজন॥

ইহাতে ভক্তি আলোচনা কার্য্যে কপটি সঙ্গ নিষিদ্ধ হইয়াছে। নগরকীর্ত্তনেও শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে নৃত্য উপদেশ। অভক্ত-সঙ্গে কীর্ত্তনাদি না করা প্রয়োজন।

গৃহস্থ সকল কার্য্যে ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবেন। প্রভু বলিয়াছেন (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ২৮।৫৫)-

শুন মাতা, ঈশ্বরের অধীন সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার॥

গৃহস্থ বিশেষ সতর্কতার সহিত অসৎসঙ্গ অর্থাৎ অবৈষ্ণব-সঙ্গ, স্ত্রী ও স্ত্রৈণ-সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন। প্রভু কহিলেন (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৪) —

অসৎসঙ্গ ত্যাগ — এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রী-সঙ্গী — এক 'অসাধু', 'কৃষ্ণাভক্ত' আর॥

গৃহস্থ-বৈষ্ণব স্বধর্ম্মানুসারে জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য অর্থ সঞ্চয় করিবেন। কোন পাপদ্বারা অর্থ সগ্রহ করিবেন না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলিয়াছেন (শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৬৮৫-৬৮৮) —

শুন দ্বিজ যতেক পাতক কৈলি তুই।
আর যদি না করিস্ সব নিমু মুঞি॥
পরহিংসা, ডাকা চুরি — সব অনাচার।
ছাড় গিয়া, ইহা তুমি না করিহ আর॥
ধর্ম্মপথে গিয়া তুমি লহ হরিনাম।
তবে তুমি অন্যেরে করিবা পরিত্রাণ॥
যত সব দস্যু, চোর ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্ম্মপথে সবারে লওয়াও তুমি গিয়া॥

গৃহস্থ পরস্ত্রী বা বেশ্যাতে লোভ করিবে না। যথা, কৃষ্ণদাস বিষয়ে প্রভুর আচরণ (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৯। ২২৬-২২৭) —

গোসাঞির সঙ্গে রহে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ।
ভট্টথারি-সহ তাঁহা হৈল দরশন॥
স্ত্রী-ধন দেখাঞা তা'রে লোভ জন্মাইল।

আর্য্য সরল বিপ্রের বুদ্ধিনাশ কৈল ॥

প্রভু কেশে ধরিয়া সেই ব্রাহ্মণকে স্ত্রীলোক হইতে রক্ষা করিলেন। 'সরল-বিপ্র' অর্থে দুর্ব্বল-হৃদয় ব্রাহ্মণকুমার।

তিনিই সদ্‌গৃহস্থ, যিনি প্রত্যহ লক্ষ-নাম গ্রহণ করেন। তাঁহার গৃহেই শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ প্রসাদ গ্রহণ করিবেন।

প্রভু কহিলেন (শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৯।১২১-১২২) —

প্রভু বলে — জান 'লক্ষেশ্বর' বলি কারে?
প্রতিদিন লক্ষনাম যে গ্রহণ করে ॥
'সে জনের নাম আমি বলি লক্ষেশ্বর।'
তথা ভিক্ষা আমার, না যাই অন্য ঘর ॥

ধর্ম্মাচার সম্বন্ধে বৈষ্ণব ও স্মার্ত্তে ভেদ নাই, প্রভু বলিয়াছেন (শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৯।৩৮৮-৩৮৯) —

অধম জনের যে আচার, যেন ধর্ম্ম।
অধিকারি-বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম্ম ॥
কৃষ্ণ-কৃপায়ে সে ইহা জানিবারে পারে।
এ সব সঙ্কটে কেহ মরে কেহ তরে ॥

তাৎপর্য্য এই যে, বৈষ্ণবের হৃদয়নিষ্ঠা পৃথক্। স্মার্ত্তের সহিত তাঁহার কর্ম্ম এক হইলেও যিনি বৈষ্ণব, তিনি বৈষ্ণবের হৃদয়-নিষ্ঠা জানিতে পারেন। যিনি তাহা বুঝিতে পারেন না, তাঁহার বৈষ্ণবাদর হয় না এবং তাহাতে তাঁহার অধোগতি হয়।

প্রভু গৃহস্থের ধর্ম্ম বলিয়াছেন (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।১০৪) —

প্রভু কহেন — 'কৃষ্ণসেবা', 'বৈষ্ণব-সেবন'।
'নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন' ॥

ধর্ম্মজীবনের সহিত দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করতঃ উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা কুটুম্বগণের সহায়তায় কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবা ও নিরন্তর নাম সংকীর্ত্তন করা গৃহস্থের ধর্ম্ম। 'বৈষ্ণবসেবা' সম্বন্ধে কথা এই যে, নিষ্কপট ভক্তি ত্রিবিধ। উহাদের সেবনই বৈষ্ণবসেবা। নিমন্ত্রণ করিয়া বৈষ্ণবদিগকে একত্র করিবার আবশ্যকতা নাই। যখন যে বৈষ্ণব কার্য্যগতিকে আইসেন, তাঁহাকে যথাযোগ্য যত্নের সহিত সেবা করিবে। অনেককে একত্র করিলে অপরাধ হয়। যথা (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।১৯৭) —

বহুত সন্ন্যাসী যদি আসে এক ঠাঞি।
সম্মান করিতে নারি, অপরাধ পাই ॥

দীনজনের প্রতি দয়া করা গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। যথা (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৩।২৩৫) —

দীনে দয়া করে — এই সাধু স্বভাব হয় ॥

গৃহস্থ বৈষ্ণব কোন সামান্য ধর্ম্মোদ্দেশে বা ক্রোধাবেশে দেহ-ত্যাগের ইচ্ছা করিবেন না। যথা, প্রভু-বাক্য (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।৫৭) —

দেহত্যাগাদি যত, সব - তমোধর্ম্ম।
তমো-রজো-ধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম ॥

শ্রীকৃষ্ণভজন সম্বন্ধে বর্ণ, জাতি ইত্যাদির দ্বারা ছোট বড় অবস্থা হয় না। সংসার ধর্ম্মে বর্ণাদি দ্বারা ক্রিয়াধিকার-ভেদ আছে এবং উচ্চ-নীচতাক্রমে বুদ্ধিভেদ হয়। কিন্তু, ভজন বিষয়ে সে তারতম্য নাই। যথা প্রভুবাক্য (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।৬৬-৬৭) —

নীচ জাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল-বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত — হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার ॥

অন্যত্র (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৫।৮৪) —

সন্ন্যাসি-পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্বনাশ।
নীচ-শূদ্র দ্বারা করেন ধর্ম্মের প্রকাশ ॥

গৃহস্থ বৈষ্ণব গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যাহা অনায়াসে পা'ন' তাহাতে সুখবোধ করা উচিত। যথা (শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৪।২৯৩) —

সবা' হৈতে ভাগ্যবন্ত — শ্রীশাক, শ্রীব্যঞ্জন।
পুনঃ পুনঃ প্রভু যাহা করেন গ্রহণ ॥

গৃহস্থ বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বেশ্বর জানিয়া একান্ত শ্রীহরিভজন করিবেন, স্মার্ত্তাদি সম্প্রদায়ে যে সকল দেবতা পূজিত হ'ন, তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিবেন না। যথা (শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ২।২৪৩)—

না মানে চৈতন্য পথ, বোলায় 'বৈষ্ণব'।
শিবেরে অমান্য করে ব্যর্থ তা'র সব ॥

স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়াও পরোপকার করা গৃহস্থের ধর্ম্ম। যথা (শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৩৬৫) —

আপনার ভাল হউ যেতে জন দেখে।
সুজন আপনা ছাড়িয়াও পর রাখে॥

গৃহস্থ বৈষ্ণব তুলসীর সম্মান ও পূজা করিবেন॥ যথা (শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৮।১৫৯-১৬০) —

সংখ্যা-নাম লইতে যে স্থানে প্রভু বৈসে।
তথাই রাখেন তুলসীরে প্রভু পাশে॥
তুলসীরে দেখেন, জপেন সংখ্যা-নাম।
এ ভক্তিযোগের তত্ত্ব কে বুঝিবে আন॥

ভক্তিযুক্ত গৃহস্থই ধন্য, ভক্তিহীন গৃহস্থ ছার। গৃহস্থ যে কিছু সাংসারিক ব্যবহার করিবেন, সেই সকল কার্য্য শ্রীকৃষ্ণনামাশ্রয়ে করিবেন। তদ্বিষয়ে শ্রীকালিদাস নামক মহাজনের চরিত্র, যথা (শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১৬।৬-৭) —

মহাভাগবত তেঁহো সরল উদার।
কৃষ্ণনাম 'সঙ্কেতে' চালায় ব্যবহার॥
কৌতুকেতে তেঁহো যদি পাশক খেলায়।
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' করি' পাশক চালায়॥

অন্যায় উপার্জ্জন ও অসদ্ব্যায় সকলের পক্ষে এবং উৎকোচাদি গ্রহণ করা কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে নিষিদ্ধ। যথা, প্রভুর বাক্য
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৯।১০, ১৪২-১৪৪) —

রাজার বর্ত্তন খায়, আর চুরি করে।
রাজদণ্ড্য হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে॥
'ব্যয় না করিহ কিছু রাজার মূলধন॥'
রাজার মূলধন দিয়া কিছু লভ্য হয়।
সেই ধন করিহ নানা ধর্ম্মে কর্ম্মে ব্যয়॥
অসদ্ব্যয় না করিহ — যাতে দুইলোক যায়।

গৃহস্থ ভক্তিমান্ সচ্চরিত্র গুরু করিবেন। যথা (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ২১।৬৫) —

গুরু যথা ভক্তিশূন্য, তথা শিষ্যগণ।

বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ না হয়, ইহাতে গৃহস্থ বিশেষ সতর্ক থাকিবেন। যথা, প্রভু বাক্য —
(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ২২।২৩) —

যে বৈষ্ণব স্থানে অপরাধ হয় যা'র।
পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নহে আর॥

ভক্তসেবা গৃহস্থের প্রধান কর্ম্ম। যথা —

বৈষ্ণবের শেষ-ভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালিদাসে পাওয়াইলে প্রভুর কৃপা-সীমা॥
ভক্তপদধূলি, আর ভক্তপদ জল।
ভক্ত ভুক্ত শেষ — এই তিন সাধনের বল॥
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৬।৫৭, ৬০)

গৃহস্থভক্ত যতদিন পূর্ণ ভক্ত চরিত্র লাভ না করেন এবং তাঁহার স্বভাবজনিত কাম্যবস্তু ভোগ না ঘুচে, ততদিন যে প্রকারে কার্য্য করিতে হইবে তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশে (২০।২৭-২৮) শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন। যথা —

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেহপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজতে মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥

গৃহস্থ ব্যক্তি জাতশ্রদ্ধ হইলেই শ্রীকৃষ্ণদীক্ষা করিবেন। যথা (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।৬৪) —

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী।
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ — শ্রদ্ধা অধিকারী॥

গৃহস্থ বৈষ্ণবের ক্রমশঃ এই সব গুণ অবশ্যই হইবে (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।৭৫-৭৭) —

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-যড়্গুণ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥

গৃহস্থ বৈষ্ণবের সাধুসঙ্গে বিশেষ যত্ন থাকা চাই। (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।৮০) —

কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'।

অনেক অঙ্গসাধনের মধ্যে পঞ্চাঙ্গে বিশেষ যত্ন থাকা চাই; যথা (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।১২৫-১২৬)—

সাধুসঙ্গ, নাম-কীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরা-বাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥

ক্রমে ক্রমে বিধিবাধ্য অবস্থা খর্ব্ব করিয়া, রাগানুসন্ধান করিবে। শ্রীভাগবত-রাগের উদয় হইলেই অনেক বিধি স্বয়ং নিবৃত্ত হয় এবং প্রায়শ্চিত্ত অনাবশ্যক হয়। ইহার মধ্যে ভেদ এই

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।১৩৬, ১৩৮-১৩৯) —

কাম ত্যাজি', কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি'।
দেব-ঋষি-পিতৃদিগের কভু নহে ঋণী॥
বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তাঁর কভু নহে মন॥
অজ্ঞানে যদি বা হয় 'পাপ' উপস্থিত।
কৃষ্ণ তাঁরে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত॥

ভক্ত-গৃহস্থের ভক্তি সম্বন্ধ জ্ঞান ও ভক্তি জনিত বিরক্তি ব্যতীত অন্য জ্ঞান বৈরাগ্যের জন্য যত্ন করা উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণভজন যত্নাগ্রহের সহিত আরম্ভ করিলে সকল মঙ্গলের উদয় হয়। যথা —

জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে 'অঙ্গ'।
অহিংসা যম নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ॥

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।১৪১)

শ্রীকৃষ্ণভক্তির ক্রম এই, ইহা যত্নপূর্ব্বক সাধন করিতে হয়। (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২৩।১০-১৩) —

সাধুসঙ্গ হইতে হয় 'শ্রবণ কীর্ত্তন'।
সাধন ভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন'॥
অনর্থ নিবৃত্তি হইলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥
রুচি ভক্তি হৈতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই 'রতি' গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
সেই প্রেমা — 'প্রয়োজন', সর্ব্বানন্দ-ধাম॥

গৃহস্থ বৈষ্ণব দশবিধ নামাপরাধ বহু যত্ন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিবেন॥

(শ্রী চৈঃ চঃ অঃ ৪।৭০-৭১) —

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তা'র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেম ধন॥

কেবল ধর্ম্মাচারের উপর নির্ভর না করিয়া গৃহস্থ শুদ্ধভক্তি অবলম্বন করিবেন। যথা, প্রভু বাক্য

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৪১) —

মোর নৃত্য দেখিতে উহাত কোন্ শক্তি।
পয়ঃপান করিলে কি মোতে হয় ভক্তি?

জীবের দাস্যভাবই ভাল, ঈশ্বর ভাব অতিশয় মন্দ। যথা (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২৩।৪৮০, ৪৮২) —

উদর ভরণ লাগি' এবে পাপী সব।
লওয়ায় 'ঈশ্বর আমি' — মূলে জরদ্গাব॥
কুক্কুরের ভক্ষ্য দেহ, ইহারে লইয়া।
বলয়ে 'ঈশ্বর' বিষ্ণু-মায়া মুগ্ধ হইয়া॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার গণের গৃহস্থ চরিতে দেখিয়া গৃহস্থ বৈষ্ণব আপনার চরিত্র গঠন করিবেন। জীবনযাত্রা ও জীবনোপায় সংগ্রহার্থে প্রভুর ভক্তগণ ও প্রভু স্বয়ং যে চরিত্র দেখাইয়াছেন, তাহাই ভক্ত গৃহস্থগণের অনুসরণীয়। শ্রীকৃষ্ণকাম হইয়া যে কার্য্যই করুন, তাহাই ভাল। অবান্তর ফল কামনা ও ইন্দ্রিয় তুষ্টির জন্য যাহাই করিবেন, তাহাতে সংসারী হইয়া পড়িবেন। ভক্তলোকের পক্ষে গৃহস্থ থাকা বা গৃহত্যাগ করা - একই কথা। শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিত, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীসত্যরাজ খান ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু গৃহস্থভাবে নির্দ্দোষ জীবিকা নির্ব্বাহের পথ আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। জীবিকা নির্ববাহের প্রকারভেদ ক্রমেই গৃহস্থ ও গৃহত্যাগীর ভেদ। ভক্তের পক্ষে গৃহ যদি ভজনের অনুকূল হয়, তবে তাঁহার গৃহত্যাগ করা উচিত নয়। বৈরাগ্যের সহিত গৃহস্থ থাকাই তাঁহার কর্ত্তব্য। তবে যখন গৃহ ভজনের প্রতিকূল হয়, তখনই গৃহত্যাগের অধিকার জন্মে। সেই সময় যে গৃহে বিরাগ হয়, তাহা ভক্তি-জনিত বলিয়া সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য হয়। এই বিচারক্রমেই শ্রীবাসপণ্ডিত গৃহত্যাগ করিলেন না। এই বিচার ক্রমেই শ্রীস্বরূপ-দামোদর সন্ন্যাস করিলেন। যত নিষ্কপট ভক্ত এই বিচারের দ্বারা গৃহে বা বনে অবস্থিতি করিয়াছেন। এই বিচারক্রমে যাঁহার গৃহত্যাগ হইল, তিনি গৃহত্যাগী নিষ্কপট ভক্ত। তিবি সর্ব্বদা নামাপরাধে সতর্ক। গৃহত্যাগীর বৃত্তি বিচার করা যাউক। গৃহত্যাগী শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন, যথা

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৬।২২২-২২৭, ২৩৬-২৩৭) —

ভাল কৈল, বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিল॥
বৈরাগী করিবে সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
মাগিয়া খাঞা করে জীবন রক্ষণ॥
বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥
'শাক পত্র ফল মূলে উদর ভরণ॥'
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥
গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যকথা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥

সন্ন্যাসী অর্থাৎ গৃহত্যাগী ব্যক্তি কুটুম্বের সহিত নিজের গ্রামে বাস করিবেন না। যথা (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৩।১৭৭) —

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, — নহে সন্ন্যাস করিঞা।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইঞা॥

গৃহত্যাগী পুরুষ রাজা প্রভৃতি বিষয়ী ও স্ত্রীর দর্শন করিবেন না। যথা, প্রভুবাক্য —

বিরক্ত সন্ন্যাসী আমার রাজ দরশন।
স্ত্রী-দরশন সম বিষের ভক্ষণ॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১১।৭)

গৃহত্যাগী নির্দ্দোষ হইবেন। যথা —

শুক্লবস্ত্রে মসিবিন্দু যৈছে না লুকায়।
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়॥
প্রভু কহে — পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দু পাতে কেহ না করে পরশ॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১২।১৫১, ৫৩)

গৃহত্যাগীর ব্যবহার। (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৭।২২৯) —

প্রেমে গরগর মন রাত্রি দিবসে।
স্নান ভিক্ষাদি নির্ব্বাহ করেন অভ্যাসে॥

কপটী বা মর্ক্কট বৈরাগীর লক্ষণ প্রভু-বাক্যে (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ২।১১৭-১১৮,১২০, ১২৪; ৫।৩৫-৩৬)-

প্রভু কহে — "বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাঁহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥
ক্ষুদ্রজীব সব মর্ক্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে 'প্রকৃতি সম্ভাষিয়া'॥"
প্রভু কহে — "মোর বশ নহে মোর মন॥"
প্রকৃতি সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন॥
"আমি ত' সন্ন্যাসী,
আপনারে বিরক্ত করি' মানি।
দর্শন দূরে, 'প্রকৃতি'র নাম যদি শুনি॥
তবহি বিকার পায় মোর তনু-মন।
প্রকৃতি দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন?"

আবার, গৃহস্থ বৈষ্ণবের হৃদয়-সন্ন্যাস বড়ই আদরনীয়। প্রভুবাক্য, যথা (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৫।৮০)-

'গৃহস্থ' হঞা নহে রায় যড়্বর্গের বশে।
'বিষয়ী' হঞা সন্ন্যাসীরে উপদেশে॥

গৃহত্যাগী বিষয়ীর নিকট স্থূল ভিক্ষা করিয়া খাইবেন না এবং অর্থ লইয়া বৈরাগী নিমন্ত্রণ করিবেন না। যথা, শ্রীল রঘুনাথ দাসের সিদ্ধান্ত

বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ।
প্রসন্ন না হয় ইহায়, জানি প্রভুর মন॥
মোর দ্রব্য লইতে চিত্তে না হয় নির্ম্মল।
এই নিমন্ত্রণে দেখি — 'প্রতিষ্ঠা' মাত্র ফল॥
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৬।২৭৪-২৭৫)

প্রভু বলিলেন (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৬।২৭৮-২৭৯) —

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হইলে, নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥
বিষয়ীর অন্ন হয় 'রাজস' নিমন্ত্রণ।
দাতা, ভোক্তা, — দুঁহার মলিন হয় মন॥

গৃহত্যাগীর পক্ষে অযাচক-বৃত্তি ভাল নয়। —

প্রভু কহে, — "ভাল কৈল ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষা বৃত্তি — বেশ্যার আচার॥
ছত্রে গিয়া যথা লাভ উদর ভরণ।
অন্য কথা নাহি, সুখে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৬।২৮৪-২৮৬)

গৃহত্যাগী বৈষ্ণব মঠে, আখড়া ইত্যাদি করিবেন না। তাহাতে গৃহব্যাপারাদি হইয়া পড়ে। তাঁহার শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলা পূজায় সেবাদি চিন্তা করা উচিত। (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৬।২৯৬-২৯৭) —

এক কুঁজা জল, আর তুলসী মঞ্জরী।
সাত্ত্বিক সেবা এই — শুদ্ধভাবে করি'॥

দুই দিকে দুই পত্র, মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এই মত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি'॥

বৈধ সন্ন্যাস ভক্তদিগের পক্ষে স্থলবিশেষ গৃহীত হয়, সর্ব্বত্র নয়। ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব বৈষ্ণব গৃহত্যাগ সময়ে আশ্রমোচিত বৈধ সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু, যে অংশ ভক্তিবিরোধী, তাহা গ্রহণ করিবেন না। যথা, শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভুর চরিতে —

'নিশ্চন্তে কৃষ্ণ ভজিব' — এই ত' কারণে।
উন্মাদে করিল তেঁহ সন্ন্যাস গ্রহণে॥
সন্ন্যাস করিলা শিখা-সুত্র ত্যাগ রূপ।
যোগপট্ট না নিল, নাম হইল 'স্বরূপ'॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১০।১০৭-১০৮)

কেহ কেহ কেবল অভাব সঙ্কোচ লক্ষণ সন্ন্যাস বেশ স্বীকার করেন। যথা, শ্রীসনাতনের চরিতে-

তবে মিশ্র পুরাতন এক ধুতি দিলা।
তিঁহে দুই বহির্ব্বাস, কৌপীন করিলা॥
সনাতন কহে, "আমি মাধুকরী করিব।
ব্রাহ্মণের ঘরে কেনে একত্র ভিক্ষা ল'ব॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২০।৭০, ৮১)

তাহাতেও প্রভুর উপদেশ (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২০।৯২) -

তিন মুদ্রার ভোট গায়, মাধুকরী গ্রাস।
ধর্ম্মহানি হয়, লোকে করে উপহাস॥

সন্ন্যাসী বৈষ্ণব সঙ্গ বিচার শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর চরিতে (শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৪।৪১৯-৪২১, ৪২৩-৪২৪, ৪২৬, ৪২৮) —

বিষ্ণুমায়া বশে লোকে কিছুই না জানে।
সকল জগৎ বদ্ধ মহা তমোগুণে॥
লোক দেখি' দুঃখ ভাবে শ্রীমাধবপুরী।
হেন নাহি, তিলার্দ্ধ সম্ভাষা যা'রে করি॥
সন্ন্যাসী সনে বা করেন সম্ভাষণ।
সেই আপনারে মাত্র বলে 'নারায়ণ'॥
'জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, সন্ন্যাসী, খ্যাতি যা'র।
কা'র মুখে নাহি দাস্য মহিমা-প্রচার॥
যত অধ্যাপক সব তর্ক সে বাখানে।
তা'রা সব কৃষ্ণের বিগ্রহ নাহি মানে'॥
লোক মধ্যে ভ্রমি কেনে বৈষ্ণব দেখিতে।
কোথাও 'বৈষ্ণব' নাম না শুনি জগতে॥
এতেক সে বন ভাল এসব হইতে।
বনে কথা নহে অবৈষ্ণবের সহিত॥

বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর মায়াবাদ চিহ্নাদি ব্যবহার পরিত্যাগ করা উচিত। যথা, শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতীর চরিতে (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১০।১৫৪) —

ব্রহ্মানন্দ পরিয়াছে মৃগচর্ম্মাম্বর।
তাহা দেখি' প্রভু দুঃখ পাইলা অন্তর॥

শুদ্ধা গৃহস্থ-বৈষ্ণবাদিগের গৃহত্যাগী বৈষ্ণব দর্শনের প্রকার এইরূপ (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১২।৪২)—

পূর্ব্ববৎ প্রভু কৈল সবার মিলন।
স্ত্রী সব দূর হইতে কৈলা প্রভুর দরশন॥

গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের সর্ব্বপ্রকার ভোগ নিষেধ
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১২।১০৮) —

প্রভু কহে - "সন্ন্যাসীর তৈলে নাহি অধিকার।
তাহাতে সুগন্ধি তৈল, - পরম ধিক্কার!"

গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের স্ত্রী-গীত শ্রবণ নিষেধ
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৩।৭৮, ৮০, ৮৩, ৮৪-৮৫) —

একদিন প্রভু যমেশ্বর-টোটা যাইতে।
সেই কালে দেবদাসী লাগিলা গাইতে॥
দূরে গান শুনি' প্রভুর হইল আবেশ।
স্ত্রী, পুরুষ, কে গায় — না জানে বিশেষ॥
ধাঞা যায়েন প্রভু, স্ত্রী আছে অল্প দূরে।
'স্ত্রী-গায়' বলি' গোবিন্দ প্রভুরে কৈলা কোলে॥
'স্ত্রী-নাম শুনি' প্রভুর বাহ্য হইলা।'
পুনরপি সেই পথ বাহুড়ি' চলিলা॥
প্রভু কহে, - "গোবিন্দ আজি রাখিলা জীবন।
স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ॥"

গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের শয্যা।
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৩।৫-৭, ১০,১২,১৪,১৫, ১৭-১৯) —

'কলার শরলাতে শয়ন, অতি ক্ষীণ কায়।'
'সহিতে নারে জগদানন্দ সৃজিল উপায়॥'
সূক্ষ্ম বস্ত্র আনি' গেরি দিয়া রাঙ্গাইলা।
শিমুলীর তূলা দিয়া তাহা পুরাইলা॥
'তূলি-বালিশ দেখি' প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হইলা।'
'গোবিন্দরে কহি সেই তূলি দূর কৈলা॥'
প্রভু কহেন — "খাট এক আনহ পাড়িতে।
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে॥
সন্ন্যাসী মানুষ, আমার ভূমিতে শয়ন।

আমারে খাট-তূলি-বালিশ মস্তক-মুণ্ডন!''
স্বরূপ গোসাঞি তবে সৃজিলা প্রকার।
কদলীর শুষ্কপত্র আনিলা অপার॥
নখে চিরি' চিরি' অত সূক্ষ্ম কৈলা।
প্রভুর বহির্ব্বাসেতে সে সব ভরিলা॥
এইমত দুই কৈলা ওড়ন-পাড়নে।
অঙ্গীকার কৈলা প্রভু অনেক যতনে॥

গৃহত্যাগীর আহার বিষয় প্রভু বলিয়াছেন (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৮।৮২-৮৩) —

প্রভু বলে — ''সবে কেনে পুরীরে কর রোষ?
'সহজ' ধর্ম্ম কহে তেঁহো। তাঁ'র কিবা দোষ?
যতি হঞা জিহ্বা-লাম্পট্য — অত্যন্ত অন্যায়।
যতির ধর্ম্ম - প্রাণ রাখিতে আহারমাত্র খায়॥''

ঐ সকল গৃহত্যাগী বৈষ্ণবদিগের সম্বন্ধে সদ্‌বৃত্তি' বলিয়া গৃহীত হইবে।

এখন গৃহীই হউন বা গৃহত্যাগী হউন, বৈষ্ণবমাত্রের পক্ষে সদ্‌বৃত্তি প্রদর্শিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণনাম ব্যতিত কলিতে আর ধর্ম্ম নাই। শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা সকলের পক্ষে প্রয়োজনীয়। —

কৃষ্ণমন্ত্র হইতে হ'বে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পা'বে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র-সার নাম — এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥
কৃষ্ণনামে যে আনন্দ-সিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তা'র আগে খাতোদক সম॥
সদা নাম ল'বে, যথালাভেতে সন্তোষ।
এইমত আচার করে ভক্তিধর্ম্ম পোষ॥
জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশহেতু এক — কৃষ্ণপ্রেম রস॥
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৭।৭৩-৭৪, ৯৭; ১৭।৩০, ৭৫)

গুরুকরণ বিষয়ে সদুপদেশ ও সদ্বৃত্তি, যথা (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৮।১২৭, ২২০, ২২৮) —

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা সেই 'গুরু' হয়॥
রাগানুগ মার্গে তাঁ'রে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥
সিদ্ধ-দেহে চিন্তি' করে তাহাঁঞি সেবন।
সখীভাবে পায় রাধা-কৃষ্ণের চরণ॥

সর্ব্বদা সাধুসঙ্গের প্রয়োজন। আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ অথচ স্বজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধ এইরূপ সাধুর সঙ্গ করিবে। (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৮।২৫০) —

''শ্রেয়ো মধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার?''
''কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর॥''

সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব হইলেও সঙ্গের বিচার এইরূপ, যথা (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৯।২৭৬-২৭৭) —

প্রভু কহে — ''কর্ম্মী, জ্ঞানী - দুই ভক্তি-হীন।
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিহ্ন॥
সবে, এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে।
'সত্যবিগ্রহ ঈশ্বরে' করহ নিশ্চয়ে॥''

যেখানে ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরোধ ও রসাভাস দেখা যায়, সেখানে, না থাকা উচিত।
যথা (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১০।১১৩) —

ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ আর রসাভাস।
শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস॥

ভজনে যে সকল সদ্‌গুণের প্রয়োজন; তাহা যত্ন-পূর্ব্বক সংগ্রহ করিবেন। স্বভাব এইরূপ (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৭।৭২) —

মহানুভবের চিত্তের স্বভাব এই হয়।
পুষ্পসম কোমল, কঠিন বজ্রময়॥

পরোপকার (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৮।৩৯) —

মহান্ত স্বভাব এই — তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাহি, তবু যান তার ঘর॥

প্রতিজ্ঞা কিরূপে করা উচিত, তদ্বিষয়ে প্রভুর উক্তি (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১১।৪) —

প্রভু কহে — ''কহ তুমি, কিছু নাহি ভয়।
যোগ্য হইলে করিব, অযোগ্য হৈলে নয়॥''

সাধুর প্রতি প্রীতি আচরণ
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১১।২৬) —

প্রভু কহে, ''তুমি কৃষ্ণ-ভক্ত প্রধান।
তোমাকে যে প্রীতি করে সেই ভাগ্যবান্॥''

অনুরাগে দৃঢ়তা (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১২।৩১) —

কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয়।
ইষ্ট না পাইলে নিজ প্রাণ সে ছাড়য়॥

সচ্চরিত্র দ্বারা অন্যের প্রতি শিক্ষা

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১২।১১৯) —

তুমি ভাল করিয়াছ শিখাহ অন্যেরে।
এই মত ভাল কর্ম্ম সেই যেন করে॥

ভজন সাধনে যত্নাগ্রহের প্রয়োজনীয়তা

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২৪।১৬৫) —

যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে॥

তার্কিক-সঙ্গ ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১২।১৮৩) —

তার্কিক-শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি 'কৃষ্ণ হরি'॥

পরদুঃখ-কাতরতা (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।১৬২-১৬৩) —

জীবের দুঃখ দেখি' মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্বজীবের পাপ প্রভু দেহ' মোর শিরে॥
জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরকভোগ।
সকল জীবের, প্রভু, ঘুচাও ভবরোগ॥

নির্ম্মল হৃদয়ের প্রয়োজনীয়তা

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।২৭৪) —

সহজে নির্ম্মল এই 'ব্রাহ্মণ'-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে যোগ্য এই স্থান হয়॥

মাৎসর্য্য অর্থাৎ পরোৎকর্ষে নিজের ক্লেশ পরিত্যাগ করা আবশ্যক (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।২৭৫)-

'মাৎসর্য্য-চণ্ডাল কেনে ইঁহা বসাইলা।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলা॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি দৃঢ় আনুগত্য —

প্রভু লাগি' ধর্ম্ম-কর্ম্ম ছাড়ে ভক্তগণ।
ভক্ত-ধর্ম্ম-হানি প্রভু না হয় সহন॥

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৬।১৪৮)

সম্পূর্ণরূপে দোষ ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা —

সে কেনে রাখিবে তোমার শেষ বিষয়-ভোগ?
রোগ খণ্ডি' সদ্‌বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ॥

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২০।৯১)

এইরূপ সিদ্ধান্তে শ্রদ্ধা রক্ষা করা প্রয়োজন —

'শ্রদ্ধা' শব্দে 'বিশ্বাস', কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।৬২)

সর্ব্বথা শরণাপত্তির প্রয়োজন; যথা

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।৯৯) —

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্ম-সমর্পণ।
কৃষ্ণ তা'রে করে তৎকালে আত্মসম॥

অনুতাপের সহিত দুষ্ট-মত পরিত্যাগ করিবে।

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২৫।৪২) —

পরমার্থ বিচার গেল, করি মাত্র বাদ।
কাহাঁ মুঞি পা'ব, কাহাঁ কৃষ্ণের প্রসাদ॥

সর্ব্বদা নিরপেক্ষ ভাবে থাকা উচিত

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৩।২৩) —

'নিরপেক্ষ' নহিলে, 'ধর্ম্ম' না যায় রক্ষণে।

বৈষ্ণবাপমানে ভয় থাকা উচিত

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৩।১৬৩) —

মহান্তের অপমান যে দেশ গ্রামে হয়।
এক জনার দোষে সব গ্রাম উজাড়য়॥

ক্ষমা করা কর্ত্তব্য; দয়াও অত্যাবশ্যক
(শ্রীচৈঃচঃঅঃ ৩।২১০,২৩৫; শ্রীচৈঃভাঃআঃ ১৩।১৮২) -

'ভক্ত-স্বভাব — অজ্ঞ-দোষ ক্ষমা করে॥'
'দীনে দয়া করে — সাধু-স্বভাব হয়॥'
প্রভু বোলে — ''বিপ্র সব দম্ভ পরিহরি'।
ভজ গিয়া কৃষ্ণ, সর্ব্বভূতে দয়া করি'॥''

আচার-প্রচারে যত্ন করা কর্ত্তব্য

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।১০৩) —

'আচার', 'প্রচার' নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥

মর্য্যাদা পালন করা কর্ত্তব্য (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।১৩০)-

তথাপি ভক্ত স্বভাব মর্য্যাদা-রক্ষণ।
মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ॥

বৈষ্ণবদেহে অপ্রাকৃত বুদ্ধি করা প্রয়োজন

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।১৯১) —

প্রভু কহে — ''বৈষ্ণব-দেহ 'প্রাকৃত' কভু নয়।
'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের 'চিদানন্দময়'॥''

গৃহ ব্যাপার ও বিষয় ব্যাপার শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া নির্জ্জন-ভজনের আবশ্যকতা —

এক বৎসর রূপগোসাঞির গৌড়ে বিলম্ব হইল।
কুটুম্বের 'স্থিতি' অর্থ বিভাগ করি' দিল॥
গৌড়ে যে অর্থ ছিল তাহা আনাইলা।
কুটুম্ব ব্রহ্মণ দেবালয়ে বাঁটি' দিলা॥
সব মনঃকথা গোসাঞি করি নির্ব্বাহণ।

নিশ্চিন্ত হঞা শীঘ্র আইলা বৃন্দাবন॥
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।২১৪-২১৬)

প্রতিষ্ঠাশা ত্যাগ করা আবশ্যক —
মহানুভবের এই মত 'স্বভাব' হয়।
আপনার গুণ নাহি আপনে কহয়॥
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৫।৭৮)

গ্রাম্য কাব্যে অশ্রদ্ধা করা আবশ্যক
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৫।১০৭) —
গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় 'দুঃখ'।
বিদগ্ধ আত্মীয় বাক্য শুনিতে হয় 'সুখ'॥

গুরুর অবজ্ঞা করা অপরাধ (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৮।৯৭)-
গুরুর উপেক্ষা কৈলে, ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয়॥

মুমুক্ষুতা ও বিদ্যাগর্ব্ব ত্যাগ করা উচিত
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৩।১০৯-১১০) —
রামদাস যদি প্রথম প্রভুরে মিলিলা।
মহাপ্রভু অধিক তাঁরে কৃপা না করিলা॥
'অন্তরে মুমুক্ষু তেঁহো, বিদ্যা-গর্ব্ববান্॥'

দৈন্য নিতান্ত আবশ্যক (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ২০।২৮) —
প্রেমের স্বভাব, যাহাঁ প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে - 'কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ'॥

জয়-বাসনা ত্যাগ করা উচিত
(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৩।১৭৩) —
'দিগ্বিজয় করিব' - বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বরে ভজিলে, সেই বিদ্যা 'সত্য' কহে॥

একেশ্বর বুদ্ধি ও সর্ব্বজীবে আত্মীয় বোধ করা আবশ্যক (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।৭৬-৭৮, ৮০-৮১) —
শুন, বাপ সবারই একই ঈশ্বর॥
নাম-মাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে-যবনে।
পরমার্থ 'এক' কহে কোরাণে ও পুরাণে॥
এক শুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হঞা বৈসে সবার হৃদয়॥
সে প্রভুর নাম গুণ সকল জগতে।
বলেন সকলে মাত্র নিজ শাস্ত্র মতে॥
যে ঈশ্বর, সে পুনঃ সবার ভাব লয়।
হিংসা করিলেই সে তাহান হিংসা হয়॥

সর্ব্বদা ভক্তিপথে দৃঢ় হওয়া চাই
(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।৯৪) —
খণ্ড খণ্ড হই' দেহ, যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥

শত্রুর প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিবে
(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।১১৩) —
এ-সব জীবেরে কৃষ্ণ! করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ-সবার অপরাধ॥

দাম্ভিক লক্ষণ যে প্রতিষ্ঠাশা ও কপট তাহা অবশ্য ত্যাগ করিবে
(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২২৮-২২৯) —
বড় লোক করি' লোক জানুক আমারে।
আপনারে প্রকটাই ধর্ম্মকর্ম্ম করে॥
এ-সকল দাম্ভিকের কৃষ্ণে প্রীতি নাই।
অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই॥

পরমার্থ বিষয়ে জাতিবুদ্ধি পরিত্যাগ করা আবশ্যক (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৩৮-২৩৯) —
'অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সেই পূজ্য' — সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
'উত্তম কুলেতে জন্মি', শ্রীকৃষ্ণে না ভজে।
কুলে তার কি করিবে, নরকেতে মজে॥

উত্তম সংকীর্ত্তনপ্রিয়তা
(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৮৪-২৮৬) —
জপকর্ত্তা হৈতে উচ্চ-সংকীর্ত্তনকারী।
শত-গুণ অধিক সে পুরাণেতে ধরি॥
শুন বিপ্র! মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি' আপনারে সবে করয়ে পোষণ॥
উচ্চ করি' করিলে গোবিন্দ সংকীর্ত্তন।
জন্তুমাত্র শুনিঞাই পায় বিমোচন॥

কেবল শাস্ত্রবাক্য গর্দ্দভের ন্যায় বহন না করিয়া তাহার তাৎপর্য্য জানিবে (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১।১৫৮)-
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম, অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে॥

পরহিংসা ত্যাগ করা উচিত
(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১।২৪০) —
ভক্তিহীন-কর্ম্মে কোন ফল নাহি পায়।
সেই কর্ম্ম ভক্তিহীন - পরহিংসা যায়॥

সেবাপরাধ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য
(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ৫।১২১) —
সেবা-বিগ্রহের প্রতি অনাদর যা'র।

বিষ্ণুস্থানে অপরাধ সর্ব্বদা তাহার॥

অন্তরে বৈষ্ণবতা ও বাহ্যে বিষয় থাকিলে মানুষ ভক্তমধ্যে গণিত হ'ন (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ৭।২২, ৩৮)-

বিষয়ীর প্রায় তাঁর পরিচ্ছদ সব।
চিনিতে না পারে কেহ তিহো যে বৈষ্ণব॥
আসিয়া রহিল নবদ্বীপে গূঢ়রূপে।
পরম ভোগীর প্রায় সর্ব্বলোকে দেখে॥

বিদ্যাদির অহংকার না করা উচিত (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ৯।২৩৪) —

কি করিবে বিদ্যা, ধন, রূপ, যশ, কুলে।
অহংকার বাড়ি' সব পড়য়ে নির্মুলে॥

বৈষ্ণবতায় একমত থাকা উচিত, লোকাপেক্ষা করিয়া নানাস্থানে নানা-মতে মত দেওয়া উচিত নয় (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১০।১৮৫, ১৮৮, ১৯২) —

ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে।
ও খড়-জাঠিয়া বেটা না দেখিবে মোরে॥
প্রভু বলে - ''ও বেটা যখন যথা যায়।
সেই মত কথা কহি' তথাই মিশায়॥
ভক্তি-স্থানে উহার হইল অপরাধ।
এতেকে উহার হৈল দরশন বাধ॥

বৈষ্ণবের মধ্যে পক্ষপাতের দোষ (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।১৬০) —

যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সেই যায় ক্ষয়॥

শ্রীহরিনাম গ্রহণের পর আর পাপ করিবে না (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।২২৫) —

প্রভু বলে - ''তোরা আর না করিস্ পাপ''।
জগাই মাধাই বলে, ''আর নারে বাপ''॥

বিধি-নিষেধের অতীত থাকা উচিত (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১৬।১৪৪, ১৪৭) —

যত বিধি নিষেধ — সকলই ভক্তি দাস।
ইহাতে যাহার দুঃখ, সেই যায় নাশ॥
বিষয় মদান্ধ সব এ মর্ম্ম না জানে।
সুত-ধন-কুল মদে বৈষ্ণব না চিনে॥

সর্ব্বদা পাষণ্ডীর সম্ভাষণ হইতে বিরত থাকা উচিত (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১৭।১৯) —

নগরে হইল কিবা পাষণ্ডী সম্ভাষ।
এই কারণে নহে প্রেম পরকাশ॥

অভক্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বাক্য (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১৯।১৭৫) —

যদি মোর পুত্র হয়, হয় বা কিঙ্কর।
'বৈষ্ণবপরাধী' মুঞি না দেখোঁ গোচর॥

অন্য শুভ কর্মাদির সহিত ভক্তির তুলনা নাই (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৫৪) —

প্রভু বলে - 'তপঃ' করি' না করহ বল।
বিষ্ণুভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানহ কেবল॥

ধর্ম্মধ্বজী ভণ্ড ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে সময়ে সময়ে অবতার বলিয়া প্রচার করতঃ নিজের অভিমান বৃদ্ধি করে (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।৮২-৮৩)—

মধ্যে মধ্যে মাত্র কত পাপীগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া॥
উদর-ভরণ লাগি' পাপিষ্ঠ সকলে।
'রঘুনাথ' করি' আপনারে কেহ বলে॥

ভক্তগণ নিষ্কপটে, নিষ্পাপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে নিরন্তর নামাশ্রয় করিবেন। ইহা অপেক্ষা আর বড় ধর্ম্ম নাই (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১৩৯-১৪০) —

অতএব কলিযুগে নাম যজ্ঞসার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
রাত্রি-দিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥

পূর্ব্বাপর বিচারপূর্ব্বক সাধুদিগের স্বাভাবিক গুণ ও জীবিকা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া মানবের হরি-ভজন করা প্রয়োজন। সদবৃত্তি অবলম্বনে যেরূপ শুদ্ধাভক্তির আনুকুল্য হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না।

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীঅমৃতাবশেষ-লেষ

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥
নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীনামিনে॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগ-বিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তহারিণে॥
নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥
স্বরূপ-শ্রীরূপ-সনাতনাত্ম-শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সুহৃদ্যরূপঃ।
শ্রীভক্তিপ্রসাদপুরীতি-সংজ্ঞঃ শিক্ষাগুরুর্মে পরমঃ কৃপালু॥
প্রকৃতশিক্ষামুপলভ্য তস্মাদাশংসনঞ্চাপি নিধায় মূর্দ্ধ্নি।
চিতো নয়া চাল্পধিয়াপি তচ্ছ্রীরূপোপদশামৃতশেষলেশঃ॥
শ্রীগৌরপার্ষদাগ্রীয়-শ্রীরূপেণাবতারিতম্।
স্বানুগানাং বিনোদায় শ্রীমদুপদেশামৃতম্॥
শ্রীল-ভক্তিবিনোদেন স্বাদিতং ভূরিশঃ পুরা।
ভাষা-বৃত্তি-সুগীতাদ্যৈঃ সুধীভ্যঃ পরিরক্ষিতম্॥
তদ্ধি শ্রীল-সরস্বতী-প্রভুপাদেন ধীমতাম্।
কৃতা স্বাদুতরং ভূয়ঃ স্বাদনার্থং বিহাপিতম্॥
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদেন পুরীগোস্বামিনা তথা।
স্বাদাধিক্যং প্রকাশ্যৈব ব্যাসেন প্রতিপাদিতম্॥
ভুবনপাবনেচ্ছাতো মহাজনমনোগতম্।
ব্যাখ্যাতং বিবৃতীকৃত্য শ্রীবাণীশ্রবণালয়ে॥
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপেন তীর্থগোস্বামিনা চ তৎ।
স্বাদিতং জীবভদ্রায় গোষ্ঠীব্যাজেন সাধুভিঃ॥
তদমৃতাবশেষা হি ভক্তিবিনোদ-ধারয়া।
'গৌড়ীয়'-সেবকেনাপি প্রাপ্তঃ পত্রেণ সেবিতঃ॥
রূপানুগত্যকাঙ্খাণাং ভজনসুখ-বৃদ্ধয়ে।
পুনঃ স্বক্ষেম-কামেন সংগৃহ্য পরিবেষিতঃ॥
শ্রবণাঞ্জলিনাভীক্ষ্নং পীয়তাং পীয়তাং প্রিয়াঃ।
সাধুমার্গানুশীলনৈঃ ক্রিয়তাং সফলং জনুঃ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট সংস্থাপন-কারী ও হৃদ্‌গতভাবের পরিজ্ঞাতা শ্রীরূপ গোস্বামীপ্রভু নিখিল জীবের নিত্যমঙ্গল বিধান করিবার জন্য 'শ্রীউপদেশামৃতে'র একাদশটি শ্লোকে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের কথা বলিয়াছেন। প্রথম শ্লোক হইতে চতুর্থ শ্লোকে অভিধেয়ের কথা আলোচনার মধ্যে সম্বন্ধের কথা অনুস্যূত আছে। পঞ্চম শ্লোকে অভিধেয়ের কথা অর্থাৎ বৈষ্ণবসেবার কথা বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অভিধেয় সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইলে স্বরূপ-জ্ঞানের পূর্ণতার ধারণা উদিত হয়। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু অভিধেয়-রসাচার্য্য, অতএব অভিধেয়ের কথা প্রথমে বলিয়াছেন। অভিধেয়ের অনুকুল ও প্রতিকূল বিষয়ের বর্ণনপ্রসঙ্গে সম্বন্ধের কথা বলিয়াছেন। ''কৃষ্ণেতি যস্য গিরি'' শ্লোকে 'কৃষ্ণ' - সম্বন্ধ, 'আদর' - অভিধেয়; তৎপরে 'অনন্যভজনকারী'-শব্দের মধ্যেও সম্বন্ধ জ্ঞানের কথা পাওয়া যায়। 'শুশ্রূষা' - অভিধেয়। পঞ্চম শ্লোকে অভিধেয় যজনকারীর স্তরভেদ নির্ণীত ও ষষ্ঠ শ্লোকে অভিধেয়-যজনকারীর প্রতি দর্শনের বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে। তৎপরে সপ্তম শ্লোকে একমাত্র রুচির প্রতি লক্ষ্যস্থাপনের কথা উক্ত হইয়াছে। ষষ্ঠ শ্লোক পর্য্যন্ত অভিধেয়ের বিধির দিকে গতি। সপ্তম শ্লোক হইতে রাগপথে ভক্তির প্রবৃত্তির কথা উক্ত হইয়াছে। 'রোচিকা' শব্দের দ্বারা 'রুচি' বা 'রতি'; 'জিহ্বা'-শব্দ প্রয়োগ না করিয়া সপ্তম শ্লোকে 'রসন'-শব্দ প্রয়োগ করায় রুচি-মূলা ভক্তির কথা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অষ্টম শ্লোকে শ্রীরাগানুগা ভজন প্রণালী বা অভিধেয় বর্ণিত হইয়াছে। নবম শ্লোকে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন তত্ত্বের বিচারমুখে ভজনীয় অপ্রাকৃত স্থানসমূহের তারতম্য, দশম শ্লোকে অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের অনুশীলনকারী আশ্রয়তত্ত্বের স্তরভেদ ও একাদশ শ্লোকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়তত্ত্বের আনুগত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজনের সন্ধান প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীরূপ গোস্বামীপ্রভু প্রথম শ্লোকে অদ্বয় ভাবে 'শ্রীউপদেশামৃত'-বিতরণকারীগণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীগৌরানুগ, উপদেশক, গুরু বা আচার্য্যসম্প্রদায় - 'ধরি'।

প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা

প্রথম শ্লোকে ভক্তির প্রতিষ্ঠা স্বরূপিণী সহিষ্ণুতা বা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-যজ্ঞে কায়-মনো-বাক্যে আহুতিরূপ ত্রিদণ্ড গ্রহণের কথা উক্ত হইয়াছে। বাক্যের বেগ, মনের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদর ও

উপস্থের বেগ — এই ষড়্‌বেগ ভক্তির প্রতিকূল। তৃণ হইতেও সুনীচ ও তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু হইয়া যিনি শ্রীহরি-কীর্ত্তন করেন, তিনি এই প্রতিকূল যড়্‌বেগের অধীন নহেন; তিনি গোস্বামী, সমগ্র পৃথিবীকে তিনি শাসন করিতে পারেন, অর্থাৎ তিনি জগদ্‌গুরু। 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোকের সেবক ব্যতীত আর কেহই জগদ্‌গুরু হইতে পারেন না।

এই উপদেশ শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর স্বকপোল-কল্পিত নহে। শাস্ত্রেও এই সকল কথা দৃষ্ট হয়। শ্রীমহাভারতের অন্তর্গত 'শ্রীহংসগীতা'য় 'বাচো বেগং' প্রভৃতির কথা আছে। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু 'শ্রীহংসগীতা'র উপদেশ অবলম্বনে পরমহংস-গীতা জগৎকে দান করিয়াছেন। বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত সন্ন্যাসাশ্রমের মধ্যে 'কুটীচক', 'বহূদক' অবস্থার পর 'হংস' অবস্থা লাভ হয়। হংস — যিনি অসার ত্যাগ করিয়া সারবস্তু গ্রহণ করিতে পারেন। নীর ও ক্ষীর একত্র মিশ্রিত থাকিলে হংস নীর পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীর গ্রহণ করিতে পারে। সেইরূপ যিনি অসার ও সার-বস্তু একত্র থাকিলেও তাহা হইতে সার-বস্তু গ্রহণ করিতে পারেন, তিনিই সারগ্রাহী হংস — ''সারাসারবিবেক-চতুরঃ''। এই হংসগীতার কথাই পরমহংসকুল চূড়ামণি শ্রীমদ্রূপগোস্বামী প্রভু - বর্ণাশ্রমী, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মত্যাগী, বর্ণাশ্রমাতীত ও বর্ণাশ্রমের বহির্ভূত অন্ত্যজ জাতি — সকলেরই উপকারের জন্য আরও সুষ্ঠুভাবে, বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিয়া জানাইয়াছেন। তিনি শ্রীহংস-গীতার অপেক্ষা আরও বহু উচ্চস্তরের কথা 'শ্রীউপদেশামৃতে' বলিয়াছেন। হংসগণেরও উপাস্যের, ধ্যেয়ের, ভজনীয়ের কথা এস্থানে উক্ত হইয়াছে। পরমহংসই হংসের আশ্রয়, উপাস্য বা ভজনীয়। সেই পারমহংস ধর্ম্মের সোপান অর্থাৎ পরমহংসাবস্থা লাভের ক্রম, সাধন পদ্ধতি বা উপায়, পরমহংসাবস্থা লাভের পর কি কৃত্য অর্থাৎ পরমহংসগণ কি করেন, তাহাও জানাইয়াছেন। পরমহংস-মুকুটমৌলি শ্রীমদ্ রূপগোস্বামী প্রভুর অনুগত জন কিরূপ আচরণশীল? তাঁহাদের প্রতি কিরূপ আচরণ বিধেয়? তাঁহারা স্বতঃসিদ্ধ ভাবে ষড়্‌বেগ জয়ী এবং অপরের যড়্‌বেগ দমন করিতে সমর্থ। আশ্রিত জনের যড়্‌বেগ বশবর্ত্তিতা দেখিয়াও তাহাদের প্রতি অসহিষ্ণু না হইয়া উপদেশ প্রদান করেন, শিক্ষা দেন - শাসন করেন। এইরূপই তাহাদের আচরণ। এখানে 'শিষ্যাৎ' এইরূপ বিধিলিঙের প্রয়োগ আছে। এই যড়্‌বেগ জয়ী পুরুষকে 'ধীর' - গোস্বামী জানিয়া তাঁহার উপদেশ - শাসন গ্রহণ করিতে হইবে।

''বাচো বেগং'' শ্লোকে তিন প্রকার বেগের কথা বলিয়াছেন, কায়িক, মানসিক ও বাচিক। এই তিন প্রকার বেগকেই ধীর ব্যক্তি সহ্য করেন। শুষ্ক বৈরাগ্যের দ্বারা বা ইন্দ্রিয়-নিরোধ-চেষ্টার দ্বারা নহে। এই ছয়টিকে 'বেগ' বলা হইয়াছে অর্থাৎ ইহাদের পরাক্রম আছে। বেগ দৌরাত্ম্য, ইহা যিনি সহ্য করেন, তিনি সেই প্রকার বেগ অর্থাৎ ছয়টি বেগের গতির দিক্ ফিরাইয়া লইয়া তাহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ-সেবার অনুকূল করেন।

ছয়টি বেগ তিন ভাগে বিভক্ত। (১) জিহ্বা-বেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগ — ইহারা কায়িক বেগ। (২) মনের বেগ ও ক্রোধের বেগ — মানসিক বেগ এবং (৩) 'বাচোবেগ'ই বাচিক বেগ। জিহ্বা দ্বারা শব্দ উচ্চারণ ও আস্বাদন এই দুইটি ক্রিয়া হয়। জিহ্বার শব্দোচ্চারণ-স্পৃহা বাক্যবেগের এবং আস্বাদনস্পৃহা কায়িক বেগের অন্তর্গত। বাক্যবেগ বাক্যোচ্চারণকারীর ভগবদ্বিমুখ বিষয়ে প্রজল্প। শ্রীরূপানুগবর শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভু ইহাকে 'অসদ্বার্ত্তা' বলিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইহার অনুবাদে বলিয়াছেন, ''কৃষ্ণ-বার্ত্তা বিনা আন, অসদ্বার্ত্তা বলি' জান'' (মনঃশিক্ষা, ৪)। শ্রীকৃষ্ণই 'সৎ' এবং তদিতর বস্তুই 'অসৎ'। 'বার্ত্তা' শব্দের অর্থ সংবাদ। আসদ্‌বিষয়ের সংবাদ সরবরাহকারী বাক্যই অসদ্বার্ত্তা। শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ বহন করিবার জন্য যদি বাক্যকে নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে বাক্যের যে হেয়তা বা বিষ বা অনিষ্টকারত্ব, জীবের প্রতি বিক্রম বা দৌরাত্ম্য প্রকাশ করে,

তাহা সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া যায় — তাহা পরা শান্তি ও অমৃত দান করে, নতুবা বাক্য কেবল অসদ্বার্ত্তা বহনকারীর মৃত্যু আনয়ন করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতিই — মৃত্যু, শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিই — অমৃত। 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিতে কেবল শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ নহে, কার্ষ্ণ এবং তদীয় বস্তুকেও বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণ-বিলাসের সকল প্রকার উপকরণকে সেব্যজ্ঞানে তাহাদের মহিমা আদরের সহিত কীর্ত্তন করিলেই জিহ্বাবেগ প্রশমিত হয়।

মন সর্ব্বদা রূপ-রসাদির আধার, মায়ার প্রলোভনের ক্ষেত্রে বিশ্বের অনুধাবনে ব্যস্ত; সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়সুখ বা ভোগের অনুসন্ধানে চঞ্চল। সেই মন হইতে অর্থাৎ ঐ-প্রকার মনন বা চিন্তাধারা হইতে ছুটি পাইতে হইলে দিব্যজ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরুর আশ্রয়ানুগত্য ও ভূতশুদ্ধি-সহ মন্ত্রের আনুগত্য করিতে হইবে। আসদ্বিষয়ের মনন হইতে ছুটি করাইতে বা কৃষ্ণ-বিমুখ মনকে দণ্ড দিতে পারেন — মন্ত্র। "মননাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ তস্মন্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ"। শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র বা মন্ত্র ভজন-শিক্ষাগুরু - শ্রবণগুরুর নিকট হইতে পাইলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, বসুদেব হয়, শ্রীধামস্বরূপ হয় — তাহাই জীবের স্বরূপ। তখনই শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় শ্রীধামেশ্বরের সেবায় জীব নিযুক্ত হইতে পারেন।

আস্বাদন দুই প্রকার — মহাপ্রসাদ আস্বাদন এবং নামামৃতের আস্বাদন — উচ্চারণের সহিত আস্বাদন। 'শ্রীনামাষ্টকে' শ্রীরূপপ্রভু বলিতেছেন, — "রসনে রসেন সদা"। শ্রীনামের সহিত রসনা রসময় ভাবে সংযুক্তা। শ্রীহরিনাম উচ্চারণ কালে রসনা নব-নব ভাবে রসযুক্তা হইয়া থাকে। কোন্ রসনা ? সেবন্মুখ রসনাই রসময় ভাবে শ্রীনামের লীলাভূমি হইতে পারে, অবিদ্যা-পিত্তোপতপ্তা রসনা নহে। শ্রীনামপ্রভু — রসময়-বিগ্রহ। তাঁহার অনুগত হইতে হইলে, তাঁহার কৃপা বরণ করিতে হইলে সেবোন্মুখ হইতে হইবে। সেবোন্মুখ হইলে শ্রীনামপ্রভুর 'উপদ্রব'-নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব সহ্য করিবার সৌভাগ্য আসিবে। শ্রীনামপ্রভু উন্মত্ত, উদ্ভ্রান্ত করিয়া তোলেন। উপদ্রব করিয়া কি করেন? "করি' এত উপদ্রব, চিত্তে বর্ষে সুধাদ্রব"। সেই উপদ্রব মধুর — অত্যন্ত মধুর। সর্ব্বক্ষণ রসের উদয় করান — রসের প্লাবন আনয়ন করেন। সুধাবর্ষণ করেন যে শ্রীনাম, তিনি সেবোন্মুখ রসনার সহিত রসময়রূপেই সংযুক্ত। তখন রসময়ের সেবারস-আস্বাদনের বিরোধী যে বেগ, তাহা প্রকৃতপক্ষে জীত হয়। উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে রসনার আস্বাদনের বিরোধী অরুচির দমন হয়। অরুচি যত দমিত হইবে, ততই রসনায় শ্রীনামপ্রভুর আস্বাদন সুষ্ঠুতর, মধুরতর হইতে থাকিবে। আস্বাদন দুই প্রকার — শ্রীকৃষ্ণকথারূপী শব্দের আস্বাদন এবং শ্রীহরিসম্বন্ধি বস্তু — তদনুগ্রহরূপী শ্রীমহাপ্রসাদের আস্বাদন। শ্রীভগবানের প্রসাদ চতুর্বিধ; তাহা সুস্বাদু। জিহ্বার দুইটি কার্য্যের বিষয়ই স্বাদু। শ্রীরূপপ্রভু এইজন্য একাধিক বার 'রসনা' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন।

> অনর্পিতচারীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
> সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
> হরিঃ পুরটসুন্দর-দ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
> সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥
> (শ্রীবিদগ্ধ-মাধব ১।২)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দয়া অসমোর্দ্ধা, অর্থাৎ কোনও অবতারে এরূপ দয়া আর প্রকাশিত হয় নাই। স্বয়ংস্বরূপ তাঁহার অনর্পিতচারী সেবা-শোভা দান করিতে প্রস্তুত। সেই সেবা উন্নতোজ্জ্বল রসময়ী, তাহা চরম পরম রস। সেই রস তিনি আপামর সাধারণকে দিতে প্রস্তুত; কেবল মাত্র তিন প্রকার ব্যক্তিকে দেন নাই। প্রথম — কৃষ্ণাভক্তকে দেন নাই। (শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৭।২৫, ৩৯) —

> "উছলিল প্রেম-বন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
> স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা সকলই ডুবায়॥" কিন্তু,
> "সবে এড়াইল কাশীর মায়াবাদী।"

~ ইহারাই কৃষ্ণাভক্ত।

মায়াবাদিগণের হৃদয় মরুভূমি হইতেও নীরস। সেস্থানে বিলাসের বিরোধ পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অন্যান্য মায়াবাদী জড়-বিলাসের বিরোধী, কিন্তু কাশীর মায়াবাদীগণ চিদ্‌বিলাসের বিরোধী। তাহারা শ্রীগৌর-প্রেমামৃতবন্যায় ডুবিয়া

যাওয়া দূরে থাকুক, তাহা স্পর্শও করিতে পারে নাই। ইহারা নির্ব্বেদ জ্ঞানী। আর দেন নাই ভোগীকে। তাহারা দুই প্রকার —

জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥
— (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৬।২২৭)

জিহ্বা-লম্পট — শ্রীকৃষ্ণ। জিহ্বা-লাম্পট্য তাঁহারই একচেটিয়া (monopoly); যে স্থানে যত সার, নবনীত আছে, রসময়ী প্রেমময়ী আরাধনার সার আছে, তিনি চুরি করিয়া খা'ন। তিনি —
''গোবিন্দ মাধব, নবনীত-তস্কর, সুন্দর
নন্দ-গোপাল।'' (শ্রীগীতাবলী, 'শ্রীনামকীর্ত্তন', ১)

দুগ্ধের সহিত প্রেমের উপমা, তাহা অমৃত। তাহার মন্থনের সার — নবনীত। তিনি 'মাখন-তস্কর'; ব্রজবাসীগণের প্রেম-সেবা মন্থন করিতে করিতে যে বস্তু উঠে — প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ প্রভৃতি তাহাই মাখন। এই মাখন ভোগ করিবার 'একচেটিয়া মালিক শ্রীনন্দনন্দন'। তিনি ইতি-উতি ধা'ন, কাজেই চঞ্চল চপল। চোরের কখনও আলস্য থাকে না। চৌর্য্য, চঞ্চলতা-চপলতা শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনেরই নিব্যূঢ় অধিকার বিশেষ। তাঁহার চৌর্য্যলীলা কোথায় হয়? তাঁহারই গঠনে গঠিত সচ্চিদানন্দ সেবকগণের ধামে — যেস্থানে তিনি সেবকগণের দ্বারা পরাজিত; তাঁহাদের নিকটই ইতি-উতি ধা'ন। তাঁহার অনুকরণ করিয়া মায়ার দাসত্ব করিবার জন্য যাহারা ধাবিত হয়, তাহাদের পরিণাম — শাস্তি, দণ্ড, বন্ধন। তাহারা 'কৃষ্ণ নাহি পায়'। শ্রীগৌরসুন্দরের এমন যে দয়া, সকলকে অনর্পিতচরী স্বভক্তি-শোভা দান, তাহা এই তিন প্রকার ব্যক্তি পাইল না।

জিহ্বালম্পট ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে পাইবে না — স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই এই কথা বলিয়াছেন। যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, উদরোপস্থ বেগ ছাড়িবে না, তাহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্ব-ভক্তিশোভা দান করিবেন না। ''শিশ্নোদর পরায়ণ'' — এস্থলে 'পরায়ণ'-শব্দটি বিশেষ অর্থে বলিয়াছেন।

লোকে ব্যবায়ামিষ-মদ্যসেবা
নিত্যাস্তু জন্তোর্নহি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহ-যজ্ঞ-
সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥
(শ্রীভাঃ ১১।৫।১১)

বেগ বদ্ধদশা প্রাপ্ত মায়া প্রভুত্বকামী জীবের নৈসর্গিক শাস্তি বিশেষ — ইহা তাহাদের দ্বিতীয় স্বভাব (second nature) হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অষ্ট-প্রকার স্ত্রীসঙ্গ-লিপ্সা এবং আমিষ গ্রহণ বা মদ্যপান রাজসিক ও তামসিক ব্যাপার। বদ্ধজীবের রজোগুণ স্বাভাবিক। তাহার মধ্যে যে আমিষ-মদ্যসেবার প্রবৃত্তি, তাহা তামসিক। তাহা হইতে নিবৃত্তিলাভই প্রয়োজন। বিরজা বা রজোগুণ অতিক্রম করাই নিবৃত্তি; তাহা ইষ্টা — শিবদা। নৈসর্গিকী অবস্থাতে পুরুষ-অভিমানে (সে বাহ্যকারে স্ত্রীই হউক, আর পুরুষই হউক) প্রত্যেকেরই শ্রীপুরুষোত্তমের অনুকরণেচ্ছা প্রবল থাকে।

সংসারে আসিয়া প্রকৃতি ভজিয়া,
পুরুষাভিমানে মরি।
— (শ্রীকঃ কঃ, 'গুণকীর্ত্তন' ১)

জীবের যে শিবত্ব বা ব্রহ্মত্ব লাভের দুরাশা, তাহা মহামায়ার পদতলে পড়িয়া চূর্ণ হয়। জীবের স্বভাবে সে মায়াজয়ী। কিন্তু, সেই স্বভাবের বিপর্য্যয় হওয়ায় সে মায়ার পদতলে নিক্ষিপ্ত। তখন তাহার রুদ্র-অভিমান, ভবানীভর্ত্তৃ-অভিমান। কখনও তমঃ, কখনও রজঃ, কখনও সত্ত্ব-অভিমান। স্ত্রী-সম্ভোগ ও মদ্যপানাদি অপ্রাকৃত কামদেবেরই একচেটিয়া। তাহা যাহারা অস্বীকার করে, যাহারা শিশ্নোদর-পরায়ণ অর্থাৎ তাহাকেই পরম আশ্রয় জ্ঞান করিয়াছে, তাহারা শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা পায় নাই। স্ত্রী-মদ্য-মাংস সম্ভোগের প্রতি বদ্ধজীবের নৈসর্গিকী প্রবৃত্তি আছে। বদ্ধজীবের ঐ-সকল ভোগের স্পৃহা থাকিলেও তাহা ছাড়িবার প্রযত্ন বা অন্ততঃ ছাড়িবার আগ্রহ থাকা দরকার। যিনি তাহা ছাড়িয়াছেন তিনিই বৈষ্ণব। যাঁহারা কামকে চরম আশ্রয় করিতে করিতে চাহেন না, তাঁহারা ক্রমশঃ ভাল হ'ন। কিন্তু, 'শিশ্নোদর পরায়ণ' অর্থাৎ

'সম্ভোগ চিরদিন চালাইতে থাকিব', এরূপ যাহাদের ইচ্ছা, তাহারা ভাল হয় না। কারণ চৌর্য্য, লাম্পট্য চঞ্চলতা প্রভৃতি অপ্রাকৃত কামদেব ব্যতীত আর কাহারও থাকিতে পারে না — তাঁহার প্রতিদ্বন্দী কেহ হইতে পারে না। প্রতিদ্বন্দিতা করিতে গেলে প্রকৃতির দাস হইয়া নরকে যাইবে। ঐসকল কার্য্য এস্থলে হেয়, জঘন্য; কিন্তু যাহা উহার মূল, আকর বা বিম্ব, তাহা অপ্রাকৃত, পরম-চমৎকার, উপাদেয়; অদ্বয়জ্ঞানের স্বরূপের অনুবন্ধি বলিয়া তাহা হেয় নহে। এইজন্য সেই অদ্বয়জ্ঞান বস্তু নির্দ্দোষই; নির্দ্দোষের আকর, বিধিনিষেধের অতীত তিনি। তাঁহার ভালমন্দের প্রসঙ্গ আসে না।

এই ষড়্‌বেগ যাঁহার বশ হইয়াছে, তিনি ধীর বা ধৈর্য্যশীল। ধীর — কবি, পণ্ডিত, সুধী, ভক্ত, সাধু। তিনি সমস্ত পৃথিবীকে শিষ্য করিতে পারেন, তাঁহার সে ক্ষমতা আছে। যিনি লীলাপুরুষোত্তম শ্রীগোবিন্দ বা শ্রীগৌরকৃষ্ণের নাম, ধাম ও কামের সেবায় নিরত ও সংরত, তিনি শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু এবং তদভিন্ন — তদনুগতবৃন্দ। 'শ্রীউপদেষামৃত'-পানের ইচ্ছা হইলে ষড়্‌বেগ কৃষ্ণোন্মুখ করিয়া তাঁহার সেবাবিলাসে নিয়োগ এবং উহাদিগকে কৃষ্ণাভিমুখ করা প্রয়োজন। যিনি তাহা করেন, তিনিই গোস্বামী, গুরু। 'গো' - পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, শ্রুতি অথবা 'গো'-অর্থে কৃষ্ণেন্দ্রিয় সুখ বাঞ্ছা; তাহা যাঁহার আছে, তিনিই গোস্বামী। 'হংস' অর্থাৎ সারাসার-বিবেকিগণের কথা শ্রীভীষ্মদেব বলিয়াছেন। পরমহংসের কথা, জীবাত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্মের কথা, কি করিয়া জীব সর্ব্বোত্তম কৃষ্ণসেবা লাভ করিতে পারেন, তাহা শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু শিক্ষা দিয়াছেন। প্রথম শ্লোকে গুরু, প্রকৃত সাধু, ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী-নির্দ্দেশ। তাহার পর — ঋণজাতীয় ছয় দোষ ও তৎপরের শ্লোকে ধনজাতীয় ছয় গুণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোক

পারমার্থিক পথের যাঁহারা, তাঁহাদের জন্য প্রথমে 'বিধি' পরে 'রাগ' ক্রমপন্থায় বলিয়াছেন। ছয় দোষ হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইবে। কেবল ঋণ-পরিশোধেই হইবে না, ধন পাওয়া চাই। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর এই দুইটি শ্লোকের এক একটি শব্দ লইয়া যে বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে সম্পুটিত হইয়াছে বলিয়া আর পৃথক্ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।

চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যা

চতুর্থ শ্লোকে সঙ্গের লক্ষণ বিচারিত হইয়াছে। ছয় প্রকার প্রীতির নাম 'সঙ্গ'। কেবল বাহিরের দিকে মেশা-মিশির নাম 'সঙ্গ' নহে। আসক্তি না থাকিলে সঙ্গ হয় না। যান-বাহনে, অতিথিশালায় পরস্পর সাক্ষাৎ হয়। ঐ সময় যদি প্রীতি, আসক্তি বা রুচি জন্মে তবেই সঙ্গ হয়, নতুবা হয় না।

দেওয়া ও নেওয়া, গোপনীয় কথা বলা ও জিজ্ঞাসা করা, ভোজন করা ও করান, এই ছয় প্রকার ক্রিয়াতে আসক্তি বা প্রীতি থাকিলে 'সঙ্গ' হয়। প্রীতি সহকারে ঐ ছয় প্রকার ক্রিয়া সাধুর প্রতি করিলে মঙ্গল, নতুবা নরক। জনসঙ্গ বা বহির্ম্মুখসঙ্গ করিলে মৃত্যু, আর সাধুর সঙ্গ করিলে অশোক, অভয়, অমৃতাধার শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের বা শ্রীরূপের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ হয়।

পঞ্চম শ্লোকের ব্যাখ্যা

ক্রমপন্থায় বৈষ্ণবের পদবীতে পৌছান যায় কি করিয়া? সাধু কত প্রকার? সাধু কে? তাঁহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত?

যাঁহার মুখে 'কৃষ্ণ ইতি' - একবার কৃষ্ণ নাম, তিনি কনিষ্ঠ অধিকারী; 'দীক্ষাস্তি চেৎ' — যদি তাঁহার দীক্ষা হইয়া থাকে। দীক্ষা কি?

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ
কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥

(শ্রী হঃ ভঃ বিঃ ২।৭ ধৃত শ্রীবিষ্ণুযামল বচন)

গুরুসম্পত্তি হইলে শ্রীকৃষ্ণনামই আশ্রয় করা কর্ত্তব্য, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন। কিন্তু, তাঁহার নামগ্রহণে নৈরন্তর্য্য নাই। কীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবের কিরূপ অবস্থা, তাহা তিনি জানেন না। ইঁহাকে কনিষ্ঠ অধিকারী বলা হয়। তাঁহার ভজন নাই, পূজন থাকিতে পারে। অর্থাৎ বিলাসোপকরণ সহ অবাধ্য বিলাসী বস্তু ভজন নাই, সম্বন্ধজ্ঞান সুষ্ঠু হয় নাই। তাঁহাকে আদর করিতে হইবে, তিনি ক্রমশঃ উন্নত হইবেন। যখন অপরাধের বিচারে দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়িবে, তখন তিনি মধ্যম অধিকারী হইবেন। যাঁহার তদীয়গণের তত্ত্বে ধারণা নাই, অথচ নামাশ্রিত, অর্চ্চাশ্রিত, তিনি কনিষ্ঠ বৈষ্ণব। বিলাসোপকরণের তত্ত্বজ্ঞান-বিহীন কেবল বিষ্ণু-তত্ত্বজ্ঞান যেখানে, সেখানে তদীয়ের বিচার নাই; তাহা অসম্পূর্ণ। সেই ধারণা যাঁহার — তিনি কনিষ্ঠ। সাধুতা বা ভক্তির তারতম্য তিনি বোঝেন না; সুতরাং, তাঁহার ব্যবহারে গলদ আছে। যাঁহাকে লইয়া শ্রীবিষ্ণুর বিলাস, তাঁহাকে বাদ দিলে ব্রহ্মত্ব অবশিষ্ট থাকে। যিনি শ্রীবিষ্ণুকে বিলাস করান, তিনি সাধু। তদ্বিষয়ে যাঁহার বিচার নাই, তিনি কনিষ্ঠ। তিনি যদি তদীয় বিচার, নামকীর্ত্তনকারীর বিচার বা অনুসরণ বাদ দিয়া কেবলমাত্র অর্চ্চানিষ্ঠ হ'ন, তাহা হইলে দাম্ভিক হইবেন। তখনই তাঁহার পতন হইবে, তটস্থ হইয়া এক স্থানে থাকিতে পারিবেন না। তিনি হয় পঞ্চোপাসক স্মার্ত্ত হইবেন, নতুবা প্রথমে সংশয়যুক্ত হইয়া, তৎপরে নাস্তিক, তৎপরে সগুণ, তৎপরে নির্গুণ ব্রহ্মবাদী বা মায়াবাদী হইবেন; ভগবৎ কৃপা লাভ ঘটিলে ক্রমশঃ তটস্থ বা নির্গুণ হইতে ক্লীব-পুরুষ-মিথুন, স্বকীয়-পারকীয়, বহু-বল্লভত্ব বিচারে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন। ইহা ভক্তির অবনতির ও উন্নতির স্তর। যদি তদীয়ের বিচার না থাকে, তাহা হইলে ক্রমশঃ দাম্ভিক হইয়া — বিলাস-বিরোধী হইয়া পতিত হইবেন। শ্রীবিগ্রহের বিশেষরূপে গ্রহণের বিচার যাহার নাই, সে বিগ্রহের বিলাস-বিরোধী হইয়া প্রথমে সংশয়বাদী, পরে নাস্তিক হইবে।

তৎপরে বলিয়াছেন — 'ভজন্তমীশম্' অর্থাৎ 'সপরিকরম্ ঈশং ভজন্তম্'। শ্রীবিগ্রহ - বিলাসী। তিনি কি গ্রহণ করেন? — 'রস'। যিনি উহার যোগানদার — যিনি তদীয়, তাঁহারই নৈরন্তর্য্য আছে। তাঁহাকে প্রণতি করিবে। ইহার পর বলিতেছেন — 'ভজনবিজ্ঞম্' — যিনি ভজন-বিষয়ে বিশেষরূপে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। 'অনন্যম্' — একল। ভজনবিজ্ঞ জন কেবল সেবায় প্রতিষ্ঠিত। যিনি ঐকান্তিক, কৃষ্ণেতর বস্তুর পূজা করেন না অর্থাৎ একনিষ্ঠ, কেবলা ভক্তিপরায়ণ, তিনি ''অন্যনিন্দাদিশূন্য-হৃদয়'', অর্থাৎ তাঁহার হৃদয়ে অন্যের নিন্দা স্তুতি নাই। তাঁহার ইন্দ্রিয়ে ভোগ্যরূপে কোন পদার্থকে দর্শন করেন না, সেইজন্য প্রশংসা বা নিন্দাও সেখানে নাই।

পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকরূপং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥
(শ্রীভাঃ ১১।২৮।১)

তাঁহার পর-বুদ্ধি নাই — কেবলা ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ভোগ-বুদ্ধি নাই। তাঁহার হৃদয় হরিসম্বন্ধি বস্তুর সঙ্গে সজাতীয়াশয়-বিশিষ্ট। সেই হৃদয় — ভগবদ্ধাম। তাঁহার নিকট কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণ (শুশ্রূষা) করিতে হইবে, অথবা শুশ্রূষা অর্থাৎ পরিচর্যা — সেবার উপকরণাদির পরিক্রিয়া, (যাহা জাগতিক বিচারে নীচ সেবা) করিতে হইবে। এইরূপ করিলে মঙ্গল হইবে। তাহাকে 'ঈপ্সিত-সঙ্গ' বলিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে। যদি ভজনে উন্নতি চাই, উন্নতিকারিগণের সঙ্গ চাই, ইষ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের শ্রীপাদপদ্ম চাই, তাহা হইলে এই তিনজনের (ত্রিবিধ ভক্তের) সঙ্গ একান্তভাবে করা কর্ত্তব্য।

ভক্তিদেবীর প্রতি শ্রদ্ধার তারতম্যানুসারে অপ্রাকৃতত্বেরও তারতম্য আছে। যিনি অপ্রাকৃতত্বের দিকে সবে মাত্র যাত্রা আরম্ভ করিলেন, সেইরূপ দীক্ষিত কণিষ্ঠাধিকারীকে 'আদর' করিতে হইবে, তাঁহার পূজন নহে। আদর প্রাথমিক অবস্থা। শ্রীল প্রভুপাদ ''কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়তে, দীক্ষাস্তি চেৎ'' —

ইহার পরে ছেদ প্রদান করিয়া উক্ত শ্লোকের অন্বয় করিয়াছেন। ''প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্'' বাক্যের সহিত ''দীক্ষাস্তি চেৎ'' বাক্যের অন্বয় হইবে না ইহা জানাইয়া শীল প্রভুপাদ বিপথগামী পাঠককে সতর্ক করিয়াছেন, –

যেই নাম লয়, নামে দীক্ষিত হইয়া।
আদর করিবে মনে স্বগোষ্ঠী জানিয়া॥

শ্রীকৃষ্ণনামাশ্রিত ঐ কনিষ্ঠাধিকারীর নামানুশীলনে নৈরন্তর্য্য নাই, তাহা ব্যবধান যুক্ত – নৈরন্তর্য্য হইলেই ভজন হয়। ''ভজন্তমীশম্'' বলিতে - ''নৈরন্তর্য্যেণ ভজন্তম্''। এইরূপ মধ্যমাধিকারীকে প্রণাম দ্বারা আদর করিবে অর্থাৎ তাঁহাতে বন্ধুতা, সৌহৃদ্য ও আপন-জ্ঞানে প্রণাম করিতে হইবে। কেবল 'মনের দ্বারা আদরে' কনিষ্ঠাধিকারী ব্যক্তিকে উন্নত করিবার চেষ্টা।

যিনি ভজন-বিজ্ঞ ও যাঁহার অন্যদর্শন অর্থাৎ কোথাও লঘু দর্শন নাই, সর্ব্বত্র গুরু-দর্শন, সেই পূর্ণ-শরণাগত-দর্শন মহাভাগবতের সর্ব্বত্র অদ্বয়-জ্ঞানের স্ফুর্ত্তি হইয়াছে। তিনি সর্ব্বোত্তম – সর্ব্ব-গুরু হইয়াও আপনাকে অত হীন ও লঘু অভিমান করেন। তিনি অদাম্ভিক, তাঁহার দম্ভজনিত কোনও দর্শন নাই, সুতরাং তিনি শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়পাত্র। তাঁহার নিকট হইতেই শ্রবণ করিতে হইবে। যাঁহার নিরন্তর শিষ্য-অভিমান আছে তিনিই গুরু পদবাচ্য।

শ্রীরূপানুগ সম্প্রদায় সকলকেই প্রভু বলেন। অন্য যত সম্প্রদায় আছে, ''গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য আপনার'' (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১০।১৪২) – এই বিচার জানেন না। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শিখাইয়াছেন – যিনি আশ্রিত, তাঁহাকে আশ্রয়তত্ত্ব জ্ঞান করিতে হইবে। অমানী হইয়া মান দিতে হইবে। কারণ, 'তিনি ত' তবুও গুরু-পাদাশ্রয় করিয়াছেন, কিন্তু আমি তাহাও করিতে পারি নাই।' গুরুবর্গ শিখাইয়াছেন – তাঁহাকেও 'প্রভু' বল, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিও না, অনাদর করিও না। প্রাকৃতসহজিয়া মতপোষক কতগুলি অপসম্প্রদায় তর্ক করে – সকলকেই কেন 'প্রভু' বলা হইবে? শ্রীভক্তিবিনোদানুগগণের বিচার সেইরূপ নহে। শ্রীল প্রভুপাদ সকলকেই 'প্রভু' বলিতেন। তিনি শ্রীগুরুদেব হইয়াও কনিষ্ঠাধিকারীকে 'প্রভু' বলিতেন। পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে – 'ইহার দ্বারা কি তিনি কনিষ্ঠাধিকারীকে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর সমান মনে করিতেন? যিনি সবে মাত্র মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে তিনি 'প্রভু' বলিতেছেন, প্রাকৃতকে অপ্রাকৃত (?) বলিতেছেন – ইহা কি apotheosis নয়? কিন্তু ''তোমার বৈষ্ণব, বৈভব তোমার'' (শ্রীশরণাগতি, 'ভজন লালসা' ৬); বৈষ্ণব গুরুদেবের বৈভব। কনিষ্ঠাধিকারী – যিনি বৈষ্ণবতার দিকে যাত্রা আরম্ভ করিলেন, তিনিও ''তোমারই বৈভব''। বৈষ্ণবকে এস্থানে 'বৈভব' বলা হইতেছে, 'জড়'কে নয়। প্রাকৃত ভূমিতে 'বৃন্দাবন-বুদ্ধি' নহে। কনিষ্ঠও স্বরূপে কৃষ্ণের নিত্য-দাস, অতএব গুরু।

''গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য আপনার''। বৈষ্ণব নিজে অমানী, 'তৃণাদপি সুনীচ' হইয়া 'তিনি অঙ্গি-গুরুরই অঙ্গ, আমি তাঁহার সেবক' – এইরূপ মনে করিতেছেন। যেখানে গুরু-দর্শন, সেখানে জড়ের বিচার নাই। বালিশেরও তিনি মঙ্গল ইচ্ছা করেন। বালিশ তদীয়জ্ঞানে অনভিজ্ঞ। তাহাকে অদ্বয়জ্ঞানের বিষয়ে অভিজ্ঞ করা দরকার। শ্রীনামাশ্রয়ের প্রতি যাঁহার যত রুচির গাঢ়তা, তাহা অন্যের মধ্যে প্রকট করাইবার জন্য তাঁহার চেষ্টা তত বেশী। বালিশের প্রতি দয়া করিয়া তাঁহাকে তদীয়-তত্ত্বের সুষ্ঠু-জ্ঞান উপলব্ধি করাইবার চেষ্টাই – প্রকৃতপক্ষে তাঁহার উপকার করা। এইরূপ করিয়া তাহার গুরুত্ব প্রকট করিবার চেষ্টা, প্রকৃত বৈষ্ণবেই লক্ষিত হয়।

''জীবে সম্মান দিবে জানি' 'কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান'।'' (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ২০।২৫)। প্রত্যেক জীবাত্মা – ভগবদ্ধাম। জীব – তদীয়, অতএব গুরু ; শ্রীভগবানের বিলাসের ক্ষেত্র ও উপকরণ, সুতরাং গুরু। সকলের গঠনেই এই যোগ্যতা ও ধর্ম্ম অনুস্যূত আছে। তাহা প্রকট করানই শ্রীগুরুদেবের কার্য্য এবং তাহা হয় – শ্রীকৃষ্ণ-

সংকীর্ত্তন দ্বারা। সেই শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের পৌরহিত্যই শ্রীগুরুদেবের কার্য্য।

যা'রে দেখ, তা'রে কহ 'কৃষ্ণ' উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৭।১২৮)

শ্রীগুরুদেবের বিচার — 'এই জীব শ্রীকৃষ্ণভোগ্য, তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেওয়া আমার কাজ। কৃষ্ণভোগ্য, অতএব আমার গুরু।' সেই কৃষ্ণভোগ্যত্ব প্রকট করানই শ্রীগুরুদেবের কার্য্য। তটস্থ দর্শনে — পরমাত্মদর্শন এবং ভেদাভেদ-প্রকাশ দর্শনে — ব্রহ্মদর্শন। নিত্য কৃষ্ণদাস দর্শনে — ভগবদ্ভাবদর্শন, তটস্থ জীব নিজেকে তটস্থ বা ভেদাভেদ দর্শন করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের প্রয়োজন কৃষ্ণ-দাসত্ব লাভ। যিনি কৃষ্ণদাস তিনিই আমার গুরু। এস্থানে তটস্থ দর্শন নাই; নিজেকে আশ্রয়ভেদাংশ এবং শিষ্যকে — শুদ্ধ জীবাত্মাকে গুরুদর্শন। প্রত্যেককে গুরুরূপে দর্শন করিবার চেষ্টাই হইল সেবা। আচার্য্য — সকলকে গুরুবুদ্ধিকারী, উত্তম, অতএব নিরভিমানী ও মানদ। স্বভাবের ধর্ম্মে যে বৈষ্ণবত্ব তাহাকে শিষ্যসূত্রে স্বীয় শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের সহিত মিলন করানই শিষ্যের একমাত্র ধর্ম্ম। ঐ মিলনের স্তরভেদ আছে ; যথা — আদর, প্রণতি ও শুশ্রূষা। গুরুর সহিত মিলন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন করানই সেবা। বৈষ্ণবকে প্রাকৃত বলিয়া দর্শন করিতে নাই। তাঁহার বপুগত দোষও নাই। কবি যখন পদ্ম বা গোলাপের আলোচনা করেন, তিনি তখন পঙ্ক বা কাদা অথবা কাঁটার বিচার করেন না। মায়ের কোলে যখন ছেলে থাকে, তখন সে মায়ের নগ্নাবস্থার কথা চিন্তা করিতে পারে না। সেইরূপ জগতের গুরু বা পিতার বপুগত দোষ দেখিতে নাই।

ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যা

এই প্রপঞ্চে অবস্থিত ভক্তজনের নীচবর্ণে আবির্ভাব, কর্কশতা, প্রভৃতি স্বাভাবিক দোষ কিংবা কদর্য্যবর্ণ, কুগঠন, পীড়া, জরাজনিত কুদর্শণ প্রভৃতি বপুগত দোষ দৃষ্ট হইলেও তদ্দ্বারা ভক্তজনের প্রাকৃতদোষ বিচার করিতে হইবে না — ইহাই নিষেধ। ভক্তজনের অপ্রাকৃতত্ত্ব ও তারতম্য "কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়তে" — এই পূর্ব্ব শ্লোকানুসারে দর্শন করিতে হইবে, ইহাই বিধি। কণিষ্ঠ, মধ্যম, উত্তম — তিন প্রকার ভক্তেরই স্বভাবজনিত ও বপুগত দোষ দর্শন করিতে হইবে না। তবে, ভক্তজনের অপ্রাকৃতত্ত্ব অনুসারে তাঁহাদিগের প্রতি অপ্রাকৃত-বুদ্ধির তারতম্য হইবে। ইহাই ক্রম-প্রকাশিত ভক্তগণের পক্ষে কথা; যাঁহারা অস্বাভাবিক বা বিরল ভক্ত, তাঁহাদের কথা বলা হইতেছে না। সর্ব্বেপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা 'শ্রীউপদেশামৃতে'র চরম কল্যাণার্থীর জন্য এই মানদ-ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন।

প্রথমেই সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় কর্ত্তব্য। যাঁহারা অকপটে সেই সদ্‌গুরু-পদাশ্রিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রাকৃত-বুদ্ধি করিতে হইবে না। একমাত্র শ্রীভক্তিবিনোদানুগ-সম্প্রদায়েই এই বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ এরূপ মানদ-ধর্ম্মের আদর্শ, লক্ষিত হয় না।

শ্রীল প্রভুপাদ যে সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, সেই-সকল শব্দের মধ্যে এক একটি বিরাট ইতিহাস ও মৌলিক তথ্য রহিয়াছে। তিনি সর্ব্বোত্তম মহাভাগবতের গৃহে অবতীর্ণ হইয়া নিজ-স্বাভাবিক সুদর্শণ প্রভাবে মহাভাগবতের যে সকল আচার ও প্রচার দর্শন করিয়াছিলান, তাহা তাঁহাদের অন্তরে গাঁথা রহিয়াছে। "দৃষ্টৈঃ স্বভাব-জনিতৈঃ" — শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিবার কালে মহাভাগবত-শিরোমণি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদর্শ শ্রীল প্রভুপাদের নামদৃক্ চক্ষুর সম্মুখে দেদীপ্যমান ছিল।

অপ্রাকৃত আলঙ্কারিক-সম্রাট শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীবিষ্ণুপাদোদ্ভবা বৈষ্ণবী গঙ্গার জলের সহিত কেন এস্থানে উপমা প্রদান করিলেন, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। আমরা হয়ত' গোপাল বা পদ্মের সহিত তুলনা দিতাম, জড়ের ভাষায় বলিতাম — "No rose without its thorns" — কন্টক ব্যতীত গোলাপ ফুল নাই। সেরূপ কন্টক-সংযুক্ত দেখিয়া গোলাপ

ফুলকে অথবা যেরূপ কর্দ্দমজাত বলিয়া পদ্মকে কেহ হেয় মনে করে না, তদ্রূপ অবরকুলে উদ্ভূত বলিয়া বা বপুগত কোন দোষ দেখিয়া বৈষ্ণবকে প্রাকৃতরূপে দর্শন করা উচিত নহে। গোলাপ ও পদ্ম কন্টকসংযুক্ত বা পঙ্কজাত হইলেও ভগবৎ পাদপদ্মে নিবেদন যোগ্য। সাধারণ আলঙ্কারিকগণ পদ্মের সহিত বহু উৎকৃষ্ট বস্তুর তুলনা দিয়া থাকেন। কিন্তু, অপ্রাকৃত আলঙ্কারিক-সম্রাট্ শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু দ্রব ব্রহ্মের সহিত — অপ্রাকৃতের সহত অপ্রাকৃতের, বৈষ্ণবের সহিত বৈষ্ণবের তুলনা দিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন — মহাভাগবতের ক্রিয়া কলাপকে যে 'দুরন্ত' করিবার চেষ্টা করে, সেই পাষণ্ড ত' কোন দিনই মহাভাগবতের দর্শন পায় না; কিন্তু মহাভাগবতের 'লোকদেখান' দুরাচারে যখন সাধুতা দর্শন করে, তখনই তাহার সাধুতা আরম্ভ হয়।

''ভজনবিজ্ঞ ভক্তে দুরাচার থাকিলে তদ্দ্রষ্টা তাঁহাকে দেখিয়া অপরাধী হ'ন। তজ্জন্য প্রাকৃত দৃষ্টির পরিমাণ মতে ভক্তকে দর্শন করিতে নিষেধ। তাদৃশ দুরাচারে অবস্থান অনন্য-ভক্তির বিনাশ কারক নহে; পরন্তু, অল্পবুদ্ধি দ্রষ্টার চক্ষে বিশেষ অপকারক। যিনি শুদ্ধভক্তকে প্রাকৃত-দৃষ্টিতে না দেখিয়া তাঁহার অনন্যভজন দৃষ্টি করেন, অচিরেই তিনি মহাভাগবতের তাদৃশ দুরাচারের দর্শন হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং সাধুতা লাভ করেন।''

শ্রীল প্রভুপাদের উক্ত 'অনুবৃত্তি'র মধ্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদর্শটি প্রকটিত হইয়াছে। এই 'অনুবৃত্তি' লিখিবার সময় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শিক্ষায় সম্পূর্ণ সমাধিস্থ ছিলেন। শ্রীগুরুদেবের অন্তরে প্রবেশ না করিলে শিষ্য হওয়া যায় না। যেস্থানে অকপট-সেবা, সেস্থানেই অন্তরের কথা জানা যায়।

যেমন প্রকৃত জগতেও স্ত্রী অনেকটা স্বামীর অন্তরের কথা জানেন, মাতা স্বীয় পুত্রের অন্তরের কথা জানেন। অপ্রাকৃত জগতে ইহাই শিষ্যের গুঢ় প্রভাব যে, তিনি সেবা-প্রভাবে শ্রীগুরুদেবের অন্তরের কথা জানেন। যেমন, শ্রীরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরের কথা জানিয়া ''প্রিয় সোঽয়ং'' শ্লোক লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের ঐ অনুবৃত্তি'র মধ্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠকুরের যমরাজার সভায় উপস্থিত হইয়া শ্রীগীতা (৯।৩০, ৩১) —

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তাং প্রণশ্যতি॥

— এই শ্লোক-দ্বয়ের ব্যাখ্যা সম্পর্কে স্বয়ং শ্রীল ঠাকুরের স্বপ্নসমাধি অবস্থায় একটি অলৌকিক-রহস্য-মূলক ইতিহাস রহিয়াছে। এই ইতিহাস স্বয়ং শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্বীয় প্রিয় সেবক শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী মহোদয়ের নিকট বর্ণন করেন এবং তিনি পুনরায় এই গূঢ় ব্যাখ্যা শ্রীল প্রভুপাদের নিকট কীর্ত্তন এবং আমরা অনেকেই ইহা শ্রীল প্রভুপাদের নিকট বহুবার শুনিয়াছি।

যম - সূর্য্যের পুত্র। সূর্য্য সুনীতি (Ethics) বা ধর্ম্মের দেবতা। যাঁহার সৌর, তাঁহারা সুনীতি-পরায়ণ (ethical); সুনীতি বড়, না ভগবদ্ভক্তি বড়? শ্রীযমুনাদেবীর ভ্রাতা - যম। যমুনা শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী। কিন্তু যম, সুনীতি-দুর্নীতির দণ্ডমুণ্ড-বিধাতা (Ethics – stern justice এর মালিক) — এজন্য তাঁহাকে ধর্ম্মরাজ বলা হয়।

জগতের তথাকথিত সুনীতি শ্রীবিষ্ণুর আনুগত্যহীনা। বস্তুতঃ শ্রীবিষ্ণুর আনুগত্য বিহীনা সুনীতির সুনীতিত্ব বা সতীত্ব থাকিতে পারে না। দ্বাদশ বৈষ্ণবের অন্যতম ধর্ম্মরাজের সভায় শ্রীগীতার ঐ শ্লোকের একটি সংশয় ভঞ্জনার্থ এক সভা আহূত হইয়াছিল। শ্রীশিব-ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দ সেই সভায় এই শ্লোকের মীমাংসা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। 'অনন্যভাক্' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার অনন্যা ভক্তি আছে, 'অপি - যদি, চেৎ - ও, অর্থাৎ যদিও তিনি 'সুদুরাচার' অর্থাৎ নিকৃষ্ট বা জঘন্য দুষ্ট আচারবিশিষ্ট হ'ন, তথাপি তাঁহাকে 'সাধু' বলিয়াই নমে করিতে হইবে, যেহেতু তিনি 'সাম্যগ্ব্যবসিত' অর্থাৎ সম্যক্ প্রযত্নশীল,

একনিষ্ঠ বা ঐকান্তিক। তিনি শীঘ্রই 'ধর্মাত্মা' হ'ন ও নিত্য-শান্তি লাভ করেন। ''ঐকান্তিক ভক্তকে 'শীঘ্রই ধার্ম্মিক হইবার' কথা বলা হইল কেন? যিনি ধর্ম্মের শেষফল ঐকান্তিকতা বা অনন্যভজন-পরায়ণতা লাভ করিয়াছেন, তিনি ভগবান্‌কে বশ করিয়াছেন, তাঁহার কি ধর্ম্ম অর্থাৎ সুনীতি বা শান্তির অভাব আছে? অনন্যভক্তি কি অধার্মিক ও অশান্ত?'' — যমরাজের সভায় সকলে এই প্রশ্ন করিলেন। শ্রীগীতার উপদেষ্টা পার্থ-সারথি প্রভু উপদেশ প্রদান করিয়া বলিয়াছেন — ''ঐকান্তিক ভক্ত যদি সুদুরাচারও হ'ন, তথাপি তাঁহাকে সাধু বলিয়াই মানিতে হইবে।'' কিন্তু সংশয় এই যে, সাধু কিরূপে অধর্ম্মাত্মা ও অশান্ত হ'ন? দেবতাগণের এই সংশয় শিব, ব্রহ্মা, নারদ, যম — কেহই মীমাংসা করিতে পারিলেন না। শীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সেই সভায় যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর তথায় উপস্থিত হইবা মাত্রেই শ্রীশিব-ব্রহ্ম-নারদাদি বৈষ্ণববৃন্দ ও দেবতাগণ নিজ নিজ আসন হইতে উত্থিত হইয়া শ্রীল ঠকুর ভক্তিবিনোদকে অভ্যর্থনা করিলেন; কেননা, তথায় অপ্রাকৃত ব্রজবাসী, সাক্ষাৎ স্বয়ংরূপার অন্তরঙ্গ, কেশ-শেষাদির অগম্যা গোপী-শিরোমণির নিজ জন আগমন করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তি বিনোদকে দর্শন করিয়া সকলে তাঁহার নিকট তাঁহাদের সংশয় জ্ঞাপন করিলেন। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ তখন যেভাবে ঐ সংশয় নিরসন করিয়াছিলেন, সেই তাৎপর্য্যটি শ্রীল প্রভুপাদ ''দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈবপুবশ্চ দোষৈঃ'' শ্লোকের 'অনুবৃত্তি'তে প্রকাশ করিয়াছেন। ''অনন্য-ভজন-কারীর 'লোকদেখান' দুরাচারত্বে বঞ্চিত না হইয়া যিনি তাঁহার সাধুত্ব দর্শন করেন, সেইরূপ দর্শনকারীই শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হইয়া পরমা-শান্তি লাভ করিতে পারেন। অনন্য-ভজন-কারীর গুরু-জ্ঞান ও নিজেকে শিষ্য জ্ঞান করিয়া যিনি তাঁহাকে (অনন্যভজনকারীকে) মাপা জগতের সুনীতি ও দুর্নীতির মাপকাঠির আসামী করেন না, তাঁহারই শীঘ্র সাধুত্ব লাভ হয়।'' — এই ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া স্বয়ংরূপার নিজ-জন ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদকে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সংশয়শূন্য হইয়া প্রণাম করিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ 'শ্রীউপদেশামৃতে'র ৬ষ্ঠ শ্লোকের 'অনুবৃত্তি'র শেষভাগে যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যেও বিশেষ ইতিহাস নিহিত রহিয়াছে। সৌন্দর্য্যগ্রাহী সমাজে কর্দ্দমজাত বস্তু বলিয়া পদ্মের আদর হ্রাস হয় না, চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বলিয়া সাহিত্যিক ও কবির নিকট চন্দ্রের অনাদর হয় না — চন্দ্রের কলঙ্ক তাহার পক্ষে দূষণ-স্বরূপ না হইয়া বরং ভূষণ-স্বরূপই হইয়া থাকে, উহা চন্দ্রের সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধিই করে। তদ্রূপ, অনন্য-ভক্তের দুরাচার অবস্থানের লীলা তাহার অনন্য-ভক্তির বিনশকারক নহে, কেবল অল্পবুদ্ধি দ্রষ্টার চক্ষে বিশেষ অপকারক।

শ্রীগঙ্গায় বুদ্‌বুদ হয়, সাধারণ নদী নালা পুকুরের জলেও তাহা হয়; অতএব গঙ্গাজল অন্য জলের সহিত সমান অথবা (কোন কোন ধার্ম্মিক-ব্রুবসম্প্রদায়ের বিচারে) গঙ্গাতে দেহ পোষণ করিবার গুণ থাকায়, যেমন গঙ্গাজলে রোগজীবানু (bacteria) তিষ্ঠিতে পারে না, অতএব গঙ্গাজলের মহিমা বেশী; ঐরূপ উভয় বিচারই শ্রীগঙ্গাতে অপ্রাকৃত বুদ্ধি নহে, ইহাই তীর্থে সলিল বুদ্ধিরূপ কুণপাত্মবাদিগণের কুবিচার।

''জাতরুচি সিদ্ধমহাত্মাগণের আচরণ না বুঝিতে তাঁহাদিগকে 'পতিত' মনে করিলে বৈষ্ণ বাপরাধ হয়।'' — এই বাক্যে শ্রীল প্রভুপাদ 'জাতরুচি সিদ্ধমহাত্মা' বলিতে রাগানুগের কথা বলেন নাই, রাগাত্মক ভক্তের কথাই বলিয়াছেন। রাগাত্মক ভক্ত সম্বন্ধানুগ ও কামানুগ ভেদে দ্বিবিধ। কামানুগ-গণ আহ্লাদিনীর কায়ব্যূহ। সাধনসিদ্ধ অথবা স্বয়ংসিদ্ধ-অভিমানকারী ব্যক্তিগণ সেই রাগাত্মক ভক্তগণের আচরণ না বুঝিয়া তাঁহাদিগকে পতিত মনে করিলে নিজেরাই অপরাধে পতিত হ'ন।

সপ্তম শ্লোকের ব্যাখ্যা

ক্রমপথে যাঁহারা বিরূপ হইতে স্বরূপের দিকে অভিযান করিয়া মঙ্গল লাভ করিতে চাহেন, তাঁহারা যাহাতে নিত্যস্বরূপে নিত্য উন্মুখ হইয়া অবস্থান করিতে পারেন তজ্জন্য নিখিল জগতের শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা শ্রীরূপ গোস্বামীপ্রভু উপদেশ প্রদান করিতেছেন।

ভগবদবিমুখতা বা অবিদ্যাই তটস্থ-শক্তি প্রকটিত জীবের উপর আধিপত্য করে। আবার, বিদ্যাও তাহার উপর আধিপত্য করিতে পারে। অবিদ্যার দাসত্ব হইতে কিরূপে 'বিদ্যাবধূ জীবনের' সেবায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারা যায়, শ্রীল রূপগোস্বামীপ্রভু তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এস্থলে কি 'অতৎ' নিরসন করিয়া 'তৎ' এ প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা বলিয়াছেন, না, অবরোহ পথের নির্দ্দেশ করিয়াছেন? - তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

'কৃষ্ণনাম-চরিতাদি' বলিতে শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা। যাঁহাদের লইয়া শ্রীনামপ্রভুর বিলাস, তাঁহারাই পরিকর। 'সিতা' শব্দের অর্থ – মিছরি, অর্থাৎ কেবল শর্করা নহে, মিছরিতে স্বচ্ছ ঘন মধুরতা আছে। শ্রীকৃষ্ণনাম – রম্যচিদ্ঘন-সুখস্বরূপ।

পৃথিবীর ধর্ম-সম্প্রদায়ে দুইটি মত আছে। একমতে অবিদ্যা, বিমুখতা বা অপরাধ-রূপ অতৎ নিরসন করিতে করিতে — অসৎ নিরসন করিতে করিতে — অজ্ঞান-অভাব দূর করিতে করিতে 'তৎ' এ 'সৎ' এ, জ্ঞানে বা অপরোক্ষে প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা শুনা যায়। শ্রীল রূপ গোস্বামীপ্রভু এই বিচারে পক্ষপাতী নহেন। তিনি বলেন, - বাস্তব-বস্তুর স্বতঃসিদ্ধ কৃপাবতরণের আশ্রয় গ্রহণ করিলে আনুষাঙ্গিক ভাবে অবিদ্যা দূর হইয়া যায়। সূর্য্যোদয়ের আভাসেই অন্ধকার বিনষ্ট হয় এবং চোর দস্যু প্রভৃতি পলায়ন করে। 'শ্রীউপদেশামৃতে'র সপ্তম শ্লোকে সেই অবরোহবাদের কথাই শ্রীল রূপগোস্বামীপ্রভু বলিয়াছেন। 'আদরাৎ' পদের দ্বারা সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত; 'অনুদিনং' পদে — নিরন্তর। শ্রীনামপ্রভুতে জীব শরণাগত হইলে যদি শ্রীনামপ্রভু সেবা গ্রহণ করেন, তবে অবিদ্যার বিক্রম থাকে না। পূর্ব্বে মিছরির সেবন ও তৎ-সঙ্গে সঙ্গে পিত্তদোষের বিনাশ। পিত্তদোষ বিনাশ করিয়া মিছরির আস্বাদন নহে।

যদাভাসোঽপুদ্যন্ কবলিত-ভবধ্বান্তবিভবো।
দৃশং তত্ত্বান্ধনামপি দিশতি ভক্তিপ্রণয়িনীম্ ॥
জনস্তস্যোদাত্তং জগতি ভগবন্নামতরণে। ত
কৃতী তে নির্ব্বক্তুং ক ইহ মহিমানাং প্রভাবতি॥
- (শ্রীনামাষ্টক, ৩)

সূর্য্যের উদয়ের আভাসেই অন্ধকার বিনষ্ট হইবে। ভব-শব্দের অর্থ সংসার। 'ভব' — হওয়া, জন্মগ্রহণ করা, বাসনারূপ লিঙ্গদেহ দ্বারা আবৃত হওয়া; ইহা অন্ধকার-তুল্য। 'ভব' — নামাপরাধের ফল; নামাপরাধের সঙ্গে অন্ধকারের তুলনা। অন্ধকার দূর করিতে করিতে আলোতে যাওয়া যায় না। প্রাকৃত-সহজিয়াগণ বলে — অন্ধকার দূর করিতে করিতে আলোতে যাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ইহাতে নির্ব্বিশেষ-অবস্থাই লাভ হইবে, বাস্তব বস্তু পাওয়া যাইবে না। পিত্তদোষ দোষী ব্যক্তি নিজরোগ দূর করিতে পারে না। সদ্বৈদ্যের বা আত্মীয়-স্বজনের পরামর্শ বা নির্দ্দেশানুসারে মিছরি সেবনের ফলে আনুষাঙ্গিকভাবে — অন্তর্ভুক্তভাবে তাহার পিত্তদোষ বিদূরিত হয়; ইহা ধনাত্মক (positive) লাভ, ঋণাত্মক (negative) লাভ নহে।

'স্বাদী ভবতি' — আস্বাদন বৃদ্ধি-প্রাপ্তি হয়, মিছরিতে রুচি হয়। অবান্তর ফল — পিত্তরোগ-বিনাশ অবান্তরভাবেই হইয়া থাকে, এজন্য পৃথক্ চেষ্ঠা করিতে হয় না। এই লোভ বা রুচিই বড় কথা।

কনিষ্ঠে আদর, নিরন্তর-নামাপরায়ণে প্রণতি ও ভজনবিজ্ঞে শুশ্রূষা বিধেয়া, অর্চ্চনবিজ্ঞে নহে। শ্রীনামে আটটী ভজনাঙ্গ অনুস্যূত আছে। তাহাতে অভিজ্ঞ সুদর্শনশালী, শাস্ত্রযুক্তি-সুনিপুণ, দৃঢ়শ্রদ্ধ ও ভক্তের পরিচর্য্যা করিলে সংকীর্ত্তন রাসে অধিকার হইবে।

এই পর্য্যন্ত বিধি। এ পর্য্যন্ত সেবার গতি ধীর, তাহার পর রাগ বা রুচি-ভক্তিতে অভিযান।

রুচি বাসনায় হয়। শ্রীরূপ — রসিকমৌলি; তাই তিনি রুচি বাসনা এই সব শব্দ বলিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত দৃঢ়সঙ্কল্পযুক্ত একভাবাপন্ন মন্থরগতি (steady বা slow progress), এখন, বর্দ্ধিত-বেগ-প্রগতির (accelerated velocity) আরম্ভ। আলোর গতির মত সেবা-প্রগতি আরম্ভ হইল। রোচিকা — রুচিকর। রসনা — রসময় বিগ্রহের অনুশীলন যে সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা। রোচক — স্ত্রীলিঙ্গ রোচিকা; সিতা — মিছরির বিশেষণ। রুচির বাধা হইল — পিত্তের দ্বারা দূষিত তপ্ত জিহ্বা। কেবল বিধিবাধ্যতাও তাপ। যেস্থানে রসময়ের পূর্ণরসময়ত্বের ধারণার-বিরুদ্ধ ধারণা, কেবল-ঐশ্বর্য্য-ধারণা, তাহার কথা বলিয়াছন,—"অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিমিতঃ"। কারণ, ঐ রতি কৃষ্ণভক্তি-রসের বিরুদ্ধ। "অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো ব্যোমনয়নীং" — ঐশ্বর্য্য মিশ্রিত দাস্যরতি পরিত্যাগ করিলে রুচিপথে যাওয়া যাইবে, 'মনঃশিক্ষা'র অনুগমন হইবে। মিছরি — 'ইক্ষুরস' বা 'শর্করা' নয়, উহা ঘনীভূত অবস্থা; উহা প্রেম স্নেহ ইত্যাদি। মিছরি হইতে আরও মিষ্ট বস্তু আছে — যা'কে 'সেকারিন্' (saccharine) বলা হয়।

মিছরি রুচিপ্রদ হয় না কাহার? যাহার রসনেন্দ্রিয় পিত্ত-দ্বারা তপ্ত হইয়াছে। এক একটি শব্দের অর্থ আস্বাদন করিতে হইবে। সিতা, অবিদ্যা পিত্ত, রসনা, তাপ — সমস্ত শব্দেরই বিশেষ অর্থ আছে। স্বয়ং প্রধান বিচারপতিই 'ব্যারিষ্টার' হইয়াছেন। ভক্তিদাতা ভক্তি শিখাইতেছেন। যাহার পিত্তোপতপ্তা রসনা তাহার সেবোন্মুখ রসনায় আবরণ পড়িয়া গিয়াছে। দূষিত মল জমিয়া জিহ্বায় আবরণ পড়িয়াছে। ঘনীভূত মাধুর্য্যযুক্ত সিতা — শ্রীকৃষ্ণনাম প্রভৃতিতে রুচি হইতেছে না। রুচিতে বেগময়ী প্রগতি। রুচির উদয় হইলে জিহ্বার স্বভাব হয় — কোটি কোটি জিহ্বা প্রার্থনা করা। তখন উৎকণ্ঠার উদয় হয়। একাকী কতটুকু আস্বাদন হয়? সুতরাং নিতান্ত অতৃপ্তি আসে। এই বেগময়ী অবস্থা যেস্থানে নাই, সেস্থানে একভাবাপন্ন গতি (steady progress)। পূর্ব্বশ্লোক পর্য্যন্ত সেই কথা বলিয়াছেন। সম্প্রতি বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণকে পাইতেই হইবে। পরিপূর্ণ মাধুর্য্য তাঁহার; ঐশ্বর্য্যকে ম্লান করিয়া দিয়া নিজের মধুরতায় তিনি উজ্জ্বল। তাঁহাকে পাইতে হইলে হংসগতিতে গমন করিলে চলিবে না, রুচি — স্বাভাবিক অবস্থার দরকার।

আদর করিয়া, রুচির সহিত ঐ নামরূপ মিছরি সেবন কর, তাহা হইলে কুপিত মল যাইবে। সদ্বৈদ্য বা স্নেহময়ী মাতা বা ধাত্রীর দেওয়া মিছরি আদরের সহিত সেবন কর, অন্যের দেওয়া মিছরি নহে, তাহারা কি দিতে কি দিবে ঠিক নাই। সদ্বৈদ্য অথবা মাতা যিনি কেবলমাত্র আরোগ্য চা'ন না, পরন্তু আরোগ্যলাভ করাইয়া তাহার সহিত স্নেহের সম্বন্ধ রাখিয়া সুখী করিতে চা'ন, সেই মাতার দেওয়া মিছরি কুপিত মল নিঃশেষে বহির্গত করাইয়া মিছরির প্রকৃত স্বাদ উপলব্ধি করাইতে থাকিবে। বর্ত্তমানে যে চারটি অনর্থ আছে, তাহার প্রত্যেকটি আবার চারি প্রকারে বিভক্ত। রুচির বিরুদ্ধে এই যে ষোলপ্রকার দোষ, ইহা যতই যাইবে, ততই সদ্বৈদ্য-প্রদত্ত মিছরি ভাল লাগিবে; শ্রীনাম-রূপ-গুণ পরিকর-লীলাযুক্ত শ্রীনাম ততই ভাল লাগিবে। অনর্থ যত যাইবে, ততই অর্থের উপলব্ধি হইবে, অর্থের আদর হইবে; চিদ্‌বিলাসের প্রতি রুচি হইবে। ইহাই — বর্দ্ধমানবেগা দ্রুতগতি (acceleration)। ধীর হইলে বৈকুণ্ঠে শ্রীঅধোক্ষজ পর্য্যন্ত গতি হইবে। তিনি শ্রেষ্ঠ মহান্ — আমি দীন কাঙ্গাল — এইরূপ সঙ্কোচ, গৌরবের ব্যবধান তথায় হইবে, মাখামাখি বা গাঢ় আত্মীয়তা হইবে না; সেবাদ্বারা বশ করিবার যে বিচার, তাহা হইবে না। গৌরব ব্যতীত আরও একটি জিনিস আছে, সেটী বিশ্রম্ভ। যাঁহারা আমাদিগকে সুস্থ অবস্থায় দেখিতে চাহেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীগুরুদেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহারা আমাদিগকে মিছরি সেবন করান। অন্য লোকে অন্য কিছু দিতে পারে, তাঁহারা মিছরি ব্যতীত আর কিছু দেন না। তাঁহারা বল প্রয়োগ করিয়া মিছরি সেবন

করান এবং সেটা আরকজোলাপের মাত্রায় নয়, তাহা শুধু রোগের বীজ নষ্ট করিবে না, পরন্তু স্বাদু লাগিবে। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু রসিকশেখর; তাই তিনি 'স্বাদ্বী' কথাটি বলিয়াছেন।

শ্রীনাম ও শ্রীনাম-পরায়ণগণের অবতার হউক, তাঁহাদের কৃপার প্রতি শরণাগতি আসুক। শরণাগতির প্রতি বিরাগ-বিশিষ্ট হইয়া — গৃহব্রতধর্ম্ম বা ত্যাগব্রত ধর্ম্মের খুঁটি বজায় রাখিয়া যদি কেবল শ্রীহরিনাম-গ্রহণের ছলনা করা যায়, তবে তদ্দ্বারা শ্রীনামে রুচি বা লোভ হইবে না, অবিদ্যারূপ পিত্ত বিনষ্ট হইবে না, শ্রীনামের স্বাদ পাওয়া যাইবে না।অন্বয়ের আবির্ভাবে ও তাহার বরণে ব্যতিরেকের অপগমন এবং অপ্রাকৃত বস্তুর — সাধুগুরুর অবতরণ হইবে। ''সাধুভক্তরূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া।'' (শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত)। আদৌ অন্বয়ের প্রতি শ্রদ্ধা-শরণাগতি থাকা চাই। শরণাগত হইয়া সেবা কর। অবিদ্যারূপ যে 'গদ' অর্থাৎ রোগ, তাহাকে বিনাশ করে, অবিদ্যারূপ মূল-রোগের বীজকে ধ্বংস করিয়া দেয় যে শ্রীনামের আভাস-মাত্র, সেই চিদ্‌ঘন-রূপ শ্রীনামপ্রভু ও তাঁহার শ্রীগোকুল-মহোৎসবময়ী যে লীলা, শরণাগত হইয়া তাঁহার সেবা করিলে চরম পরম মঙ্গল-লাভ হয়। আর, তাঁহার আভাসেই যাবতীয় অনর্থের বিক্রম নষ্ট হইয়া যায়। শ্রীনামপ্রভুর রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলায় যাঁহার অনুক্ষণ রুচি, তিনিই সাধু। যেরূপ মিছরির সহিত জিহ্বার সংযোগ-মাত্রেই জিহ্বা হইতে লালা ক্ষরিত হয়, তদ্রূপ শ্রীনামোচ্চারণমাত্রেই যাঁহার তাঁহাতে উত্তরোত্তর লোভ বা রুচি হয়, তিনি সাধু। 'খলু' অর্থ — নিশ্চিত ভাবে। অর্থাৎ প্রপন্ন হইয়া যদি শ্রীকৃষ্ণনাম-চরিতাদির সেবা করা যায়, তবে এরূপ ফলপ্রাপ্তি হয়। —

তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ কৃচিৎ।
বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥
(শ্রীভাঃ ১২/১৩/১৫ ; শ্রীগীতা ২/৫৯)

যাঁহার অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণনামে লোভ হইয়াছে, তাঁহার শ্রীনারায়ণের প্রতি যে রতি, অকুণ্ঠ শ্রীবৈকুণ্ঠের প্রতি যে রতি, তাহার প্রতিও নিষ্ঠা থাকে না। (শ্রীমনঃশিক্ষা, ৪) —

অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো ব্যোমনয়নীং।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্বরতিমণিদৌ ত্বং ভজ মনঃ॥

শ্রীরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামীপ্রভু এইজন্য শ্রীগুরুদেবের প্রণামে প্রথমেই 'নামশ্রেষ্ঠ' পদ উল্লেখ করিয়াছেন। যিনি শরণাগত হইয়া শ্রীনামপ্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করেন, শ্রীনামপ্রভু বলপূর্ব্বক সেই শ্রীনামগ্রহণকারীর সর্ব্বনাশ করেন — অবিদ্যারূপ ভোগ্য বঞ্চনাময় 'সর্ব্ব' কে আভাসের বিক্রমেই নাশ করিয়া দেন। অবিদ্যারূপ রোগের মূলবীজ হননকারী বলিয়া তিনি 'হন্ত্রী'। ইহা শ্রীনামপ্রভুর অবান্তরভাবে বিক্রম প্রকাশ। আর, সাক্ষাদ্ভাবে তাঁহার বিক্রম এই যে, তিনি ক্রমবর্দ্ধমান শ্রীগোবর্দ্ধনের সেবায় পৌঁছাইয়া দেন। শ্রীনামপ্রভুই আস্বাদক, আর তাঁহার স্বরুপ-শক্তি ও তদনুগত পরমমুক্ত পরমহংসগণ আস্বাদ্য; রস আস্বাদনীয় বস্তু। শ্রীনাম ও রস একই বস্তু।

শ্রীনামসূর্য্যের আভাস-ব্যতীত কখনও অবিদ্যার মূল বিদূরিত হইতে পারে না। কৃত্রিম আলোকের দ্বারা সাময়িকভাবে অন্ধকার দূর হয় বটে, কিন্তু বিরাট্ অন্ধকার বা ভবধ্বান্ত — সর্ব্বব্যাপিনী মায়া দূরীভূত হইতে পারে না। মায়া জড় হইলেও বিভু বস্তু, অপারা, দুস্তরা, 'মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম' (শ্রীগীঃ ১৪/৩), তাহা অণুচিৎ জীবের চেষ্টায় দূরীভূত হইতে পারে না।

যদ্ ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নামস্ফুরণেন তত্তে
প্রারব্ধ-কর্ম্মেতি বিরতৌ বেদঃ॥
(শ্রীনামাষ্টক, ৪)

বেদ তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন, — অবিচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ ব্রহ্ম চিন্তাদ্দারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও যে প্রারব্ধকর্ম, ভোগ ব্যতীত কিছুতেই বিনষ্ট হয় না, কিন্তু হে নাম! জিহ্বাগ্রে তোমার স্ফুর্ত্তিমাত্রই সেই কর্ম্মের বীজ পর্য্যন্ত ধ্বংসিত হইয়া যায়।

স্বরূপসিদ্ধি বা বস্তুসিদ্ধি যাঁহারা লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষেই এই উপদেশ।

অষ্টম শ্লোকের ব্যাখ্যা

'শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকে'র উপান্ত শ্লোকেও শ্রীরূপ গোস্বামীপ্রভু 'রসন' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

নারদবীণোজ্জীবন সুধোর্ম্মিনির্য্যাস-মাধুরীপূর।
ত্বং কৃষ্ণনাম কামং স্ফুর মে রসনে রসনে সদা॥
(শ্রীনামাষ্টক, ৮)

রসময় বস্তুর উপরস, অনুরস প্রভৃতি পরিমুক্ত হইলে কেবল অপ্রাকৃত-রসময়ত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে। 'পিত্তোপতপ্ত'-শব্দের দ্বারা কর্ম-তাপ, জ্ঞান-তাপ, যোগ-তাপ প্রভৃতি নিরস্ত হইয়াছে। রক্তের সহিত পিত্তের সম্বন্ধ আছে। পিত্ত রজঃ ও তমোগুণের ধর্ম। 'উপতপ্ত'-শব্দের দ্বারা বিশেষভাবে তপ্ত অর্থাৎ ভক্তিরস-বিরহিত যে জ্ঞান বা বৈরাগ্য, তাহার কথা বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণনাম – মাধুরীপূর, সুধোর্ম্মিনির্য্যাস।

যখন স্বাভাবিক ও সহজভাবে শরীরের চালনা না হয়, তখন পিত্তের প্রকোপ হয়, শরীরপোষক খাদ্যগ্রহণের ত্রুটি হইলে পিত্তের প্রকোপ হইয়া থাকে; তদ্রূপ জীবাত্মার স্বাভাবিক ধর্ম যে ভক্তিরসে বা প্রেমরসে অবস্থান, তাহার কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটিলেই অবিদ্যা-ব্যাধির দ্বারা জীবের হৃদয় উত্তপ্ত হয় – চিদ্বিলাসবিরোধী বৈরাগ্যের প্রতি রুচি হয়। ইহা সেবার প্রতি ঔদাসীন্য বিশেষ; শ্রীকৃষ্ণ ও কার্ষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতির প্রতি বিরোধ – আত্মার পুষ্টির উপযোগী স্বাস্থ্যলাভের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিবন্ধক। রুচি'র সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিরোধী ফল্গু বৈরাগ্য। ভক্তিরস-রহিত যে বৈরাগ্য, সেই বৈরাগ্য ভোগ হইতেও অধিক অনিষ্টকারক। সেইরূপ বৈরাগ্যের বীজ হৃদয়ে থাকিলে রসময় বিগ্রহ রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা বিশিষ্ট যে মাধুরীপূর শ্রীনাম, তাহাতে রুচি হয় না। রুচির শেষ কথা – রসাস্বাদন। এইজন্যই রসন-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। "রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" (শ্রীতৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৭।১) – এই শ্রুতির প্রসঙ্গেই 'রসন' শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। "ত্বং কৃষ্ণনাম কামং স্ফুর মে রসনে রসনে সদা" – এই স্থানে শ্রীরূপ গোস্বামীপ্রভু শ্রীনামকে বলিতেছেন – "হে শ্রীনাম! তুমি তোমার রসময় বিগ্রহত্ব লইয়া স্বেচ্ছাক্রমে আমার রসনায় স্ফূর্ত্তি লাভ কর।" শরণাগত হইয়া যাঁহারা শ্রীরূপ গোস্বামীপ্রভুর উপদেশ গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা রুচির কথা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সূর্য্যের যত উদয় হইবে, তত বেশী আলোক আসিবে। অর্থপ্রবৃত্তি যত হইবে, তত অনর্থনিবৃত্তি হইতে থাকিবে। অনর্থ – ঋণজাতীয়, আর সাধুসঙ্গে ভজন – ধনজাতীয়। তাহাতে যত রুচি হইবে, তত ঋণ কমিবে। 'ধন' জিনিসটি আয় বা যোগ, আর 'ঋণ' জিনিসটি – বিয়োগ, জড়সঙ্গ, পুরুষাভিমান। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন, – "প্রেমরতন ধন"। শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-কামনাই – ধন; সেই ধন যত বৃদ্ধি পাইবে, ততই পুরুষাভিমান-রূপ ঋণ কমিতে থাকিবে। যত মিছরির আস্বাদন হইবে, তত পিত্ত কমিবে। ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ; মিছরির আস্বাদন করিতেই হইবে, তাহা পরিত্যাগ করিলে কোন দিনই কোন উপায়ে পিত্তরোগ বিদূরিত হইবে না। কর্ম-জ্ঞান-রূপ পিত্তের প্রকোপ থাকার মিছরির স্বাদ আনুভূত হইতেছে না। তাহাতে স্বাভাবিক পরমাবিষ্টতা আসিতেছে না দেখিয়া মিছরির আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অন্য আশ্রয়ের অনুসন্ধান করিলে তদ্দ্বারাও মঙ্গল হইবে না। প্রথমে ধনজাতীয় বস্তুর কৃপা বা বাস্তব বস্তুর অবতরণ; পূর্ব্বেই ঋণ দূর করিবার চেষ্টা নহে। অগ্রে কৃপার বরণ বা শরণাগতি। এজন্য, 'আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ।' ধনের আগমে ঋণ যত কমিতে থাকিবে, তত ধন বর্দ্ধিত হইবে এবং আয় করিবার আগ্রহ হইবে।

'তন্নামরূপ-চরিতাদি'-পদে উপলক্ষণে গুণের কথাও আছে। অগ্রে শ্রবণ, তৎপরে সুকীর্ত্তন। অনুকীর্ত্তনই – 'সুকীর্ত্তন' বা সাম্যককীর্ত্তন বা সংকীর্ত্তন। সুকীর্ত্তন বা সংকীর্ত্তন একাকী বা নির্জ্জনে নহে, সাধুর সঙ্গে। বহু আশ্রয়ের সহিত মিলিত হইয়া যে কীর্ত্তন, তাহাই সংকীর্ত্তন। 'সুকীর্ত্তন'-শব্দে সুষ্ঠুকীর্ত্তন অর্থাৎ অপরাধশূন্য কীর্ত্তন – এই অর্থ হইবে।

অপরাধযুক্ত কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিলে আভাস-কীর্ত্তন ও তৎপরে শুদ্ধকীর্ত্তন বা সুষ্ঠুকীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনের পর স্মরণ হয়। বস্তুর যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের নাম — 'স্মরণ', সর্ব্ববিষয় হইতে চিত্ত আকর্ষণ-পূর্ব্বক সাধারণভাবে একবিষয়ে মনোনিবেশের নাম — 'ধারণা', বিশেষভাবে রূপাদি-চিন্তনের নাম — 'ধ্যান', অবিচ্ছিন্ন তৈল-ধারার ন্যায় স্মরণের নাম — 'ধ্রুবানুস্মৃতি', আর কেবলমাত্র ধ্যেয়বস্তুর স্ফুর্ত্তির নামই — 'সমাধি'। শ্রীনামাদি-সম্বন্ধভেদে এই স্মরণাঙ্গ অনেক প্রকার হয়। —

> শৃন্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
> নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥
> (শ্রী ভাঃ ২/৮/৪)

'গৃহন্'-পদের দ্বারা শ্রবণের পর শরণাগত হইয়া কীর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। শরণাগতির যত সুষ্ঠুতা হইবে, ততই অপরাধের নির্ম্মুক্তি হইবে। 'ক্রমেণ'-পদের দ্বারা শ্রবণের পর কীর্ত্তন, কীর্ত্তনের পর 'স্মরণ' — এই ক্রমপথানুসারে জানিতে হইবে। এই শ্লোকেও 'রসনা' শব্দের প্রয়োগ আছে। রসিকমুকুটমৌলি অদ্বিতীয় রসিকসম্রাট সকল জীবকে কিরূপে রসময়তার দিকে লইয়া যাইবার জন্য প্রযত্ন করিতেছেন। রসময় রসিকশেখরের প্রেমই তাঁহার একমাত্র প্রয়োজন। কারণ সম্বন্ধ বস্তুটি একমাত্র রসময়-বিগ্রহ। যে পর্য্যন্ত রসের প্রতি রুচি না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত সুষ্ঠু নাম-কীর্ত্তন বা 'শ্রীউপদেশামৃতে'র নির্ম্মল উপদেশ পূর্ণভাবে পালন করিবার যোগ্যতা হয় না। 'নিযোজ্য' পদের কর্ম্ম — 'রসনামনসী'। যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সুকীর্ত্তন ও স্মরণ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই সেবোন্মুখ-রসনা ও শুদ্ধ-মন। 'তিষ্ঠন্' পদে — অবস্থান করিতে করিতে। 'ব্রজে' পদের দ্বারা আধারের কথা বলিতেছেন। 'ব্রজ' ধাতুর দ্বারা গমন বা গতি বুঝায়; 'ব্রজ' অর্থাৎ যেস্থানে পঙ্গুত্ব নাই, সেস্থানে অবিদ্যা দ্বারা অবশ-অবস্থা বা পক্ষাঘাত নাই। বৈধী ভক্তি অনেকটা মন্থর-গতি-বিশিষ্টা — শম্ভুকজাতীয়া, আর রাগানুগভক্তি — তীব্রগতি-শীলা।

'তদনুরাগী' শব্দের দ্বারা — শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলার প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগযুক্ত রাগাত্মক ব্রজবাসীগণ; তাঁহাদের অনুগত রাগানুগ-গণের অনুসরণ করিবার কথা উক্ত হইয়াছে। 'অনুরাগ' শব্দের একটি সাধারণ প্রসিদ্ধ অর্থ ও একটি বিশেষ অর্থ আছে। বিশেষ অর্থে প্রেমের অবস্থা-বিশেষকে লক্ষ্য করে। প্রেম বৃদ্ধি-ক্রমে উত্তরোত্তর স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব অবস্থায় উপনীত হয়। অনুরাগ প্রেমভক্তিরই উন্নততর বিলাস। প্রণয়ের উৎকর্ষ হেতু যেস্থানে অতিশয় দুঃখও সুখরূপে প্রতীত হয়, সেরূপ প্রণয়ই 'রাগ'; সেই রাগ দুই প্রকার — 'নীলিমা রাগ' ও 'রক্তিমা রাগ'। নীলিমা রাগ আবার 'নীলী রাগ' ও 'শ্যামা রাগ' ভেদে দুই প্রকার। রক্তিমা রাগের অন্তর্গত যে 'মঞ্জিষ্ঠা রাগ', তাহা আরও পরের কথা। সেই রাগ যখন স্বয়ং নবনবায়মান-ভাবে সর্ব্বদা অনুভূত দয়িতকে প্রতিক্ষণে নবনবায়মান করিয়া প্রকাশ করে, তাহাই 'অনুরাগ'। এই অনুরাগে পরস্পর বশীভাব প্রেমবৈচিত্ত ও অপ্রাণি-মধ্যে জন্মলালসা প্রকট করিয়া অনন্ত উন্নততর অবস্থা ধারণ করে এবং বিপ্রলম্ভে শ্রীকৃষ্ণের স্ফুর্তি করায়। 'রঞ্জনাৎ রাগঃ'। রাগে আকর্ষণ আছে। এই রাগ শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব-সম্পত্তি। 'অনুগামী' শব্দের দ্বারা ব্রজবাসীজনের পদাঙ্ক-অনুসরণে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ''আমি ত' কাঙ্গাল, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি', ধাই তব পাছে পাছে'' — এই বিচারে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবার প্রতি যাঁহার রুচি, তিনি ব্রজবাসীগণের রুচির অনুসরণ করিয়া, তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যরূপে শরণাগত হইয়া ব্রজের পথে চলিবেন। 'অখিল'-শব্দের দ্বারা 'খিল' বা ব্যবধান রহিত, নিরন্তর, সর্ব্বক্ষণ — ২৪ ঘন্টার মধ্যে ২৪ ঘন্টা।

উপরি উক্ত শ্লোকে 'তন্নামরূপ-চরিতাদি' — সম্বন্ধ; 'সুকীর্ত্তনানুস্মৃত্যোঃ' প্রভৃতি — অভিধেয়; সেই অভিধেয়ের আধার বা দেশ — ব্রজ, কাল — অখিল কাল, পাত্র — সুকীর্ত্তনকারী, অনুসরণকারী — তদনুরাগী-জনানুগামী। প্রয়োজন — তদনুরাগী-জনানুগমন অর্থাৎ প্রেম।

শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগীজন শ্রীকৃষ্ণকে দিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলাদির দ্বারা যাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বদাই আকৃষ্ট তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণানুরাগী। যাঁহাদের পুরুষাভিমান নাই, অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণযোষিদভিমান আছে, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসর্ব্বস্ব, তাঁহারাই ব্রজবাসী। এই দেশ, কাল ও পাত্রের শুদ্ধি ও পূর্ণতার কথাই পরবর্ত্তি শ্লোকসমূহে শ্রীরূপ গোস্বামীপ্রভু বলিয়াছেন। নবম শ্লোকে দেশ বা আধারের তারতম্য বিচার করিয়া সর্ব্বোত্তম দেশ নির্ণয় করিয়াছেন। দশম শ্লোকে আশ্রয়ের অর্থাৎ সেবকতত্ত্বসমূহের তারতম্য বিচার করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়তত্ত্বের নিরূপণ করিয়াছেন। একাদশ শ্লোকে আধার ও আধেয়র সর্ব্বোত্তম-চমৎকারিতার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

নবম শ্লোকের ব্যাখ্যা

নবম শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামীপ্রভু বিভিন্ন রসের সেবকগণের আধারের ক্রমোৎকর্ষের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। বৈধভক্ত ও রাগানুগভক্ত – দুই প্রকার ভক্তেরই প্রাপ্য আধারের কথা বলা হইয়াছে। বৈধভক্ত বিধি বা শাস্ত্রশাসন-দ্বারা চালিত হইয়া সাধনে প্রবৃত্ত হ'ন। 'অবিধিমূলক কিছু করিতে পারেন' – এইরূপ আশঙ্কা যাহার সম্বন্ধে আছে, সেইরূপ অশিষ্টকে শাসন করিবার জন্যই শাস্ত্রীয় বিধির প্রয়োজন হয়। বৈধভক্ত শাস্ত্রবিধির দ্বারা শাসনে ভক্তির অঙ্গ যাজন করিয়া থাকেন।

রাগবৃত্তি লোভ-মূলা। শাস্ত্রশাসন-দ্বারা কোনপ্রকার চেষ্টা-ক্রমে লোভের উৎপত্তি হয় না। রাগাত্মক সাধুর সঙ্গফলেই রাগমার্গে লোভের উৎপত্তি হইয়া থাকে। লোভ জন্মিলে একবারেই রুচির উদয় হয়। রাগ দুই প্রকার – 'শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদজ' বা 'তদ্ভক্ত-প্রসাদজ' এবং 'সাধনাভিনিবেশজ'। শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্ত-প্রসাদজ রাগ বিরল। সাধনাভিনিবেশজই সাধারণ। বৈধী ভক্তির অনুশীলনক্রমে ক্রমপন্থায় রাগোদয় হইয়া থাকে।

বিধিপর মার্গ – অর্চ্চপ্রধান। বিধির গতি পরব্যোম পর্য্যন্ত। পরব্যোমকে সংব্যোম, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি বলা হয়। এই শ্রীবৈকুণ্ঠের বিচার করিবার সময় আমাদের খুব সাবধান হওয়া প্রয়োজন, যেন কোনপ্রকারেই অপ্রাকৃতে প্রাকৃতারোপ বা প্রাকৃতে অপ্রাকৃতারোপ (anthro-pomorphise) না করিয়া ফেলি। বদ্ধ ভূমিকার বিচার, জড়জগতের হেয়তা, অনুপাদেয়তা, জড়াতীত বৈকুণ্ঠরাজ্যে লইয়া যাইতে হইবে না। এখানকার কুণ্ঠা, মায়া, মাপিয়া লইবার বিচার বা তৃতীয়-মানের (third dimension-এর) ধর্ম সেস্থানে নাই। শ্রীবৈকুণ্ঠ তৃতীয়মানের অতীত, তুরীয়, অধোক্ষজ বস্তু। সুতরাং, বৈকুণ্ঠের বিষয় আলোচনা করিবার সময় আমাদের বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে।

শ্রীবৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীনারায়ণ অবস্থান করেন। শ্রীভগবান্ দুইপ্রকারে স্বীয়লীলা প্রকাশ করেন অর্থাৎ তিনি দেবলীল ও নরলীল। ঐশ্বর্য্যপূর্ণ-লীলাই দেবলীলা এবং মাধুর্য্যপূর্ণলীলা – নরলীলা। শ্রীবৈকুণ্ঠে দেবলীলা প্রকাশিত, তথায় শ্রীভগবান্ অজ, তাঁহার জন্মাদি-লীলা নাই। শ্রীবৈকুণ্ঠ ত্রিপাদ-বিভূতিময় শুদ্ধ-সত্ত্বভূমি। উহা কেবলমাত্র গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপা 'প্রকৃতির অতীতা নির্গুণা (কেবল চিন্মাত্রময়ী)' বিরজা বা নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধাম নহে। শ্রীবৈকুণ্ঠে মায়ার কোনপ্রকার উপাধি নাই; স্বরূপ-শক্তির সহিত নিত্য-বিলাসই কেবল তথায় বর্ত্তমান। বৈকুণ্ঠ, পরব্যোম, সংব্যোম বা চিদাকাশ – তুরীয় বস্তু; তাহা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা অতিক্রম করিয়া অবস্থিত।

বৈকুণ্ঠ অনন্ত; শ্রীভগবানের শ্রীনারায়ণ-স্বরূপও অনন্ত। শ্রীনারায়ণ সকলের কারণ। পুরুষাবতারত্রয় আদি-চতুর্ব্যূহ হইতে প্রকটিত। পুরুষাবতার – কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদ-শায়ী ও ক্ষীরোদ-শায়ী। কারণার্ণব-শায়ী বিষ্ণু – কারণ (cause) এবং এই জীবজগৎ ও জড়জগৎ কার্য্য – (effect); তিনি তাঁহার শক্তির দ্বারা জীবজগৎ ও জড়জগৎ সৃষ্টি করেন। গর্ভোদ-শায়ী বিষ্ণু সমষ্টি-জীবের বা হিরণ্যগর্ভের অন্তর্যামী এবং ক্ষীরোদ-শায়ী বিষ্ণু ব্যষ্টি-জীবের অন্তর্যামী। এই পুরুষাবতারত্রয়ও শ্রীনারায়ণ। কারণ, গর্ভ ও

ক্ষীর — এইগুলি মায়িক উপাধি; কিন্তু পুরুষাবতারত্রয় স্বরূপে মায়িক নহেন। তাঁহারা সকলেই মায়াস্পর্শ-রহিত তুরীয়বস্তু — স্বীয় লক্ষ্মীর সহিত স্বীয় ধাম শ্রীবৈকুণ্ঠে বিলাস-পরায়ণ।

পুরুষাবতারগণ সকলেই চতুর্ভুজ ও দেবলীল; তাঁহাদের জন্মলীলা নাই। তাঁহাদেরও কারণ অর্থাৎ অংশী — আকর (Prime cause) শ্রীনারায়ণেরও জন্মলীলা নাই; কারণ জন্ম স্বীকার করিলে মূল কারণের কারণ (Prime cause এর cause) স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে কারণই (causeই) কার্য্য (effect) হইয়া পড়েন। কারণ কার্য্য হইলে, আর তাহার কারণত্ব থাকে না। শ্রীবৈকুণ্ঠে শ্রীবাসুদেব-শ্রীসঙ্কর্ষণাদি সকলেই শ্রীলক্ষ্মীযুক্ত, চতুর্ভুজ, অজ এবং দেবলীল। সকলেই ব্যূহরূপে শ্রীনারায়ণের সেবা করিতেছেন। শ্রীসঙ্কর্ষণ হইতে পুরুষাবতারত্রয় ও শ্রীশেষ প্রকটিত। শ্রীশেষ — শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশেষ প্রকাশবিগ্রহ (Last manifestation of Sri Krishna).

শ্রীবৈকুণ্ঠ ঐশ্বর্য্য প্রবল। তথায় সম্ভ্রমের সহিত শ্রীভগবানের সেবা হয়। সেবা ও সেবকের মাখামাখি ভাব শ্রীবৈকুণ্ঠে নাই। সেবক সর্ব্বদাই সম্ভ্রমভরে দূরে দূরে অবস্থান করেন। 'সেব্য শ্রীভগবান পূজ্য, মহান্ এবং আমি দীন, দরিদ্র, অত্যন্ত ক্ষুদ্র' — সেবকের এইরূপ অভিমানই শ্রীবৈকুণ্ঠে প্রবল।

শ্রীবৈকুণ্ঠ অপেক্ষা শ্রীমাথুর ধাম-'জনিতঃ' — অজ শ্রীভগবানের জন্মলীলা-আবিষ্কার-ক্ষেত্র বলিয়া শ্রেষ্ঠ। শ্রীবৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যকে পরাভূত করিয়া শ্রীমথুরায় মাধুর্য্য প্রকাশিত। দেবলীলাকে ক্রোড়ীভূত, অভিভূত করিয়া নরলীলার পরমচমৎকারিতা পূর্ণরূপে প্রকাশিত। এই জন্ম বদ্ধজীবের জন্মের ন্যায় নহে। কর্ম্মফলদ্বারা নিয়মিত হইয়া বহির্ম্মুখ জীব যে-প্রকারে দেহলাভ করে, শ্রীভগবানের জন্মলীলা ঐরূপ প্রাকৃত নহে। এইজন্য শ্রীভগবানের জন্মকে 'আবির্ভাব', 'প্রাদুর্ভাব' বা 'উদয়' বলা যায়।

শ্রীবৈকুণ্ঠ যেরূপ শুদ্ধসত্ত্ব-ভূমি, শ্রীমথুরাও তদ্রূপ বিশুদ্ধজ্ঞানময়ী ভূমি।

> মথ্যতে তু জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মজ্ঞানেন যেন বা।
> তৎসারভূতং যদ্ যস্যাং মথুরা সা নিগদ্যতে॥
> (শ্রীগোপালতাপনী, উঃ বিঃ ৭৯)

'ব্রহ্ম'-শব্দের মুখ্য অর্থ 'শ্রীকৃষ্ণ'। 'ব্রহ্মজ্ঞান'-শব্দে শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানকেই উদ্দেশ করা হইয়াছে 'বা' অর্থাৎ অথবা। 'যেন বা' — শ্রীকৃষ্ণজ্ঞান অথবা প্রেমজ্ঞানদ্বারা। শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানের দ্বারা অথবা প্রেমের দ্বারা যিনি জগৎকে মন্থন করেন; আবার সেই শ্রীকৃষ্ণজ্ঞান ও প্রেমের-সার যেস্থানে বর্ত্তমান, সেই ধামই শ্রীমথুরা। 'তৎসারভূতং যৎ' — শ্রীকৃষ্ণজ্ঞান ও প্রেমের সারবস্তু যাহা, তাহা। 'যস্যাং' — যস্যাং পূর্য্যাং — যে পুরীতে (বর্ত্তমান)। সেই পুরীকেই 'মথুরা নিগদ্যতে' — সেই পুরীকেই 'মথুরা' বলা হয়।

প্রেম ঘনীভূত-অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় শ্রীমথুরা ঐশ্বর্য্য অভিভূত। ঐশ্বর্য্যের প্রখরতা মাধুর্য্যের কমনীতায় স্নীগ্ধ হইয়াছে। ভক্তগণ এ ইজন্য কোটি-কণ্ঠে শ্রীমথুরাধামের জয় গান করিয়াছেন —

> অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী।
> দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে॥
> (শ্রীপদ্ম পুঃ পাতালখণ্ড)

> শ্রবণে মথুরা বদনে মথুরা
> নয়নে মথুরা হৃদয়ে মথুরা।
> পুরতো মথুরা পরতো মথুরা
> মধুরা মধুরা মথুরা মথুরা॥
> (শ্রীপদ্যাবলী, ১২৪ শ্লোক)

উপাস্যবস্তু প্রথমে শ্রবণ-পথের পথিক হ'ন; শ্রুত হইয়া কীর্ত্তিত হ'ন। কীর্ত্তনের পর সাক্ষাৎ দর্শন, তৎপরে হৃদয়ে তাঁহাকে ধারণ করা যায়। মথুরা মথুরা কেন? উপাসিতব্য বস্তুও আমাদের প্রেমাস্পদ — প্রিয়। শ্রুতি (শ্রীবৃহদারণ্যক ১।৪।৮) বলেন, — "আত্মানেব প্রিয়মুপাসীত"। সেই প্রেমাস্পদের নাম শ্রীমথুরা — প্রেমের ক্ষেত্র। 'মধুরা'-শব্দটির সহিত 'প্রিয়'-শব্দের ঘনিষ্ঠতা আছে। প্রিয়বস্তু দূরে থাকিলে প্রথমে তাঁহার

কথা-'শ্রবণ' এবং পরে স্বয়ং 'কীর্ত্তন'-ক্রমে প্রেমের উদ্দীপন হয়। তৎপর 'দর্শন' এবং 'স্মরণ'। 'স্মরণ' হইতে 'ধারণা', ধারণার পর 'ধ্যান', তাহার পর 'ধ্রুবানুস্মৃতি' এবং অবশেষে 'সমাধি'।

'মধু' রাক্ষসের নাম হইতে এই ধামের নাম হইয়াছে — 'মধুপুরী'। মধুরাক্ষসের পুত্র — 'লবণ'-নামক রাক্ষস। শত্রুঘ্ন এই লবণ-রাক্ষসকে শূলহীন অবস্থায় বধ করিয়াছিলেন। লবণ — প্রকৃতি-নির্ব্বাণ-বাদী ছিল। মধুরাক্ষস — মায়াবাদী। সে তপস্যা বা বৈরাগ্যাভ্যাস দ্বারা রুদ্রের উপাসনা করিয়া রুদ্রের নিকট হইতে অমোঘ-শূল লাভ করিয়াছিল। নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানকে শ্রীমথুরায় সম্পূর্ণরূপে নিরাশ করা হইয়াছে — পূর্ণচিৎ-সবিশেষের পূর্ণত্ব পাইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণজ্ঞান ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বিলাস-বৈচিত্র্যের পূর্ণতা এস্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐশ্বর্য্যকে ক্রোড়ীভূত করিয়া নরলীল শ্রীভগবান্ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন — সকল প্রকার নির্ব্বিশেষ-বাদ সমূলে উৎপাটিত হইয়া গিয়াছে। শাস্ত্র ইহার অধিক আর কিছু বলেন নাই। আধ্যক্ষিক চিন্তাস্রোতঃ শ্রীবাসুদেবের অপ্রাকৃত জন্মলীলাতে প্রাকৃতত্ব আরোপ করিয়া ফেলিতে পারে, আশঙ্কা করিয়া শাস্ত্র অতি গূঢ় ও গম্ভীরভাবে শ্রীমথুরার কথা জানাইয়াছেন। শাস্ত্রে পুরুষাবতার কথাই অধিক। তাহার পর সাবধানে বৈকুণ্ঠপতি শ্রীনারায়ণের কথা বলিয়াছেন। তাহা অপেক্ষাও গোপনে শ্রীমথুরার কথা বলিয়াছেন; তাহারও পরের কথা অর্থাৎ ''রাসোৎসবাদ্ বৃন্দারণ্যম্'' এ বিষয়টি অত্যন্ত গূঢ়ভাবে কেবলমাত্র ইঙ্গিতে বলিয়াছেন। শাস্ত্রে যে এ সকল কথা নাই, তাহা নহে। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু শাস্ত্র-বহির্ভূত কোন কথা বলেন নাই; তবে শাস্ত্র বিস্তৃতভাবে এই-সকল কথা প্রকাশ করেন নাই; 'রস'-শব্দ হইতে 'রাস'-শব্দ উৎপন্ন। রসের কথা অতিশয় গূঢ়। ''ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম'' ভাবনার পথ বিশেষ ভাবে অতিক্রম করিয়া তাহার অবস্থান।

রসই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ রস-স্বরূপ। শ্রুতি ''রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।'' ''আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে'', ''সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি।'' (শ্রীতৈত্তিরীয় উঃ ২।৭।১, ২।৮।, ৩।৬।১) এই পর্য্যন্ত বলিয়া মৌনী হইয়াছেন। রাস বা বহু অপ্রাকৃত আশ্রয় ও এক অদ্বিতীয় অপ্রাকৃত বিষয়-বিগ্রহের সম্মেলনে যে রসের অপূর্ব্ব অনুশীলন তাহার অপ্রাকৃতত্ব লোকে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণকে জড়লম্পট মনে করিয়া নরকে যাইবে, এইজন্যই শাস্ত্র উহার ব্যাখ্যা করেন নাই। শ্রীমথুরায় প্রেমের আতিশায্যে ঐশ্বর্য্য অভিভূত। শ্রীবৃন্দাবনে সেই প্রেম অত্যন্ত গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া রসানুশীলনের অপূর্ব্ব চমৎকারিতাময় রাসরূপে প্রকটিত। পুরুষাবতারের পর শ্রীবাসুদেব। শ্রীসঙ্কর্ষণাদি ব্যূহ চতুষ্টয়, তাহার পর শ্রীলক্ষ্মীসহ বিলাসবান্ পরতত্ত্ব শ্রীনারায়ণ অর্থাৎ প্রথমে পুরুষ, তৎপর পুরুষোত্তম, তৎপর মিথুন। সেই মিথুনত্ব অপেক্ষা স্বকীয় বহুবল্লভত্ব এবং তাহা অপেক্ষাও পরকীয় বহুবল্লভত্বের উৎকর্ষ। সেই পরকীয় রাসানুশীলন যে স্থানে হয় তাহাই শ্রীবৃন্দারণ্য — তাহার কথা কে বুঝিবে ? সেই শ্রীবৃন্দারণ্য হইতে ''উদারপাণি-রমণাৎ'' — উদারপাণি শ্রীকৃষ্ণের রমণ নিবন্ধন শ্রীগোবর্ধন ''প্রেমামৃতপ্লাবনাৎ'' — প্রেমামৃতের পরিপূর্ণ প্লাবন স্বরূপ বলিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড ক্রমানুসারে শ্রেষ্ঠ। শ্রীগোবর্ধন সম্বন্ধে আমরা ইহাই জানিতে পারি যে, 'রমণ' অর্থাৎ লীলাবিলাসের আতিশায্য — পূর্ণতম অভিব্যক্তি যেস্থানে — চেতনার সর্বোত্তম প্রকাশ যেস্থানে, তাহাকে অচেতনাবৃত, প্রেমশূন্য নেত্রে আমরা অচেতন দেখিয়া থাকি। অপ্রাকৃত চাঞ্চল্য — চাপল্যের শেষ সীমা — উচ্ছলিত লীলাবিলাসের শেষসীমা যাঁহাতে বিদ্যমান, এমন যে উদারপাণি শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার সেই অসমোর্দ্ধ লীলাবিলাসের ক্ষেত্র চেতনের পূর্ণতম, অভিব্যক্তিরূপ অপ্রতিহত বিলাসের ক্ষেত্র যে শ্রীগোবর্ধন, আমাদের বিমুখতা, পরাঙ্মুখতা, বা জড়বুদ্ধিক্রমে তাঁহাকে জড় অচেতন প্রস্তরমাত্র দেখি! আর শ্রীরাধাকুণ্ড, যেস্থানে প্রেমের পরিপূর্ণতম প্লাবন — বন্যা (flood)। চেতনের তীব্রতম-গতি — দ্রুততম-বর্দ্ধমানগতি — (accelerated velocity)

সেবার পরিপূর্ণতা যেস্থানে, তাঁহাকে দেখি বদ্ধজল (stagnant), শৈবাল-পরিপূর্ণ পুষ্করিণী-বিশেষ!

একমাত্র শ্রীরূপের পদধূলিত্বের অহৈতুক অভিলাষ ব্যতীত শ্রীনিম্বার্কাদি সম্প্রদায়স্থ বৈষ্ণবের বা শ্রীগৌরভক্তিহীন মধুররসাশ্রিত ভক্তগণেরও শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রবেশ নাই।

শ্রীবৈকুণ্ঠ অপেক্ষা শ্রীব্রজ শ্রেষ্ঠ। সমস্ত-বিষয়ে জীব অত্যন্ত দরিদ্র, অত্যন্ত হীন বা কাঙ্গাল, তথাপি আব্রহ্মস্তম্ব-ভোগের উৎকট পিপাসা! ভোগের জন্য জীব এত দুর্ব্বল হইয়াছে যে, একটি তৃণ তুলিবার ক্ষমতা তাহার নাই; তবু দম্ভের ইয়ত্তা নাই। মায়ার দ্বারা অভিভূত জীব, শ্রীভগবানের শক্তি ব্যতীত শবতুল্য; তবুও ভোগের অভিমানে শ্রীভগবান্‌কে মাপিয়া লইবার দুঃসাহসের অন্ত নাই ইহাদের একটু লজ্জাও হয় না! মায়ার ঘাত-প্রতিঘাতে যাহাদের অকর্ম্মণ্যত্ব প্রতিমুহূর্ত্তে প্রমাণিত হইতেছে, তাহাদের পক্ষে 'ভগবান্ এরূপ নহেন' ইত্যাদি বলা যে কতখানি ধৃষ্টতা, তাহা তাহারা বুঝে না। যে-স্থানে ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ দেখে, সেস্থানেই ভগবত্তার অধিক প্রকাশ মনে করে।

শ্রীবৈকুণ্ঠের কুণ্ঠা নাই; মায়ার গুণ-বিক্রম, জড়ভাব বা ভগবদ্বিমুখভাব একেবারেই নাই। আয়তনেই (Dimension) জড়ের গঠন। Linear, superficial অথবা cubical expansion সেস্থানে নাই। এই পর্য্যন্ত — অধোক্ষজ পর্য্যন্ত জীবের অস্ফুট ধারণা আসিতে পারে। 'অপ্রাকৃত তত্ত্ব' তাহারা কোনক্রমেই বুঝিতে পারে না। 'শ্রীভগবত্তায় অপ্রাকৃতত্বের অবস্থান' ইহার সুসঙ্গতি তাহাদের নিকট প্রকাশ পায় না। অপ্রাকৃত প্রাকৃতের মত, কিন্তু প্রাকৃত নয়। তাঁহার লীলা নরলীলার মত; কিন্তু যমদণ্ড্য মর্ত্ত্যের জড়বিলাস নহে। এই অপ্রাকৃত ভাব ও সেই ভাবময়ী লীলার আধার — শ্রীব্রজ। শ্রীব্রজের একটি প্রকোষ্ঠ — শ্রীমথুরা, যেস্থানে বিশুদ্ধসত্ত্বে অজ ভগবান আবির্ভূত হ'ন। শ্রীমথুরাও বিশুদ্ধসত্ত্বই। শ্রীমথুরায় জন্ম হইলেও মাখামাখি ভাব নাই, লালন-পালন বা তাড়ন নাই। শ্রীমথুরা হইতে শ্রীগোকুলাভিন্ন শ্রীগোলোক-বৃন্দারণ্য শ্রেষ্ঠ ; তথা হইতে শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ।

এইসকল অতিমর্ত্ত্য রহস্য বাহিরের দর্শকের নিকট প্রকাশ্য নহে। ইহা প্রেক্ষাগৃহের অভ্যন্তরের কথা, যবনিকার অন্তরালের কথা অর্থাৎ মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপের অভ্যন্তরের অতীত-রাজ্যের কথা; যেস্থানে অভিনেতা রঙ্গমঞ্চের বেশভূষা গ্রহণ ও ত্যাগ করেন সহজ সরল ভাবে। সেস্থানে নায়ক ও নায়িকা সম্পূর্ণভাবে দর্শকের অপেক্ষা ছাড়িয়া দিয়া আপন আপন ব্যবহার কার্য্যে রত, সেস্থানে অভিনয় নহে, বাধাহীন অনর্গল বিলাস। প্রেক্ষাগৃহে সাধারণের বা দর্শকের, এমন কি, নায়ক ও নায়িকার অন্তরঙ্গ অনুচরগণ ব্যতীত অন্যান্য অভিনয়-কর্ম্মচারিগণেরও প্রবেশাধিকার নাই। তাঁহারাই অপ্রাকৃত প্রেক্ষাগৃহের সংবাদ দিতে পারেন। এই-স্থানের নব-নবায়মান বিলাসের সংবাদ জগতে দিতে বা জানাইতে পারেন - নিত্য নবনব-রসবিলাসী শ্রীগোবর্দ্ধনের প্রিয়জন ভক্ত। 'প্রেক্ষা'-শব্দ — প্র + ইক্ষা, এইভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্র — পূর্ণতম; ঈক্ষা — দর্শন, সুদর্শন, স্বরূপদর্শন, ব্রজ-নবযুবদ্বন্দ-দর্শন। ঐ নায়ক-নায়িকার সহিত অভিন্ন শ্রীগোবর্ধন ও শ্রীরাধা-কুণ্ড। তাঁহারা প্রস্তর বা জল নহে। অপ্রাকৃত চঞ্চলতা চপলতার শেষ সীমা যেস্থানে অভিব্যক্ত, তাহাও পরম চঞ্চল ও চপল। প্রেম ঘনীভূত — সান্দ্র অবস্থায় অত্যন্ত নিবিড়তা প্রাপ্ত হইয়াছে, তজ্জন্যই শ্রীগোবর্ধন কঠিন; আর শ্রীরাধাকুণ্ড প্রেমের অপ্লাবনক্ষেত্র, তজ্জন্যই তরল। একটি শিলাজাতীয়, আর একটি তরল জাতীয়। ইহার পরে আর ভাষা নাই। শাস্ত্র বা অন্য কোন সম্প্রদায়ের ভাষার এই রহস্যের মধ্যে প্রবেশই নাই। শ্রীরূপানুগের বাণীতেই অপ্রকৃত প্রেক্ষাগৃহের কথা জগতে প্রকটিত হইয়াছে — মাধুর্য্য-বিলাসের কথা এই পর্য্যন্ত ভাষায় অবতীর্ণ; ইহার পরে আর ভাষা চলে না। ইহার পর প্রেক্ষাগৃহের প্রত্যক্ষ অনুভূতি। সেই প্রেক্ষাগৃহের সেবা দিতে পারেন — শ্রীগোবর্ধনের ভক্ত।

দশম ও একাদশ শ্লোকের ব্যাখ্যা

নবম-শ্লোকে আধারের কথা বলা হইয়াছে। সেই আধারে অবস্থিত আশ্রিতগণের তারতম্য দশম শ্লোকে বলিয়াছেন। কর্ম্মী ও জ্ঞানীর পূর্ব্বোক্ত আধারে অবস্থান হয় না। জ্ঞানবিমুক্ত ভক্তিপরম শুদ্ধভক্তগণ প্রথম আধারে অবস্থিত।

দশম শ্লোকে বলেন, — বর্ণাশ্রমবিরোধী ব্যক্তি দুরাচার; তাহারা শাস্ত্র অবহেলা করিয়া শাস্তি লাভ করে। তাহাদের কথা এস্থানে উল্লেখ করা হয় নাই। বর্ণাশ্রমান্তর্গত কর্ম্মী ভাল লোক। তিনি সত্ত্বপ্রধান — যদিও ফলকামনা যুক্ত। নিষ্কাম কর্ম্মী — ত্যাগী, সন্ন্যাসী বা মুমুক্ষু; তিনি মুক্তি কামনা করেন। সকাম কর্ম্মীর মত নশ্বর ফলভোগ-কামনা তাঁহার না থাকিলেও মোক্ষ-কামনা আছে।

মুক্তি দুই প্রকারে হয় — কালক্রমে মুক্তি ও সদ্যোমুক্তি। দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালন সুষ্ঠুরূপে হইলে, "বর্ণাশ্রমাচরবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ বিষ্ণুরাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষ-কারণম্॥" (শ্রীবিঃ পুঃ ৩।৮।৮) — এই শ্লোকের অনুসরণ হয়। বর্ণাশ্রমে থাকিয়া অর্চ্চাসেবা বহুমানন করিয়া যাঁহারা অগ্রসর হ'ন, তাঁহারা ক্রমশঃ বর্ণাশ্রমের উদ্দেশ্য যে বৈরাগ্য, তাহা লাভ করিয়া আবার সেই বৈরাগ্যের উদ্দেশ্য তীর্থপাদ শ্রীবিষ্ণুর সেবোদ্দেশ্যে প্রথমে হংস অবস্থা এবং পরে পরমহংস অবস্থা লাভ করেন। তাঁহাদের ভক্তি তখন সুষ্ঠু হয়, মিশ্রা হইতে শুদ্ধ হয়। ইঁহারা ক্রমপন্থী। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিয়া তাহার উদ্দেশ্য যে শ্রীহরিভক্তি, যদি তাহা উদ্দিষ্ট না হয়, তাহা হইলে প্রথমে ফল্গু বৈরাগী, ক্রমশঃ অকর্ম্মী, কুকর্ম্মী হইয়া নরকলাভ হইবে। কিন্তু, যাঁহারা সাধুসঙ্গে ভজন করেন, তাঁহারা 'জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু' ইত্যাদি শ্লোকাবলী অনুসারে নিজের বাসনা গর্হণ করিতে করিতে বর্ণাশ্রমকে যখন অনুকুল বোধ হয়, তখন সেই দৈববর্ণাশ্রমের আদর এবং প্রতিকূল বোধ হইলে সেই অদৈববর্ণাশ্রমকে অনাদর করেন। ইঁহারা শ্রীহরিনাম-ভজনের অধিকারী। ইঁহাদের সাধ্য — শ্রীভগবৎপ্রেম এবং সাধন — শুদ্ধভক্তি।

কর্ম্মের উপদেশে দণ্ডযোগ্য ব্যক্তির দণ্ড-ব্যবস্থা — কযায়াবৃতজনের কর্ত্তব্যের ব্যবস্থা। কুকর্ম্মী বিকর্ম্মীকে উপদেশ করা হইতেছে — "সুকর্ম্ম কর, ভাল ফল পাইবে।" ইহাদের গতি স্বর্গ এবং খুব সুষ্ঠ হইলে মহঃ জন প্রভৃতি চারিটি লোক পর্য্যন্ত। তাহার পরে জ্ঞানী শ্রীহরির প্রিয়। "প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিনঃ" কর্ম্মী অপেক্ষা জ্ঞানী শ্রীহরির প্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। জ্ঞান দুই প্রকার — নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান ও সবিশেষ-জ্ঞান। নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানের প্রসঙ্গ এস্থানে উত্থাপিত হয় নাই। সবিশেষ-জ্ঞানের গতি শ্রীবৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত; ঐশ্বর্য্যজ্ঞান বা মহিমাজ্ঞান সেস্থানে প্রবল। শ্রীনারায়ণ শ্রীলক্ষ্মীর সহিত সেস্থানে বিলাসবান্। শ্রীনারায়ণ জগতে অবতীর্ণ হ'ন না। ঐশ্বর্য্যের প্রতিবন্ধকই এই জগৎ। তিনি বৈকুণ্ঠে চতুর্ব্ব্যূহ দ্বারা সেবিত। তাঁহার পর পুরুষাবতার শ্রীবিষ্ণুত্রয়; বিরজায় তাঁহাদের অবস্থান। শ্রীগর্ভোদকশায়ী হইতে বৈভবাবতার-গণ। ইঁহার বহু অর্চ্চাবিগ্রহ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, — শ্রীরঙ্গমে - শ্রীরঙ্গনাথ, শ্রীকুর্ম্মাচলে - শ্রীকুর্ম্মদেব, শ্রীসিংহাচলে - শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীনীলাচলে - শ্রীপুরুষোত্তম, ত্রিবান্দ্রমে - শ্রীপদ্মনাভ। তিরুবরে - শ্রীআদিকেশব, সোরোক্ষেত্রে - শ্রীবরাহদেব, শ্রীমন্দারে - শ্রীমধুসুদন ইত্যাদি। ভক্তের প্রতি বাৎসল্য বা কৃপা প্রকাশ করিবার জন্য এবং জগতের বদ্ধজীবের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা অর্চ্চারূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীগর্ভোদশায়ী, শ্রীক্ষীরোদশায়ী ও শ্রীকারণোদশায়ী — তিনজন পুরুষাবতার। ইঁহারা স্বেচ্ছায় করিয়াছেন। ইঁহাদের উপরে শ্রীরাম-নৃসিংহাদি বৈভবতারগণ। তাঁহারা জগতের কোন নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া অবতীর্ণ হইলেও জগদ্ব্যপারের কোন উপাধি স্বীকার করেন নাই। প্রপঞ্চাতীত লোক, ইঁহাদের স্ব-স্ব শ্রীবৈকুণ্ঠে তত্তদ্ আশ্রয়গণের সহিত নিত্যকালই ইঁহারা অবস্থিত আছেন। শ্রীবৈকুণ্ঠ — প্রপঞ্চাতীত ধাম। তথায় লীলা আছে অর্থাৎ দাস্যাদি রসের আশ্রয়-ভক্তের সহিত শ্রীভগবানের বিলাস আছে। শ্রীভরত ও সনকাদি ভক্তগণের গতি এই স্থানে। তাঁহারা জ্ঞানী অর্থাৎ

মহিমজ্ঞানযুক্ত জ্ঞানী। তাঁহারা আত্মারাম হইয়াও শ্রীতুলসীর গন্ধে মোহিত, বিহ্বল হইয়া যান। তাঁহারা নিজদিগকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করেন। তাঁহাদের বৃহত্ত্ব, গাম্ভীর্য্য, স্থিরত্ব পরিমাপের বাহিরে। সেই ব্রহ্মজ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের তুলসীর গন্ধে মোহিত অর্থাৎ বশীভূত, উন্মত্ত ও চঞ্চল হইয়া উঠেন। ইঁহাদের অপেক্ষা শুদ্ধভক্ত — সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা সেবাবিধানকারী ভক্ত — শ্রীঅম্বরীশ শ্রেষ্ঠ — যিনি চব্বিশ-ঘন্টাই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে শ্রীকৃষ্ণের পূজায় নিযুক্ত করিয়াছেন; শ্রীমদ্ভাগবত যঁহার সেবানিষ্ঠা-সম্বন্ধে "স বৈ মনঃ কৃষ্ণ পদারবিন্দায়ো" — (৯।৪।১৮-২০) প্রভৃতি শ্লোক বলিয়াছেন। আর শ্রীপ্রহ্লাদও এইরূপ। তাঁহার অপেক্ষা প্রেমভক্ত শ্রীহনুমান্ শ্রেষ্ঠ। তিনি দাস। পূর্ব্বে শ্রীঅম্বরীশ পর্য্যন্তও কিছু কিছু মহিমজ্ঞান ঐশ্বর্য্যভাব আছে; বিচার-বুদ্ধির প্রেরণা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। শ্রীঅম্বরীষের ইন্দ্রিয়দ্বারা সর্ব্বক্ষণ পূজাবিধান দেখা গেলেও শ্রীহনুমানের পরিচর্য্যা আরও বেশী অর্থাৎ মহিমজ্ঞানের প্রেরণা দ্বারা পরিচর্য্যা নহে — পরিচর্য্যা-বুদ্ধির প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়াই পরিচর্য্যা। তদপেক্ষা প্রেমপরভক্ত পাণ্ডবগণ শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের পরিচর্য্যার সহিত স্বজনবুদ্ধি - মমতা বেশী। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীঅর্জ্জুনের গৌরব-সখ্যে আরও একটু বেশী মাখামাখি ভাব। তদপেক্ষা প্রেমাতুর শ্রীযাদবগণ শ্রেষ্ঠ। শ্রীযাদবগণের ধারণা 'শ্রীকৃষ্ণ আমাদের বান্ধব আত্মীয়-স্বজন'। সেই সম্বন্ধের মধ্যে গৌরব বা ঐশ্বর্য্যের কিছু মিশ্রণ আছে। শ্রীযাদবগণের মধ্যে আবার শ্রীউদ্ধব শ্রেষ্ঠ, তিনি প্রেমবিহ্বল। তিনি একাধারে শ্রীভগবানের স্বজন, সখা ও সচীব। তাঁহা অপেক্ষা প্রেমৈকনিষ্ঠ শ্রীমথুরাবাসীগণ শ্রেষ্ঠ। তথায় শ্রীভগবান অসহায় 'ভোজন' করিতে দিলে তিনি ভোজন করিতে পারেন, নতুবা তাঁহার নিজের সে ক্ষমতা নাই'। শ্রীভগবান্ তথায় তাঁহাদের হাতের মুঠোর জিনিস। শ্রীমথুরা মধুরা অর্থাৎ শ্রীভগবান্ মধু অর্থাৎ মাধুর্য্যের দ্বারা 'ঘরের ছেলে' বলিয়া প্রতিভাত; ছোট ছেলেমানুষের মত। দেবলীলা হইতে এস্থানে পূর্ণভাবে নরলীলার প্রকাশ।

এস্থান হইতে শ্রীবৃন্দাবন আরও শ্রেষ্ঠ। সেস্থানে শ্রীনন্দের অভিমান্ — 'ভগবান্ তাঁহার অঙ্গ-সম্ভূত'। শ্রীযশোদার অভিমান — 'ভগবান্ তাঁহা হইতে হইতে প্রসূত' অর্থাৎ নরদেহধারী শিশুর মত। তাঁহাদের অপেক্ষা 'কমলনয়নাগণ' শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের মধ্যে পর পর উৎকর্ষময়ী সেবার সমস্তভাবই আছে। তাঁহারাও অদ্বয়জ্ঞান। বিষয় ও আশ্রয় দুই জন দুই জনকে আস্বাদন করিবার জন্য পৃথগ্-রূপে প্রকাশিত। অদ্বয়জ্ঞানই আশ্রয়। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ-নন্দন স্বয়ং রসসিন্ধু। সেই রসসিন্ধুর অপারত্বই রসিকগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।

(শ্রীললিত-মাধব ৮।২৮)

রসসিন্ধু স্বয়ং তাহার পার পা'ন নাই। তিনি কোটী কোটী ইন্দ্রিয়দ্বারা স্বীয় রূপ-গুণ আস্বাদনের জন্য কোটী কোটী ইন্দ্রিয়প্রার্থী।

এই বিচারগুলি নিগূঢ়। ইহা প্রেমের দিক্ হইতে বিচার। কাহার কেমন রস বা দাস্য, তাহা পূর্ণ-দাস্যে অবস্থিত যিনি, তিনিই বলিতে পারেন। শ্রীগৌরসুন্দর এই সকল কথা জানাইয়াছেন। প্রেমের বিলাস বা সৌখ্যের বৈশিষ্ট্য, অমৃতের স্বাদের বৈচিত্র্য যে কি, তাহা যিনি সেই সিন্ধুতে নিমজ্জিত, তিনিই বলিতে পারেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি গুরুবর্গ অপ্রাকৃত শব্দ-সাহায্যে ইহা বর্ণন করিয়াছেন। সিন্ধুর তরঙ্গের মধ্যে আবার তারতমের বিচার গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের নিজস্ব সম্পত্তি। ইহা অন্য সম্প্রদায়ে নাই।

যেস্থানে শ্রীভগবান পাল্যের পাল্য, নিয়ন্ত্রিত, নিজে পালক হইয়াও পাল্য হইয়াছেন, সেই ধামই - শ্রীমথুরা। শ্রীমথুরাবাসীগণ প্রেমৈকনিষ্ঠা প্রেমাতুর শ্রীউদ্ধব অপেক্ষা তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। শ্রীউদ্ধব ঐ শ্রীমথুরা-বাসিগণের পদধূলি হইতে আশা করেন। যে শ্রীউদ্ধব শ্রীলক্ষ্মী, শ্রীসঙ্কর্ষণ, এমন কি, নিজের শ্রীবিগ্রহ অপেক্ষাও প্রিয়, তাঁহারও সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্খার বস্তু — শ্রীশ্রীমথুরাবাসীগণের পদধূলি।

পূর্ণকৃষ্ণজ্ঞান এবং প্রেমজ্ঞান যেস্থানে বিরাজমান, সম্বিতের সার শ্রীকৃষ্ণজ্ঞান যে ধামে আছে — তাহাই শ্রীমথুরা। ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমাত্মজ্ঞান শ্রীভগবজ্‌জ্ঞানের মধ্যে আছে। সেই শ্রীভগবজ্‌জ্ঞানের মধ্যে স্বয়ং রূপের জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। সেই স্বয়ংস্বরূপ-কৃষ্ণজ্ঞান ও প্রেমজ্ঞান মাখামাখি যেস্থানে, সেই ধামই শ্রীমথুরা। শ্রীমথুরায় মমতার আতিশয্য থাকায় সমস্তই মসৃণ, তাঁহার ভিতরে-বাহিরে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিফলিত হ'ন। ঐশ্বর্য্যমিশ্র-দর্শনের কার্কশ্য তথায় নাই। প্রেমেই যাঁহাদের নিষ্ঠা, তাঁহারা সেই মাথুরধামে থাকেন। সেই শ্রীমাথুরমণ্ডলের মধ্যে শ্রীব্রজধাম অবস্থিত।

শ্রীমন্মনাপ্রভু শ্রীল রায় রামানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —

"সর্ব্ব ত্যজি' জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস?"
"শ্রীবৃন্দাবনভূমি - যাঁহা নিত্যলীলা-রাস॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৮।২।২৫৩)

'যাঁহা নিত্য-লীলারাস' — সেই শ্রীবৃন্দাবনধাম 'রাসোৎসবাৎ' রাসোৎসব-নিবন্ধন শ্রীমথুরাধাম অপেক্ষা শেষ্ঠ। তথায় কেবল শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বা আবির্ভাব-মাত্র নহে; তথায় শ্রীকৃষ্ণের মধুরা প্রেমময়ী লীলা আছে। বয়স তথায় তরুণ, কিশোর — কেবল বাল্য নয়। তথায় কৈশোর বা তারুণ্যলীলা প্রকাশিত। তিনি রসময় — সর্ব্বক্ষণ রাসরত। অপ্রাকৃত কামদেবের কামের অভিব্যক্তি তথায় হইয়াছে। তিনি অপ্রাকৃত মদন — তিনি পুষ্পবাণ, শ্রীগোবিন্দ; তিনি কুসুমশরে গোপিকাগণকে বিদ্ধ করিয়া নিত্যরাসলীলায় নিত্যকাল ব্যাপৃত। সর্ব্বক্ষণ তাঁহার কাম বর্দ্ধিত হইতেছে। এই লীলা তাঁহার স্বরূপ, স্বভাব। এতাদৃশ শ্রীবৃন্দাবন হইতেও শ্রীগোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠ।

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈদোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্ ।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্॥

(শ্রীভাঃ ১০।৯০।৪৮)

স্বভাবের ধামে দেবলীলা অপেক্ষা নরলীলার শ্রেষ্ঠতা বা মাধুর্য্য বেশী। শ্রীদ্বারকায় দুই হাতের দ্বারা অধর্ম নিরাস করেন; বৈকুণ্ঠে তিনি চতুর্ভুজ। যত উপরে শ্রীভগবদ্ধাম, ততই নরলীলা পরিস্ফুট। শ্রীদ্বারকায় হস্তদ্বয় দ্বারা অধর্ম্ম নিরাস করেন, ইহা ঐশ্বর্য্যের বিচার। 'স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ' — স্থাবর ও জঙ্গমের পাপ-হরণকারী। 'সুস্মিত-শ্রীমুখেন ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্' — তাঁহার হাস্যযুক্ত শ্রীমুখে রাসরস অপেক্ষা মাধুর্য্য আরও বেশী। মধুর-রতির আশ্রয়গণের শ্রীবিগ্রহ অপেক্ষাও মন্দহাস্য বেশী উন্মত্ত করায়। সেই পরব্রহ্মের শ্রীবিগ্রহ বা বপু দ্বিগুণিত মধুর —

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং
মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং
মধুরং মধুরং মধুরম্॥

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত - ৯২)

সেই শ্রীবিগ্রহ — অসমোর্দ্ধ-শ্রীবিস্মাপিতচরাচর। সেই অসমোর্দ্ধ দ্বারা স্থাবর-জঙ্গম, এমন কি, শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সতীত্বকে পর্য্যন্ত টলমল করায়। শ্রীনারায়ণের প্রতি তাঁহার অচল দাস্যকে চঞ্চল করায়। বপু অপেক্ষা বদন — ত্রিগুণিত মধুর। তদপেক্ষা মধুগন্ধি মৃদুস্মিত — চতুর্গুণিত মধুর। 'অহো' — অদ্ভুতরসের উদয়। বর্ণনা এস্থানে অসমর্থা হইয়া গেল।

শ্রীকৃষ্ণের বপু শ্রীলক্ষ্মীর দাসত্বকে টলমল করায়। শ্রীকৃষ্ণের বদন শ্রীনারায়ণকে উদ্‌ভ্রান্ত করে। অপরিকলিতপূর্ব্ব সেই বদনের ছবি দেখিয়া দ্বারকায় শ্রীবাসুদেব মুগ্ধ হইলেন। যে বদন দেখিয়া শ্রীনারায়ণ মুগ্ধ, সেই বদন বা রূপ একমাত্র শ্রীগোপিকাগণের সেব্য বা সর্ব্বস্ব। যে শ্রীগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে চমৎকৃত করিয়াছেন — সেই গোপীগণই তাঁহার হাস্য দেখিয়া মুগ্ধ। ইহার পর বাক্য চলে না।

পশুপাল - গোপাল। পঙ্কজদৃক্ - পঙ্কজনয়না বা ললনা। 'পশুপাল-পঙ্কজদৃক্' শব্দে - গোপ-ললনা। শ্রীবৃন্দারণ্য, যেস্থানে রাসলীলা হয়; তাহাতে যোগদানকারীণী পরোঢ়া গোপীগণ, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মধুর চতুর্গুণিত

হাস্যদ্বারা বশীভূতা, তাঁহারা শ্রীমথুরাবাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা।

তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রীরাধারাণী শ্রেষ্ঠা, যাঁহার জন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাসমণ্ডল পরিত্যাগ করিলেন। সেস্থানে বহু 'সমা'র মধ্যে আবার একলার নিষ্ঠা। যেস্থানে প্রেমের ঘনীভূত-সার মহাভাবস্বরূপা নিজের প্রণয়-মূর্ত্তিকে নিজের সৌন্দর্য্য দ্বারা আকর্ষণ করিয়া লইয়া যান, সেই শ্রীগোবর্দ্ধন শ্রীরাসস্থলী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং শ্রীরাসস্থলীর সমগ্র গোপীকাগণ অপেক্ষা শ্রীরাধা শ্রেষ্ঠা — যাঁহার সৌন্দর্য্যের এক কণার নিকট শ্রীরতি, শ্রীগৌরী ও শ্রীলীলা (আধার-শক্তি) পরাজিতা — যাঁহার সৌভাগ্য নন্দনকাননবাসিনী শ্রীশচি অথবা শ্রীনারায়ণের বক্ষস্থিতা শ্রীলক্ষ্মী অথবা তাঁহার অপেক্ষাও অধিক সৌভাগ্যশালিনী যে শ্রীসত্যভামা, যাঁহার শ্রীরুক্মিণী অপেক্ষাও প্রিয়পতি শ্রীকৃষ্ণের নিকট দাবী বেশী, সেই সত্যভামার সৌভাগ্যকে পর্য্যন্ত পরাস্ত করে। যিনি বশীকরণ দ্বারা শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতির শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণকে তিরস্কার করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিজের 'প্রাণবন্ধু' করিয়াছেন এমন যে হ্লাদিনীসার মহাভাবের মূর্ত্তি, তিনি লইয়া যান শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীগোবর্দ্ধনে বা তাঁহার কুণ্ডে। যাঁহারা শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর পাদপদ্মের ধূলিরূপে নিজেকে উপলব্ধি করিতে পারেন এবং শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুও তাহাদিগকে কোন জন্মে স্বীয় পাদপদ্মধূলিরূপে স্বীকার করেন, — তাঁহাদেরই সেই স্থান — জীবাত্মার চরম সাধ্যসার — পরমসৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা লাভ হয়, অন্যের নহে।

———— ———— ————